كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

কিতাবুল উযহিয়্যাহ

[কুরবানী সংক্রান্ত গ্রন্থ]

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ‘ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ
(সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)

অন্তিম প্রকাশনী

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم

“ আয়িশা (রদিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, কুরবানীর দিনে আদম সন্তান যত কর্ম করে তন্মধ্যে আল্লাহর নিকট প্রিয়তম কর্ম হল রক্ত প্রবাহিত করা।”
(ফিকহুস সুনান, হা: ২৩০১)

كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

কিতাবুল উযহিয়্যাহ

[কুরবানী সংক্রান্ত গ্রন্থ]

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

কিতাবুল উযহিয়্যাহ

লেখকঃ	হাবীবুল্লাহ মাহমুদ
সম্পাদকঃ	খালিদ হাসান
অনুলিপকঃ	মূসা বিন এনামুল হক
গ্রন্থস্বত্বঃ	অন্তিম প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশঃ	১লা জুলহাজ্জাহ, ১৪৪৭ হিজরি ১৯ মে, ২০২৬ ঈসায়ী
মুদ্রণঃ	অন্তিম প্রেস
প্রকাশনায়ঃ	অন্তিম প্রকাশনী
নির্ধারিত মূল্যঃ	৮০ টাকা
ওয়েবসাইটঃ	https://gazwatulhind.site
কাফেলাঃ	https://linktr.ee/kafela_official
যোগাযোগঃ	backup.2024@hotmail.com
অন্যান্য বইগুলোঃ	https://cutt.ly/akhirujjamanbooks https://dl.gazwatulhind.site
বই কিনুনঃ	https://fb.com/OntimProkashoni

KITABUL UZHIYYA WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD, BIN ABDUL QADIR, EDITED BY KHALID HASAN. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1ST PUBLISHED ON: 1ST DHUL HIJJAH,1447 HIJRI, 19 MAY 2026 ISAYI.

উপহার

এর পক্ষ থেকে

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি	১১
ভূমিকা	১২
উযহিয়্যাহ এর সংজ্ঞা	১৩
কুরবানীর সংজ্ঞা	১৩
কুরবানী একটি প্রাচীন ইবাদাত	১৩
কুরবানীর সূচনা	১৪
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কুরবানী এবং মুহাম্মদ (ছঃ) এর উম্মতের জন্য আদর্শ	১৭
ঈদুল ফিতরের সূচনা	২৩
ঈদুল আযহা এর সূচনা	৩২
দুই ঈদের ছলাত আদায়ের বিধান	৩৭
আল্লাহর রছূল (ছঃ) এর কুরবানী	৪১
কুরবানীর ফজিলত	৫৫
কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পড়ার আগেই তা বিশেষ মর্যাদায় পৌছে যায়ঃ	৫৫
কুরবানীর মাধ্যমে তাক্বওয়া (আল্লাহর ভয়) অর্জন করা যায়ঃ	৫৬
কুরবানীর বিধান	৫৭
কুরবানী দাতার নিসাব	৬১
যে কৃপণ, কুরবানী করেনা তার প্রতি রসূলের ভর্ৎসনা	৬৫
যার কুরবানী দেয়ার সক্ষমতা নেই তার বিধান	৬৬
যেই সকল পশু দ্বারা কুরবানী করতে হবে	৬৬
প্রথমত চতুষ্পদ পশু :	৬৬
দ্বিতীয়ত গৃহ-পালিত পশু :	৬৭
গৃহ পালিত পশুর মধ্য হতে মাত্র কতক শ্রেণীর	৬৮
পশুগুলো কুরবানীর জন্য প্রযোজ্য :	৬৮
কুরবানীর পশুতে যে সকল সমস্যা (ত্রুটি) থাকলে কুরবানী হবে না	৭৪
১/ খাসি করা পশু	৭৪
২/ কান কাটা বা কান ফাড়া	৭৪
৩/ অন্ধ বা কানা	৭৫
৪/ অসুস্থতা যা সুস্পষ্ট দৃশ্যমান	৭৫
৫/ খোড়া বা লেংড়া	৭৬

৬/ দূর্বল বা জীর্ণশীর্ণ	৭৭
৭/ শিং ভাঙ্গা	৭৭
৮/ লেজ কাটা	৭৮
কুরবানীর পশুগুলোর মধ্যে যা উত্তম ও পছন্দনীয়	৭৮
কুরবানী দাতার জন্য করণীয় বিষয়	৮৫
করণীয় বিষয় ১:	৮৫
করণীয় বিষয় ২:	৮৬
করণীয় বিষয় ৩:	৮৭
করণীয় বিষয় ৪:	৮৮
করণীয় বিষয় ৫:	৮৯
করণীয় বিষয় ৬:	৯০
করণীয় বিষয় ৭:	৯১
করণীয় বিষয় ৮:	৯২
করণীয় বিষয় ৯:	৯২
করণীয় বিষয় ১০:	৯৪
কুরবানীর পশু যবেহ করার সময়	৯৪
কুরবানীর পশু যবেহের প্রথম সময় :	৯৪
কুরবানীর পশু যবেহ করার শেষ সময় :	৯৬
কুরবানীর পশুর গোস্ত বণ্টন	৯৬
‘ দারুল হার্ব ' এ গরু কুরবানী করার বিধান	১০৪
গরু ভাগে কুরবানীর বিধান	১০৫
বিদায় হাজ্জের সময় সফররত অবস্থায় আল্লাহর রছূল (ছঃ) এর কুরবানী :	১০৬
মদিনায় মুকিম অবস্থায় কুরবানী	১০৭
কুরবানীদাতা নিজের কুরবানী নিজে যবেহ করা উত্তম	১১২
মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানীর বিধান	১১২
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কুরবানী করা হারাম	১১৩
গোটা জামায়াতের মধ্যে যারা কুরবানী দিতে পারে না তাদের পক্ষ হতে আমিরের একটি পশু কুরবানী করা	১১৬
কুরবানীর দ্বারা যে সকল উপকার হয়	১১৮
কুরবানীর দ্বারা যে সকল উপকার গ্রহণ করা জায়েজ নেই	১১৯
কুরবানীর পশুর বিনিময় (অর্থ) দান করার বিধান	১২০
কুরবানীর পশু কুরবানীর পূর্বেই হারিয়ে গেলে অথবা মারা গেলে তার বিধান	১২১

কুরবানীর পশু ক্রয় করার পর বাচ্চা প্রসব করলে তার বিধান	১২১
কুরবানীর পশু যবেহ'র পর পেটে বাচ্চা পেলে তার বিধান	১২২
কুরবানীর পশু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার বিধান	১২২
ঈদ উল ফিতরের দিনের পূর্ণাঙ্গ আমল	১২৩
ঈদুল আযহার দিনের পূর্ণাঙ্গ আমল	১২৫

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে 'হাবীবুল্লাহ মাহমুদ' নামে চেনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েকজন ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

- ❖ পিতার দিক হতে - আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী ﵀ বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী ﵀ । যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন। ১
- ❖ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (উল্লেখ্য: 'গাঁওপাড়া' গ্রামটি নাটোর জেলার আওতাধীন বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন, পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।)

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়ালু ও অতি দাতা।

ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়ানু ছল্লি আ'লা রছূলিহিল কারীম।
আম্মাবাদঃ
বর্তমান সমাজে ছলাত, ছিয়ামের বিষয়ে স্পষ্টভাবে তালিমের ব্যবস্থা থাকলেও কুরবানীর বিষয়টা একেবারেই পাশ কাটিয়ে চলেছে বর্তমান সময়ের এক শ্রেণীর আলেমগণ। ফলে কুরবানী মুসলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হিসেবে মহান আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হলেও তা এখন ভুল প্রয়োগের কারণে অনেকাংশেই কুরবানীর ইবাদাতে সুন্নাতের পরিবর্তে বিদআতের প্রবেশ ঘটেছে, যা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

আমি বিশেষ করে আমার দেখা গ্রাম অঞ্চল গুলোর কুরবানী অনুষ্ঠানের কথা বলছি, সেখানকার অধিকাংশ ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ কুরবানীর প্রকৃত হাকিকত ও কুরবানীর সুন্নাহ এবং কুরবানীর করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে ছাত্র ও সাধারণ মুসলিমদের তালিম প্রদানে একেবারেই অসচেতন,তারা যতটুকু জানে সেটা কেবলমাত্র তাদের লোকমুখ থেকে শোনা পর্যন্তই। কিন্তু তাদের দলিলসম্মত কোন জ্ঞান দেয়া হয়না। যা সত্যিই বেদনাদায়ক।

অথচ এই কুরবানী হিন্দুত্ববাদী ও নাস্তিক্যবাদ এবং মুসলমানদের মধ্যে আমলগত পার্থক্যকারী। আমাদের মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম ﷺ এর সুন্নাহ। এবং মুহাম্মাদ ﷺ ও তার উম্মত গনের জন্য অবশ্যই পালনীয় সুন্নাহ, যা অস্বীকার করা ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের একটি।

অতঃপর, আমি মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুসলিম উম্মাহর কল্যাণার্থে কুরবানী সংক্রান্ত ছোট একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখলাম যার নামকরণ করেছি " কিতাবুল উযহিয়্যাহ " (কুরবানী সংক্রান্ত গ্রন্থ)।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা অত্র গ্রন্থটি আমাদের বুঝে পড়ার ও আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

নিবেদক
মাহমুদ
২৬ জিলক্বদ, ১৪৪৭ হিজরি

কিতাবুল উযহিয়্যাহ

কিতাব অর্থ গ্রন্থ। আর উযহিয়্যাহ অর্থ কুরবানীর আমল। সুতরাং কিতাবুল উযহিয়্যাহ অর্থ কুরবানীর আমল বিষয়ক গ্রন্থ।

উযহিয়্যাহ এর সংজ্ঞা

উযহিয়্যাহ হলো নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে কুরবানীর দিনগুলোতে আল্লাহর নৈকট লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা হয়। এটি যেন সেই সময়ের নাম থেকে উদ্ভূত যেই সময়ে এটি যবেহ করা শরীয়তসম্মত করা হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই সেই দিনটির নামকরণ করা হয়েছে ' **ইয়াওমুল আযহা** ' বা কুরবানীর দিন।"
(ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৩, পৃ: ৬৪৫)

কুরবানীর সংজ্ঞা

কুরবান (قربان) একটি আরবী শব্দ যা উর্দুতে কুরবানী হিসেবে অধিক পরিচিত। 'কুরবান' অর্থ নৈকট্য লাভ। ঐ মাধ্যমকে কুরবানী বলা হয়, যার দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভ করা হয়।
(আল ক্বামূছুল মুহীত্ব-মাজদুদ্দীন ফীরোয়াবাদী, পৃ: ১৫৮)

কুরবানী একটি প্রাচীন ইবাদাত

কুরবানী মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে বান্দার জন্য প্রাচীন একটি ইবাদাত, যা প্রত্যেক জাতির উপরই মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে নির্ধারিত ছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

" প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্বরণ করতে পারে, যে সমস্ত জন্তু তিনি রিযিক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তাঁরই

কাছে আত্মসমর্পণ কর; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও। ” (সূরহ হাজ্জ, আ: ৩৪)

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক জাতির জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পশুহ যবেহর মাধ্যমে আমরা কুরবানীর যেই ইবাদাত পালন করি তা নতুন কোনো ইবাদত নয় বরং প্রাচীন একটি ইবাদাত; যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক জাতির জন্যই নিয়ম করে দিয়েছেন।

কুরবানীর সূচনা

আবুল বাশার হযরত আদম عليه السلام এর যুগ থেকেই কুরবানীর সূচনা হয়। যা মানুষ জাতির পক্ষ হতে প্রথম কুরবানী।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন , “ আর তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা কর, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অত:পর তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হলো, আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হলো না। ” (সূরহ মায়িদাহ, আ: ২৭)

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির رحمه الله উল্লেখ করেছেন, কাশিম বিন আব্দুর রহমান رحمه الله বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন رحمه الله বলেছেন , “ হযরত আদম عليه السلام হাবীল ও কাবীলকে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমার সন্তানদের মধ্য থেকে এমন লোক জন্ম নিবে, যারা কুরবানী করে। অতএব, তোমরা কুরবানী কর। তোমাদের কুরবানী কবুল হলে আমার চোখ শীতল হবে। হাবীল দুম্বা পালন করতো। সে তার দুম্বা থেকে সবচেয়ে উত্তম দুম্বাটি কুরবানীর জন্য বাছাই করে। কাবীল কৃষিকাজ করতো। সে তার শষ্য থেকে কিছু শষ্য মনোকষ্টের সাথে কুরবানীর জন্য পেশ করে। তাদের উভয়ের কুরবানীর বস্তু নিয়ে আদম عليه السلام সহ পাহাড়ের উপর উঠেন এবং

সেখানে রেখে একটু দূরে বসে থাকেন। পিতাসহ তারা উভয়েই কুরবানীর দিকে তাকিয়ে ছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আগুন প্রেরন করেন এবং সেই আগুন থেকে একটি ঘাড় বের হয়ে হাবীলের কুরবানীর বস্তুকে বেষ্টন করে এবং তা আকাশে তুলে নিয়ে যায়। আর কাবীলের কুরবানী সেখানে ফেলে রেখে যায়। অতঃপর, তারা নিজ গৃহে ফিরে আসলো। হযরত আদম ﷺ জানতে পারলেন যে, কাবীল তার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই তিনি কাবীলকে বললেন, তোমার কুরবানীর বস্তু তোমার মনোকষ্টের মাধ্যমে কুরবানীর কারণে কবূল করা হয়নি। তোমার অকল্যাণ হোক। কাবীল তখন বললো, " আপনি হাবীলকে ভালোবাসেন বিধায় আপনি তার জন্য দুয়া করেছেন। তাই তার কুরবানী কবূল হয়েছে এবং আমার কুরবানী কবূল হয়নি।"

অতঃপর, কাবীল হাবীলকে জানালো, " আমি তোকে হত্যা করবো এবং তোর থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। তোর জন্য আব্বা দুয়া করেছেন, তাই তোর কুরবানী কবূল হয়েছে আর আমার কুরবানী কবূল হয়নি।" *(তাফসির ইবনে কাসির, খণ্ড: ২, পৃ: ৮৮৬, সূরহ মায়িদার ২৭ নং আয়াতের আলোচনায়)*

হযরত আওফী ﷺ বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, " ঐ সময় সাদকা নেয়ার মত মিসকিন ছিলো না। তাই লোকেরা আল্লাহর জন্য কুরবানী করতো। একদিন আদম ﷺ এর দুই পুত্র বসে বলছিলো, আমরা যদি কুরবানী করতাম তাহলে ভালো হতো। কোনো ব্যক্তি কুরবানী পেশ করলে, আল্লাহ যদি তা পছন্দ করতেন তাহলে আগুন এসে তা খেয়ে ফেলতো।

আর আল্লাহ তা পছন্দ না করলে আগুন নিস্তেজ হয়ে যেতো। তারা দুই ভাই কুরবানী করলো। আদম ﷺ এর একপুত্র পশু পালন করতো এবং আরেক পুত্র কৃষিকাজ করতো। যে পশু পালন করতো, সে মোটা তাজা একটি দুম্বা কুরবানী করে এবং অন্য ভাই কিছু শষ্য কুরবানী দেয়। এরপর আগুন এসে তাদের কুরবানীর

বস্তুর মাঝখানে নাযিল হয়ে দুম্বাটি খেয়ে ফেলে ও শষ্যগুলি রেখে যায়।

তখন আদম ﷺ এর একপুত্র তার ভাইকে বললো, আমি লোকদের মধ্যে উঠাবসা করবো আর তারা জানবে যে তুমি কুরবানী করেছো, তা কবূল হয়েছে। আর আমারটা কবূল হয়নি। আল্লাহর কসম! লোকেরা আমার ও তোমার দিকে তাকাবে কিন্তু তুমি উত্তম হবে, আমি তা চাই না। তাই আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। তার ভাই তাকে বললো, আমার অপরাধ কি? আল্লাহ তো মুত্তাক্কিদের কুরবানী কবূল করে থাকেন। " *(তাফসিরে ইবনে কাসির, খন্ড: ২, পৃ: ৮৮৮)*

ইমাম ইবনে কাসির ﷺ বলেন, " আল্লাহ তা'য়ালা অবস্থার প্রেক্ষিতে আদম ﷺ এর জন্য তার নিজ পুত্র ও কন্যার মধ্য বিবাহ বৈধ করে দেন। "

বিদ্যানগণ বলেন , " আদম ﷺ এর স্ত্রীর গর্ভে প্রত্যেকবার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করতো। তিনি এর গর্ভের মেয়ের সাথে অন্য গর্ভের ছেলের বিবাহ দিতেন।"

হাবীলের জমজ বোন ছিলো অসুন্দরী এবং কাবীলের জমজ বোন ছিলো সুন্দরী। তাই কাবীলের ইচ্ছা সে তার জমজ সুন্দরী বোনকে বিবাহ করবে, যা আদম ﷺ এর নিকট প্রেরিত শারিয়াত বিরোধী।" ফলে আদম ﷺ এটা করতে নিষেধ করে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে কুরবানী করো। যার কুরবানী কবূল হবে, তার সাথে তাকে বিবাহ দেওয়া হবে। তারা কুরবানী করলে হাবীলের কুরবানী কবূল হলো। আর কাবীলের টি কবূল হলো না। " *(তাফসির ইবনে কাসির, খন্ড: ২, পৃ: ৮৮৪)*

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কুরবানী এবং মুহাম্মদ (ছঃ) এর উম্মতের জন্য আদর্শ

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম ﷺ ছিলেন খলিলুল্লাহ অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালার একজন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। কালেডীয় সম্প্রদায়ের নিকট মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাকে রছূল হিসবে প্রেরণ করেন। কালেডীয় সম্প্রদায় মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে বিশ্বাস করতো ঠিকই কিন্তু তারা আল্লাহকে পাবার জন্য বা আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রাজি-খুশির জন্য বর্তমান সময়ের পীর ফকিরদের ও তাদের অনুসারীদের মত উছিলা খুঁজে নির্ধারণ করে নিয়েছিলো। আর তারা তাদের উছিলা নির্ধারণ করেছিলো বিভিন্ন মূর্তি ও তারকাগুলোকে। মূর্তি ও তারকা গুলোই হয়তো তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভ করাবে। যার ফলে তারা মূর্তি ও তারকা পূজা করতো।

হযরত ইব্রাহীম ﷺ তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়ে সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

" আর (স্বরণ কর) ইব্রাহীমের কথা, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাকে ভয় কর যদি তোমরা বোঝো। তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তি গুলোর ইবাদাত করছো এবং মিথ্যা-আরোপ করছো। নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করো, তারা তোমাদের জন্য রিযিকের মালিক নয়। তাই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ করো, তারই ইবাদাত করো এবং তারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তারই কাছে তোমরা ফিরে যাবে। " (সূরহ আন কাবুত, আ: ১৬-১৭)

হযরত ইব্রাহীম ﷺ তার সম্প্রদায়ের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌছানোর পর, তার প্রতি নির্যাতনের পালা শুরু হয়। এবার তিনি

তার পিতাকেও তাওহীদের দিকে আহবান করলেন, যেন তার সম্প্রদায়ের লোক তাকে অস্বীকার করলেও তার পিতা তার দাওয়াত গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا
اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا
يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۖ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا
يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا

" আর স্বরণ কর এই কিতাবে বর্ণিত ইব্রাহীমের কথা। নিশ্চয়ই সে ছিলো পরম সত্যবাদী নাবী । যখন সে তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদত কর; যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না তোমার কোন উপকারে আসতে পারবে? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো। হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের ইবাদাত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান হলো রহমানের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি যে, রহমানের(পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে। ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। " (সূরহ মারিয়াম, আ: ৪১-৪৫)

হযরত ইব্রাহীম عليه السلام এর দাওয়াতের উত্তরে তার পিতা এক ভয়ংকর জবাব দিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۖ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا

" সে বললো, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার ইলাহদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি (এই দাওয়াত প্রদান থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো। আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে চলে যাও। " (সূরহ মারিয়াম, আ: ৪৬)

হযরত ইব্রাহীম عليه السلام তাঁর পিতার অহংকার পূর্ণ জবাবের শান্তিপূর্ণ উত্তর দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۖ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا

“ ইব্রাহীম বললো, তোমার প্রতি ছালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইবো। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। ” (সূরহ মারিয়াম, আ: ৪৭)

শুরু হলো হযরত ইব্রাহীম عليه السلام এর হিজরতের যাত্রার সূচনা। তবে তিনি হিজরতের পূর্বেই তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়ের সম্পর্কে এক বিদায়ী ভাষণ প্রদান করলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “ ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিলো তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি এবং তৈরী হলো আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। *(সূরহ আল-মুমতাহিনা,আ: ৪)* তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তিটি ব্যাতিক্রম!

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোনো অধিকার রাখি না। হে আমাদের রব! আমরা আপনার উপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমূখী হই। আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। ” (সূরহ মুমতাহিনা, আ: ৪)

অতঃপর, হযরত ইব্রাহীম عليه السلام তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দেওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেন মাত্র দুই জন অনুসারি নিয়ে, ১/ হযরত সারাহ عليها السلام, ২/ হযরত লূত عليه السلام। আর হযরত ইব্রাহীম عليه السلام তাদের পথ প্রদর্শক।

অতঃপর, তিনি নিজ মহল্লার লোকদের কাছ থেকে হিজরত করে মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কালেডীয় সম্প্রদায়ের নিকট যান। এবং সেখানেই তিনি কিছুকাল অবস্থান করেন। তার কিছুদিন পরেই ইব্রাহিম عليه السلام কালেডীয় অঞ্চল থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিনে যান, সেখানে তিনি তার দ্বীনের দাওয়াতের প্রচার-প্রসারণা চালিয়ে যান।

অতঃপর, হযরত ইব্রাহিম عليه السلام তার সংগীদের নিয়ে কিছুদিন ফিলিস্তিনেই বসবাস করেন। অতঃপর সেখান থেকে হিজরত করে শাকিম তথা নাবলুস চলে যান।

সেখানে হযরত ইব্রাহীম عليه السلام বেশিদিন থাকলেন না কিছুদিন থেকে দ্বীনের দাওয়াতি কাজ করে আবার মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মিশরে পৌঁছার পূর্বেই হযরত ইব্রাহিম عليه السلام তার স্ত্রী সারাহকে বললেন, মিশরের রাজা খুবই জালিম। কোন সুন্দরী দেখলে তাকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আর সঙ্গীপুরুষ তার স্বামী হলে তাকে হত্যা করে ফেলে। আর সম্পর্কে অন্য কোন আত্মীয় হলে তার কোন ক্ষতি করে না। তুমি যেহেতু আমার ধর্মীয় বোন এবং এই ভূখণ্ডে তুমি ও আমি ছাড়া আর কোন মুসলিম নেই,

সুতরাং (রাজার লোক তোমাকে বন্দী করে নিয়ে গেলে) তুমি রাজাকে বলবে, আমার সঙ্গের এই লোক আমার ভাই। অতএব তাদের পরিকল্পনা সাজিয়ে রাখল অর্থাৎ তাদের কথা এমনই বলা হলো। (অতঃপর রাজার লোকেরা ইব্রাহিম عليه السلام কে রেখে সারাহ কে বন্দি করে রাজার নিকট নিয়ে গেল) রাতে সেই রাজা যখন অসৎ উদ্দেশ্যে সারাহ এর প্রতি হাত বাড়ালো, তৎক্ষণাৎ তার হাত অবশ হয়ে গেল এবং সে কোনক্রমেই তার দেহ স্পর্শ করতে পারল না।

এই অবস্থা দেখে সে সারাহ কে বললো, তোমার রবের কাছে দুয়া করো, যেন আমার হাত ভালো হয়ে যায়। তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো। সারাহ দুয়া করলেন। রাজার হাত ভালো হয়ে

গেলো; কিন্তু সে আবারও অসৎ সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলো। আবারও তার হাত অবশ হয়ে গেলো। তৃতীয়বারও অনুরূপ ঘটনা ঘটলো। তখন সে বললো, মনে হচ্ছে এই স্ত্রীলোক জিন, মানুষ নয়। একে তাড়াতাড়ি আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও। রাজা হাজেরা কে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দিলো এবং বললো, একেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি একে তোমার অধীন করে দিলাম। সারা হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে হজরত ইবরাহীম عليه السلام এর কাছে পৌঁছলেন। কী অবস্থা, ইবরাহীম عليه السلام জানতে চাইলে সারাহ মোবারকবাদ দিয়ে বললেন, মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া, তিনি ওই ফাসেক ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তি থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনার জন্য একজন খাদেমা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন।

অত্র ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে হযরত হাজেরা عليها السلام জালিম রাজার একজন দাসী ছিল।

জালিম রাজা সারাহ এর প্রতি আল্লাহর সাহায্য দেখে সারাহ কে জ্বিন ভেবে ভয় পেয়ে হাজেরা কেও সারাহ এর সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যেন হাজেরা তাড়াতাড়ি করে সারাহ কে নিয়ে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে যায়। জালিম রাজা হাজেরাকে সারাহ এর দাসী হিসেবে দিয়ে দেয়।

হাজেরা عليها السلام যে একজন দাসি ছিলেন তার নাম থেকেই তা পরিলক্ষিত হয় । কেননা হাজেরা মূলত হিব্রু ভাষার শব্দ 'হাগার'। হাগার শব্দের অর্থ হল অপরিচিত, বা অ-আত্মীয়(আত্মীয়হীন) *(আরদুল কুরআন: ২/৪০)*

যেহেতু হাজেরা একজন দাসী ছিলেন তার বংশ পরিচয় এবং তার নিজস্ব কোন অবস্থান ছিল না, তার কোন এক মালিকের পক্ষ থেকে তাকে হাগার নাম দেওয়া হয়েছিল। যা পরবর্তীতে হাজেরা হিসেবে পরিচিত হয়।

পরবর্তীতে এই হাজেরাকে হযরত ইব্রাহিম عليه السلام বিবাহ করেন এবং হাজেরা عليها السلام এর গর্ব হতেই অতি বার্ধক্য বয়সে হযরত ইব্রাহিম

عليه السلام এর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আর এটিই হযরত ইব্রাহিম عليه السلام এর সর্বপ্রথম সন্তান।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ইব্রাহীম عليه السلام এর বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর যে সন্তান দান করেন। সেই সন্তানের নাম ছিলো ঈসমাইল। হযরত ঈসমাইল عليه السلام ই হযরত ইব্রাহীম عليه السلام এর বড় ও প্রথম সন্তান।

ইমাম ইবনে কাসির رحمه الله বলেন, "মুসলমানদের সর্বোত্তম অভিমত এমনকি কিতাবীদের মতেও উপরোক্ত আয়াতের দুয়া, সুসংবাদের সন্তান ছিলেন হযরত ঈসমাইল عليه السلام তিনিই তার প্রথম সন্তান। বরং কিতাবীদের গ্রন্থে রয়েছে, ঈসমাইল عليه السلام এর জন্মকালে ইব্রাহীম عليه السلام এর বয়স ছিলো ৮৬ বছর। আর ইসহাক عليه السلام এর জন্মকালে ইব্রাহীম عليه السلام এর বয়স ৯৯ বছর ছিলো। " *(তাফসিরে ইবনে কাসির, খন্ড-৬, পৃ: ৬৪৯-৬৫০, সূরহ ছফফাতের ৯৯-১০১ আয়াতের ব্যাখ্যায়)*

অতএব বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর যেই সন্তান হযরত ইব্রাহীম عليه السلام প্রথম সন্তান হিসেবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে উপহার পেলেন, সেই সন্তান কতো আদরের হয় তা আর বলার প্রয়োজন হয় না।

অতঃপর, তাদের এই সন্তান যখন ১৫ বছরের উপর বয়সে উপনীত হলো, তখন মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে পিতা-পুত্রের জন্য এক পরীক্ষা উপস্থিত হলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعۡیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیۡۤ اَرٰی فِی الۡمَنَامِ اَنِّیۡۤ اَذۡبَحُكَ فَانْظُرۡ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ یٰۤاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ ٭ سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیۡنَ ,فَلَمَّاۤ اَسۡلَمَا وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِیۡنِ ,وَنَادَیۡنٰهُ اَنۡ یّٰۤاِبۡرٰهِیۡمُ , قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡیَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ ,اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡبَلٰٓؤُا الۡمُبِیۡنُ , وَفَدَیۡنٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِیۡمٍ , وَتَرَكۡنَا عَلَیۡهِ فِی الۡاٰخِرِیۡنَ , سَلٰمٌ عَلٰۤی اِبۡرٰهِیۡمَ , كَذٰلِكَ نَجۡزِی الۡمُحۡسِنِیۡنَ, اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِیۡنَ , وَبَشَّرۡنٰهُ بِاِسۡحٰقَ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ وَبٰرَكۡنَا عَلَیۡهِ وَعَلٰۤی اِسۡحٰقَ ؕ وَمِنۡ ذُرِّیَّتِهِمَا مُحۡسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفۡسِهٖ مُبِیۡنٌ

“ অতঃপর, সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌছল, তখন সে বলল–হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি তোমাকে যবেহ করছি; অতএব তোমার কি অভিমত। সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইংশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। অত:পর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে কাত করে শুইয়ে দিলো, তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম , হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছো। নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। আর আমি এক মহান যবেহ (জান্নাতি দুম্বা) এর বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম।

আর এজন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখেতেই রেখে দিয়েছি। ইব্রাহিমের প্রতি সালাম। এভাবে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত একজন নাবী হিসেবে। আর আমি তাকে ও ইসহাককে বরকত দান করেছিলাম। আর তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল সৎকর্মশীল এবং কেউ কেউ ছিল নিজের প্রতি স্পষ্ট জালিম। ” (সূরহ ছফফাত, আ: ১০২–১১৩)

ঈদুল ফিতরের সূচনা

সম্মানিত পাঠক! আলোচ্য বিষয় কুরবানী তবুও এখানে ঈদুল ফিতরের সূচনা শিরোনামের আলোচনা আমি অপ্রাসঙ্গিক মনে করছি না। বরং এটা যথার্থই প্রাসঙ্গিক আলোচনা হবে। কেননা ঈদুল আযহার সাথে ঈদুল ফিতরের সম্পর্ক জড়িত হয়ে আছে। তাছাড়া এই দুইটি ঈদ তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা একই বছর অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরিতে মুসলিমদের পালনীয় বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

‘ যখন আল্লাহর রছূল ﷺ মক্কাবাসী মুশরিকদের নির্যাতনের কারনে ইসলামী ভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন তার পরের বছর অর্থাৎ ২য় হিজরি মোতাবেক ৬২৪ ঈসায়ী

সালের ৩০ অথবা ৩১ শে মার্চে মুসলিমরা সর্বপ্রথম মদিনায় ঈদুল ফিতরের ছলাত আদায় করেন। কেননা ২য় হিজরির সাবান মাসেই মুসলিমদের উপর ছিয়াম ফরজ হয়। ' *(মেরকাত শরহে মেশকাত- ৩/৪৭৭, আবওয়ারুল মেশকাত - ৩/৬০৫, আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া- ৫/৫৪)*

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۚ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

" হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা আল্লাহভিরু হতে পার। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নিবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া – একজন অভাবীকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানো। " (সূরহ বাকারহ, আ: ১৮৩-১৮৪)

অত্র আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার মুমিন বান্দাগণকে অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ও তার রছূল ﷺ কে বিশ্বাস করে তাদের কে ডাক দিয়ে একটি বিধান প্রতিষ্ঠিত করছেন। আর তা হলো ছিয়াম পালনের বিধান।

ভাবার্থে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, **' হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিলো। '**

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'য়ালা ছিয়াম পালনের বিধানটা মুমিন বান্দাদের উপর সেই মুহূর্তেই ফরজ করেছেন। এটা যে শুধু মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মাতের উপরই ফরজ করেছেন, বিষয়টা তা নয়। বরং তার পূর্বেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্যান্য নাবী عليهم السلام

গণের উম্মাতের উপর ছিয়াম পালন ফরজ করে রেখেছিলেন। সেজন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'তোমাদের উপর ছিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিলো।'

অতঃপর, এখন আমাদের জানার বিষয় হলো পূর্ববর্তীদের উপর কেমনভাবে ছিয়াম ফরজ ছিলো?

উত্তরঃ আল্লাহর রছূল ﷺ যখন মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করে আসলেন, তখন তিনি প্রতিমাসে তিনটি করে ছিয়াম পালন করতেন, যাকে আইয়ামে বিয বলা হয়। অর্থাৎ প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ। এই ছিয়াম আল্লাহর রছূল ﷺ ফরজ হিসেবে পালন করতেন না, বরং নফল ইবাদাত ও আমলে ছলিহা হিসেবে পালন করতেন।

অতঃপর, হিজরতের প্রথম বছরেই তিনি দেখলেন মাদিনায় ইহুদিরা ও একটি ছিয়াম পালন করেছেন, যা আশুরার ছিয়াম। তখন আল্লাহর রছূল ﷺ এই আশুরার ছিয়ামকে নিজের ও নিজ উম্মাতের জন্য ওয়াজিব করে নিলেন।

وَحَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى تَصُومُونَهُ ' . فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ' . فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ মাদিনায় এসে ইহুদিদেরকে আশুরার দিন ছিয়াম পালনে দেখতে পেলেন। এরপর আল্লাহর রছূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এটা কোন দিনের ছিয়াম পালন করছো? তারা বলল, এ মহান দিনে আল্লাহ

তা'য়ালা মূসা ﷺ ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। মুসা ﷺ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে এদিনে ছিয়াম পালন করেছেন। তাই আমরাও এই দিনে ছিয়াম পালন করছি। আল্লাহর রছূল ﷺ বললেন, আমরা তো তোমাদের থেকে মূসা ﷺ এর অধিক নিকটবর্তী এবং হকদার। অতঃপর, আল্লাহর রছূল ﷺ ছিয়াম পালন করলেন এবং ছিয়াম পালন করার জন্য সকলকে আদেশ দিলেন। " *(ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ২৫২৯, মান - ছহিহ)*

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, তোমরা আশুরার দিন ছিয়াম রাখো এবং এতে ইহুদিদের বিরোধিতা করো। এর আগে একদিন অথবা পরে একদিন ছিয়াম রাখো।" *(ছহিহ ইবনে খুজাইমাহ, হা: ২০৯৫/ মুসনাদে আহমাদ, হা: ২১৫৪)*

অর্থাৎ আশুরার ছিয়ামও পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ ছিলো না। অতএব আইয়ামে বিযের ছিয়াম অথবা আশুরার ছিয়াম দুটির কোনোটিই আল্লাহর পক্ষ হতে ফরজ করা হয়নি এবং তা পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ ছিলো না।

মূলত আল্লাহর রছূল ﷺ এর পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ ছিয়াম এমন ছিলো যে, তারা প্রতি বছর রমজান মাসে প্রতিদিন বাদ মাগরিব অর্থাৎ রাতের শুরুতে পানাহার করতো এবং পরবর্তী মাগরিব আশার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তারা সারারাত ও সারাদিন সকল প্রকার পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরতি থাকতো।

আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জাবীর তাবারী ﷺ বলেন, " হযরত শা'বী ﷺ বলেছেন, যদি আমি সারা বছরও ছিয়াম রাখি তবুও অবশ্যই আমি الشَّكِّ يَوْمِ (সন্দেহের দিনে) ছিয়াম রাখবো না। শা'বান হোক বা রমজানই হোক, সন্দেহের দিন হলে ছিয়াম রাখবো না। এর কারণ হলো, নাসারাদের প্রতিও রমজান মাসে ছিয়াম ফরজ ছিলো, যেমন আমাদের প্রতি ফরজ। তারপর তারা

তা পরিবর্তন করেছে নিজেদের সুবিধা মতো সময়ের দিকে। তারা অনেক সময় ছিয়াম রাখতো গ্রীষ্মকালে এবং ত্রিশ দিন গুনে শুমার করতো।

তারপর এমন এক সময় আসলো যে, তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিলো এবং ছিয়াম রাখলো ত্রিশ দিনের আগে একদিন এবং পরে একদিন। শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিই অব্যাহত থাকলো, যা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত পৌছালো। আর তাই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

' হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। ' (সূরহ বাকারহ, আ: ১৮৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যাকারকগণের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন, নাছারাদের ছিয়াম ছিলো আগের রাতের এশার পর থেকে পরবর্তী এশার পর পর্যন্ত। আর তা মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করেছেন, যেমন ফরজ করেছিলেন পূর্ববর্তীদের উপর। হযরত সূদ্দী ﵀ বলেন, *(সূরহ বাকারহ, ১৮৩ নং আয়াতে)* এখানে নাসারাদেরকে বুঝানো হয়েছে। নাসারাদের উপর রমজান মাসের ছিয়াম ফরজ করা হয়েছিলো। নিদ্রার পর তাদের উপর পানাহার নিষিদ্ধ করা হয়ে ছিলো। রমজানে তাদের প্রতি বিয়ে-শাদি নিষিদ্ধ ছিলো। নাসারাদের প্রতি রমজানের ছিয়াম কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে ছিলো। " *(তাফসিরে তাবারী, খন্ড-৩, পৃ: ২০১, সূরহ বাকারহ এর ১৮৩ নং আয়াতের আলোচনায়)*

অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত ছিয়ামই ছিলো আল্লাহর রছূল ﷺ এর পূর্ববর্তীদের উপর ফরজকৃত ছিয়াম।

অতঃপর, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ ﷺ এর ও তাঁর উম্মতগণের উপর রমজানের ছিয়াম করলেন, যেমনভাবে আল্লাহর রছূল ﷺ এর পূর্ববর্তীগণের উপর রমজানের ছিয়াম ফরজ ছিলো। ফলে আল্লাহর রছূল ﷺ ও তার সাহাবাগণও সেভাবেই ছিয়াম

পালন শুরু করলেন, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণ ছিয়াম পালন করেছেন। যার প্রমাণ নিচে উল্লেখ করছি।

হযরত দাহহাক ﵀ বলেছেন, " সূরহ বাকারহ এর ১৮৩ নং আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণনা আছে যে, ছিয়াম ফরজ হলো, এক এশার সময় থেকে পরবর্তী এশার সময় পর্যন্ত। কাজেই কোনো ব্যক্তি এশার ছলাত আদায়ের পরে তার উপর পরবর্তী এশা পর্যন্ত খাবার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত। এরপর অপর ছিয়ামের আয়াতটি নাযিল হলো,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

" ছিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সাথে সহবাস হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ শুনেছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অত:পর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অত:পর রাত পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ করো। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না। এটা আল্লাহর সিমারেখা। সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন। যাতে তারা আল্লাহভিরু হয়। "

(সূরহ বাকারহ, আ: ১৮৭/ তাফসিরে তাবারী, খন্ড: ৩, পৃ: ২০৮, সূরহ বাকারহ এর ১৮৩ নং আয়াতের আলোচনা)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল ﵁ বলেন , " তখনকার লোকেরা নিদ্রা যাবার আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতো; ঘুমিয়ে পড়লে

এরপর (জানালেও) পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতো না। এ সময় সিরমাহ নামক একজন সাহাবী তার জমিতে কাজ করত। যদি তিনি ইফতারের সময় ঘুমিয়ে পড়তেন, এভাবেই কিছু না খেয়ে পরদিন অতি কষ্টে ছিয়াম রাখতেন। নাবী কারিম ﷺ তাকে দেখে বললেন, তোমাকে এত দূর্বল দেখায় কেন? তখন তাঁকে তার বিষয়টা খুলে বললেন। সাহাবীটি তার স্ত্রীর ব্যাপারে নিজেকে প্রবঞ্চিত করেছে। তখন নাযিল হলো

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ الاية

হযরত ইবনে আবূ লায়লা رحمه الله থেকে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম রোযা রাখতেন এর মধ্যে যদি কেউ না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে পরদিন খুব কষ্ট করে রোযা রাখতে হতো। এ সময় একজন সাহাবী তার জমীনে কাজ শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ জুড়ে ঘুম চলে এল, কাজেই কিছুই না খেয়ে পরদিন অতি কষ্টে রোযা রাখল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়,

وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

হযরত বারা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, হযরত নাবী কারীম ﷺ এর সাহাবায়ে কিরামের কেউ যদি রোযা রাখা অবস্থায় ইফতারের আগে ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে পরদিন ও না খেয়েই রোযা রাখতেন। হযরত কায়স ইবনে সিরমাহ আনসারী رضي الله عنه রোযা রেখে তাঁর মাঠে কাজ-কর্ম করলেন। ইফতারের সময় তাঁর স্ত্রীর কাছে এসে বললেন, তোমাদের কাছে কি কিছু খাবার আছে? তিনি বললেন 'না' তবে আমি যাই আপনার জন্য দেখি কিছু পাই কি না। এদিকে আনসারী رضي الله عنه এর চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো। স্ত্রী এসে বললেন, একি ঘুমিয়ে পড়লেন যে, পরদিন মধ্যাহ্নের আগেই তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হযরত নাবী করীম ﷺ কে তাঁর অবস্থাটি জানানো হলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَائِكُمْ الايج

এতে সবাই খুব খুশী হলেন। এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে সময় রমযান মাসে মুসলমানগণ এশার নামায আদায়ের পর পরবর্তী দিন তাদের উপর নারী ও পানাহার হারাম ছিল। পরে কয়েকজন মুসলমান রমযান মাসে এশার নামাযের পর পানাহার ও নারী সংস্পর্শে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে হযরত উমার ﵁ ও ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এ অভিযোগ পৌঁছল। এ সময় নাযিল হয়,

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

(অর্থাৎ পানাহারে ইত্যাদির অনুমোদন সম্বলিত আয়াত)।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত তখন রমযান মাসে লোকেরা রোযা রাখলে যদি সন্ধ্যা হওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়তো, তাহলে তার উপর পানাহার ও নারী হারাম হয়ে যেত। এরপর পরবর্তী দিনের ইফতারের পর ছাড়া এগুলো আর জায়েয ছিল না। এ সময় এক রাতে হযরত উমার ﵁ এর কাছে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছ থেকে বাড়ী ফিরলেন। রাতে খোশ-গল্প শেষে স্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখেন যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি তাকে জাগিয়ে মিলিত হতে চাইলে, তিনি উত্তর দিলেন: আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছি। তিনি বললেন না, তুমি ঘুমাওনি। এরপর তিনি দাম্পত্য-সুলভ আচরণ করলেন। হযরত কা'ব ইবনে মালিক ﵁ ও অনুরূপ কাজ করেছিলেন। পরদিন সকালে হযরত উমর ﵁ হযরত রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে গিয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা নাযিল করলেন,

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

হযরত সাবিত ﵁ থেকে বর্ণিত, রমজানের এক রাতে হযরত উমার ﵁ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছিলেন, পরে বিষয়টি তার

কাছে খুবই অনুশোচনার কারণ হয়েছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন,

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত,

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ থেকে هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَسٌ لَّهُنَّ

এ আয়াত নাযিলের কারণ ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানগণ পুরোদিন রোযা রাখার পর সন্ধ্যা ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে খাবার গ্রহণ করত। এশার নামাযের পর পরবর্তী রাত পর্যন্ত তাদের উপর খাবার হারাম হয়ে যেতো। একবার হযরত উমার ﷺ ঘুমিয়ে ছিলেন, এ সময় তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হলে, তিনি স্ত্রীর কাছে প্রয়োজনে আসলেন। কাজ শেষে যখন গোসল করলেন, তখন নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে কাঁদতে লাগলেন এবং তিনি সবচেয়ে বেশী দুঃখিত হলেন। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি এ ভুলের জন্য আমার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর কাছে এবং আপনার কাছে ওজরখাহী করছি আমার কাছে খুবই সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলে ধরা হয়েছিল, আর তাই আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। আমার জন্য এটার কোন অনুমতি খুঁজে পান কি, ইয়া রসূলুল্লাহ্। তিনি বললেন, উমার। তা তুমি ভাল করনি। পরে উমার ﷺ বাড়ী পৌঁছার পর একজন লোক পাঠিয়ে হযরত নাবী কারীম ﷺ তাঁর ওজরের কথাটি আল্লাহ্ পাক কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি এ আয়াতকে সূরা বাকারার মাধ্যাংশে স্থান দেন । আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ..... عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ

এখানে তোমরা নিজেদের উপর খিয়ানত করতেছিলে তা আল্লাহ্ তা'য়ালা জানেন। তার দ্বারা হযরত উমার ﷺ এর কৃতকর্মের কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। কাজেই, তিনি তাঁকে ক্ষমা ঘোষণা করে আয়াত

নাযিল করেন فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُهُنَّ এ আয়াত দ্বারা প্রভাত সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস ও পানাহারকে জায়েয করা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ رَحِمَهُ اللهُ বলেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

এর শানে নুযূল হলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবিগণ সারাদিন রোযা রাখার পর সন্ধ্যা হলে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতেন। রাতে শুয়ে পড়লে আগামী সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত এসব তাদের উপর হারাম হয়ে যেত। এদের মধ্যে কিছু লোক এ ব্যাপারে নিজের সাথে খিয়ানত করে বসত। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের মাফ করে দেন এবং তাদের জন্য পুরো রাত চাই ঘুমের আগে হোক বা পরে, এসব কাজ জায়েয করে দেন।

হযরত ইকরামা رَحِمَهُ اللهُ থেকে বর্ণিত, একজন আনসার সাহাবী রোযা রাখা অবস্থায় বিকাল বেলায় বাড়ী ফিরলে তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনার জন্য কিছুখানা পাকিয়ে আনার আগে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন। স্ত্রী ফিরে এসে বললেন: আল্লাহর কসম! আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন না, আল্লাহর কসম! আমি ঘুমাইনি। স্ত্রী বললেন, অবশ্যই আল্লাহর কসম আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন। এরপর তিনি সে রাতে আর কিছু না খেয়ে পরদিন রোয়া রাখলেন। এরপর তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। তখন এ ব্যাপারে অনুমতির আয়াত নাযিল হয়।" *(তাফসিরে তাবারী, খন্ড: ৩,পৃষ্ঠাঃ ২৪৮-২৫০)*

অতঃপর, উল্লেখিত ঘটনাগুলো ঘটে ২য় হিজরির রমজান মাসেই। আর এই বছরেরই পহেলা শাওয়াল মাসে মুসলমানগণ প্রথম ঈদুল ফিতরের ছলাত আদায় করেন।

ঈদুল আযহা এর সূচনা

২য় হিজরির শাওয়াল মাস হতে জিলহাজ্জ মাসের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো একদিন আল্লাহর রছূল ﷺ তার কয়েকজন সাহাবা رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ গণকে নিয়ে মাসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। এমন

অবস্থাতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার রছূল ﷺ কে ঈদুল আযহার ছলাত আদায় সম্পর্কে অবগত করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসঃ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ 'أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ'. فَقَرَأَ 'بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ)" ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ

হযরত আনাস উবনু মালিক رضي الله عنه বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ মাসজিদে আমাদের সাথেই অবস্থান করেছিলেন। এসময় তিনি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, এরপর তিনি মুচকি হাসা অবস্থায় মাথা উঠালেন। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রছূল! আপনার হাসার কারণ কি?

তিনি বললেন, " এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা নাজিল হলো।" অতঃপর তিনি পাঠ করলেন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

অর্থ: " আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার (প্রচুর কল্যাণ/জান্নাতের নদী) দান করেছি। অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে ছলাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন। নিশ্চয়ই আপনার শত্রু লেজকাটা বা নির্বংশ)।" (সূরা কাউসার: ১-৩)

এরপর তিনি ﷺ সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, " তোমরা কি জানো কাউসার কী? " সাহাবীগণ বললেন, " আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, " এটি জান্নাতের একটি নদী, যা

আমার রব আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। এটি এমন একটি হাউজ, যেখানে কেয়ামতের দিন আমার উম্মতেরা আসবে। এর পানপাত্রের সংখ্যা তারকারাজির মতো।" *(মুসলিম, হা: নং: ৪০০; নাসাঈ, হা: নং: ৯০৪)*

অত্র সূরহ এর দ্বিতীয় নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ' فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ' অর্থাৎ অতঃপর তুমি তোমার রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছলাত আদায় কর এবং কুরবানী করো। উল্লেখিত আয়াতে *ফাছল্লি লি* শব্দ দ্বারা ঈদুল আযহার ছলাত কে বোঝানো হয়েছে। " *(তাফসির ইবনে কাসির/তাফসিরে তাবারী, শেষ খণ্ড, সূরা কাউসার এর আলোচনায়)*

অতঃপর, আল্লাহর রছূল ﷺ সাহাবী ﷺ গণকে একত্রিত করে মুসলিমদের দুইটি ঈদের সংবাদ জানিয়ে দেন। আর সেই ঈদ দুটি হলো, মুসলিমদের প্রথম পালিত হওয়া ঈদ - **ঈদুল ফিতর** আর আসমানি সংবাদের মাধ্যমে অবগত হওয়া ঈদ - **ঈদুল আযহা**।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ

হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন, "আল্লাহর রছূল ﷺ যখন মদিনাতে আগমণ করেন, তখন মদিনা বাসীদের দুটি দিন ছিলো, যাতে তারা উৎসব পালন করতো (১/ নাওরোজ উৎসব, ২/ মিহিরজান উৎসব)। তিনি (সাহাবীগণকে) জিজ্ঞেস করলেন, এ দুটি কিসের দিন? তারা বলল, আমরা জাহিলিয়াত অবস্থায় এই দুই দিন খেলা-ধুলাসহ ইত্যাদি উৎসব পালন করতাম।

এ নিয়মই (এখনো) চলে আসছে। আল্লাহর রছূল ﷺ সকল সাহাবা ﷺ গণের উদ্দেশ্যে বললেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য

এই দুটির পরিবর্তে এর চেয়ে অধিক উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। তা হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।" *(সুনানে নাসাঈ, হা: নং: ১৫৫৬/ সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ১১৩৪)*

যেহেতু অত্র আলোচনা হতে স্পষ্ট হয় যে, ২য় হিজরির জিলহজ্জ মাস হতেই ঈদুল আযহার প্রথম সূচনা হয়েছে। সেহেতু আল্লাহর রছূল ﷺ ও তার সাহাবা ﷺ গণের কুরবানী ও সর্বপ্রথম ২য় হিজরি হতেই শুরু হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বলেন, "নাবী ﷺ মদিনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করেছেন। " *(সুনানে তিরমিজি, হা: নং: ১৫০৭, মান-হাসান)*

অর্থাৎ কুরবানীর বিধান শুরু হয় ২য় হিজরিতে এবং আল্লাহর রছূল ﷺ ইন্তেকাল করেন ১১ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে। ফলে তিনি সে বছর জিলহজ্জ মাস পাননি।

সুতরাং আল্লাহর রছূল ﷺ দশ বছর মদিনায় অবস্থান করেছেন এবং কুরবানীর সুন্নাহ ২য় হিজরিতে চালু হওয়ার পর প্রতি বছরই তিনি কুরবানী দিয়েছেন অর্থাৎ ৯ বছর কুরবানী দিয়েছেন। আল্লাহর রছূল ﷺ ও ছাহাবাগণের সর্বপ্রথম কুরবানীর ঘটনা অনেক হাদিসেই বর্ণিত আছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِءُ عَنِّي، قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِءَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

হযরত বারা ইবনে আযিব ﷺ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ কুরবানীর দিন ছলাতের পর আমাদেরকে খুতবা দান করলেন। এরপর বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছলাতের ন্যায় ছলাত আদায়

করলো এবং আমাদের মতো কুরবানী করবে, তার কুরবানী সঠিক হবে। আর যে ব্যক্তি ছলাতের পূর্বে কুরবানী করলো, তা তার জন্য গোস্ত(খাওয়ার) বকরি হিসেবে গণ্য হবে।

তখন আবু বুরদা ﵁ বলেন, হে আল্লাহর রছূল ﷺ! আল্লাহর শপথ, আমি ছলাতের পূর্বে বের হওয়ার আগেই কুরবানী করেছি। আমি ধারণা করেছি, এই দিন পানাহারের দিন। অতএব আমি তাড়াতাড়ি করলাম এবং আমিও খেলাম, পরিবারের লোক এবং প্রতিবেশীকেও খাওয়ালাম। আল্লাহর রছূল ﷺ বললেন, এটাও গোস্ত খাওয়ার বকরি হয়েছে (কুরবানী হয়নি)। তিনি বললেন, আমার নিকট অপূর্ণ বয়সের বকরির বাচ্চা রয়েছে যা এই বকরি অপেক্ষা উত্তম। তা কি আমি কুরবানী দিতে পারব? তিনি বললেন, হ্যা। তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না। ” *(সুনানে নাসাঈ, হা: নং: ৪৩৯৫/ সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৮০০)*

وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ ." فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ هِىَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىَّ لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا قَالَ فَرَخَّصَ لَهُ فَقَالَ لا أَدْرِى أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ قَالَ وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا. أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا

হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ বলেন, “ আল্লাহর রছূল ﷺ কুরবানীর দিন বললেন, যে ব্যক্তি ছলাতের পূর্বে যবেহ করেছে, সে যেন আবার যবেহ করে। এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রছূল ﷺ ! আজকের দিন তো গোস্ত খাওয়ার জন্য, এ সময় সে তার প্রতিবেশীর প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করে। আল্লাহর রছূল ﷺ তার কথা কে সত্য মনে করলেন। সে আরো বলল, আমার কাছে একটি দু'মাসের বকরির বাচ্চা রয়েছে যেটি

অন্য দুটি বকরির চেয়েও উত্তম, আমি কি সেটা যবেহ করব? আনাস ﷺ বলেন , পরে আল্লাহর রছূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আমার জানা নেই যে এই অনুমতি এ লোক ব্যতীত অন্য কারো জন্য ছিলো কি না। আনাস ﷺ আরো বলেন, আল্লাহর রছূল ﷺ দুটি দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেই দুটি যবেহ করলেন। আর লোকজন বকরিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো এবং সেগুলা বন্টন করলো। অথবা তিনি বলেছেন, তারা পরস্পর ভাগ বাটোয়ারা করলো। ” *(ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ৪৯৭৩)*

দুই ঈদের ছলাত আদায়ের বিধান

দুই ঈদের ছলাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যারা ঈদের ছলাতকে ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, তারা মূলত সূরা কাউসার এর বর্ণিত ২ নং আয়াত।

মহান আল্লাহ তা’আলার বানীঃ অতঃপর ছলাত আদায় কর এবং তোমার রবের জন্য কুরবানী কর। থেকে দলিল উপস্থাপন করেন অথচ অত্র আয়াতটি মহান আল্লাহ তা’য়ালা আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রতি আদেশ সূচক বিধান হিসেবে নাযিল করেননি। যদি আদেশ সূচক নাযিল করতেন তবে অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কাতেই ঈদের ছলাত প্রতিষ্ঠা করতেন। কেননা কোন রসূলগণের এই এখতিয়ার নেই যে, মহান আল্লাহ তাকে আদেশ দিবেন আর রসূল পালন করবেন না। অথচ সর্বসম্মতিক্রমে সকল বিদ্বানগন একমত যে, সূরা কাওসার প্রথমবার মক্কায় নাযিল হয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার বা শেষবার দ্বিতীয় হিজরীতে মসজিদে নববীর মধ্যে নাযিল হয়। যার আলোচনা আমি ইতিপূর্বে করে এসেছি অতঃপর সূরা কাওসার প্রথমবার মক্কায় নাযিল হলেও (অতএব ছলাত আদায় কর এবং তোমার রবের জন্য কুরবানী কর) আয়াতের বিধান সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি অর্থাৎ ঈদের ছলাত মক্কায় প্রতিষ্ঠা হয়নি।

সুতরাং সূরা কাওসার নাযিল এর প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মক্কায় আদেশ সূচক নাযিল হয়নি বরং উপদেশ স্বরূপ নাযিল হয়েছে। আর যেই ছলাত ও কুরবানীর কথা বলা হয়েছে তা মূলত সুসংবাদ শুনে শুকরিয়া স্বরূপ আদায়ের জন্য। যেমন সূরা নাসর নাযিল হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয়বার সূরাটি নাযিল হলে, তখন শুরু করেন আল্লাহর রসূল ﷺ । অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আল্লাহ তায়ালার রসূল ﷺ কে স্মরণ করিয়ে দেন, শুকরিয়া স্বরূপ ছলাত আদায় ও কুরবানী করার কথা। যা আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

দুই ঈদের ছলাত আদায় সম্পর্কে ইমামগণের মত:

قَالَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ، وَقَدْ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَإِقَامَتُهَا مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ

ক) অনুবাদ: ইমাম ত্বহাবী رَحِمَهُ اللّٰهُ বলেন: ঈদের নামাজ ওয়াজিব। নাবী ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা এটি পালন করেছেন। এটি ইসলামের প্রকাশ্য শিআরের অন্তর্ভুক্ত। (শারহু মাআনিল আসার–ইমাম আবু জাফর আল-ত্বহাবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৩)

قَالَ الْعَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ: ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

খ) অনুবাদ: আল-আইনী رَحِمَهُ اللّٰهُ বলেন, অধিকাংশ উলামা বলেছেন সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন ওয়াজিব। এর দলিল হলো নাবী ﷺ এর ধারাবাহিক আমল। (উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী বদরুদ্দীন আল-আইনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮২)

ইমাম শাফেয়ী رَحِمَهُ اللّٰهُ এর প্রধান ছাত্র আল-মুযানী رَحِمَهُ اللّٰهُ বলেন,

قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ

গ) অনুবাদ: ঈদের নামাজ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইমাম শাফেয়ী ﵀ এটাই বলেছেন। মুখতাসারুল মুযানী, ইমাম আল-মুযানী (মাতবু মা আল-উম্ম, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩০০)

قَالَ الْخَطَّابُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، وَكَرِهَ مَالِكٌ تَرْكَهَا

ঘ) অনুবাদ: আল-হাত্তাব ﵀ বলেন: ঈদের ছলাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, নাবী ﷺ এর ধারাবাহিক আমলের কারণে। ইমাম মালিক এটি ছেড়ে দেওয়াকে মন্দ বলেছেন। (মাওয়াহিবুল জালীল লিশারহি মুখতাসারিল খলীল, মুহাম্মাদ আল-হাত্তাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৫)

قَالَ ابْنُ جُزَيٍّ رَحِمَهُ اللّٰهُ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَتُصَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ وَلَوْ بِاثْنَيْنِ

ঙ) অনুবাদ: ইবনে জুযাই ﵀ বলেন, ঈদের নামাজ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। জামাআতে পড়া হয় দুইজন হলেও। (আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে জুযাই আল-কালবী, পৃ. ৭৯)

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا أَمْرَ إِيجَابٍ صَرِيحٍ

চ) অনুবাদ: ইবনে রুশদ আল-হাফীদ ﵀ বলেন, ঈদের নামাজের বিষয়ে উলামারা মতভেদ করেছেন। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও একটি জামাআত বলেছেন সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন ওয়াজিব। মতভেদের কারণ হলো: নাবী সর্বদা এটি পালন করেছেন কিন্তু ওয়াজিবের সুস্পষ্ট আদেশ দেননি। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ আল-হাফীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬)

قَالَ الشَّيْخُ الْفَوْزَانُ حَفِظَهُ اللّٰهُ الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَرِّحْ بِوُجُوبِهَا، وَإِنَّمَا وَاظَبَ عَلَيْهَا

ছ) অনুবাদ: শাইখ ফাওযান বলেন, আমার কাছে স্পষ্ট যে এটি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এর দলিল হলো নাবী ﷺ এটিকে স্পষ্টভাবে ওয়াজিব বলেননি, বরং নিয়মিত পালন করেছেন। (আল-মুলাখখাসুল ফিকহী, সালিহ আল-ফাওযান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬)

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ: الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ مُؤَكَّدَةٌ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَإِنْ نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُهُ

জ) অনুবাদ: ইবনে হাজার আল-হাইতামী رَحِمَهُ اللّٰهُ বলেন, আমাদের মাযহাবের মু'তামাদ (নির্ভরযোগ্য) মত হলো ঈদের ছলাত ব্যক্তিগতভাবে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। যদিও আমাদের কিছু ইমাম ফরযে কিফায়া বলেছেন, তবে রাজিহ মত তার বিপরীত। (তুহফাতুল মুহতাজ বিশারহিল মিনহাজ ইবনে হাজার আল-হাইতামী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪)

قَالَ الْبَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا أَمْرَ إِيجَابٍ

ঝ) অনুবাদ: আল-বাগাভী رَحِمَهُ اللّٰهُ বলেন, ঈদের ছলাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। কারণ নাবী সর্বদা এটি পালন করেছেন, কিন্তু ওয়াজিবের মতো করে আদেশ দেননি। (শারহুস সুন্নাহ, ইমাম বাগাওয়ী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০২)

قَالَ الْغَزَالِي رَحِمَهُ اللّٰهُ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَمِنَ السُّنَنِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا الْبَتَّةَ، وَمَنْ تَرَكَهَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ

ঞ) অনুবাদ: ইমাম গাযালী رَحِمَهُ اللّٰهُ বলেন, ঈদের ছলাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, এমন সুন্নাতের অন্তর্গত যা কোনোভাবেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি এটি ছেড়ে দেয়, তাকে প্রতিবাদের মুখোমুখি হতে হবে। (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, আবু হামিদ আল-গাযালী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮)

ইমাম ইবনে নুজাইম আল-হানাফী (রহ.) উভয় মত উল্লেখ করে লেখেন:

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَمَالِكٍ وَالْجُمْهُور

ট) অনুবাদ: আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এটিই ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও জমহুর উলামার মত। (আল-বাহরুর রায়িক, ইবনে নুজাইম আল-হানাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَقَدْ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ صَرِيحٍ

ঠ) অনুবাদ: মুহাম্মাদ (ইবনুল হাসান) বলেন, এটি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। নাবী ও খুলাফায়ে রাশেদীন এটি সর্বদা পালন করেছেন, কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট ওয়াজিব করার বর্ণনা নেই। (আল-মাবসূত, ইমাম সারাখসী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭, রদ্দুল মুহতার – ইবনে আবিদীন, ২/১৬৬)

قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ

ড) অনুবাদ: ইমাম আবু ইউসুফ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, ঈদের ছলাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়। (বাদায়িউস সানায়ি–আলকাসানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫ , আল-মাবসূত সারাখসী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭)

আল্লাহর রছুল (ছঃ) এর কুরবানী

পূর্বের একটি হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রছূল ﷺ প্রথম বছরেই যে কুরবানী করেছিলেন, সেই কুরবানী ছিলো দুটি দুম্বা। যা হযরত আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণিত হাদিস হতে স্পষ্ট হয়েছে। আর আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর উল্লেখিত হাদিসটি যে প্রথম কুরবানীর সেটা স্পষ্ট হয় হযরত বারা ইবনে আযিব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মামা হযরত আবু বুরদা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর কুরবানী করার ভূল পদ্ধতি থেকে, যা তিনি ছলাতের পূর্বেই করেছিলেন। আর এমন ভূল অজানা অবস্থাতেই সম্ভব। আর প্রথম বছরের কুরবানী সম্পর্কে সাহাবাগণ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ছিলেন অজানা।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর রছূল ﷺ দুম্বা কুরবানী দিয়েছিলেন, যা আনাস ﷺ এর উল্লেখিত হাদিসটিতে বর্ণিত হয়েছে।

ধারণা করা যায় যে, আল্লাহর রছূল ﷺ কুরবানীর প্রাথমিক সময়ে অর্থাৎ ২য় হিজরি ও ৩য় হিজরিতে খাসি দুম্বা কুরবানী দিয়েছেন। বর্নিত হাদিস,

عَنْ بِلَالِ بْنِ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ جَذَعَيْنِ خَصِيَّيْنِ

হযরত আবু দারদা ﷺ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ এক বছর বয়সী দুটো খাসি দুম্বা কুরবানী করেছেন।" *(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড: ৪, পৃ: ২৪৫, হা: নং: ৭৪, মান - জয়িফ)*

عَنْ اَبِي رَافِعٍ (مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُ) قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا عَمَّنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيْدِ وَلَهُ بِالْبَلَاغِ، وَالْآخَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ قَدْ كَفَانَا

(আল্লাহর রছূল ﷺ এর আযাদকৃত দাস) হযরত আবু রাফি ﷺ বলেন, "আল্লাহর রছূল ﷺ দুটো সাদা খাসি দুম্বা কুরবানী করলেন এবং তিনি বললেন, এর একটি তাওহীদ ও রিছালাতের সাক্ষ্যদাতা উম্মতগণের পক্ষ থেকে এবং অপরটি আল্লাহর রছূল ﷺ এর নিজের ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রছূল ﷺ যেন আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। " *(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড: ৪, পৃ: ২৪৭, হা: নং: ৭৫, মান - যঈফ)*

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত,

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ ى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَحّٰى اشْتَرٰى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ قَالَ فَيَذْبَحُ

أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَ يَذْبَحُ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

হযরত আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, " আয়িশা ﵂ বলেছেন, আল্লাহর রছূল ﷺ যখন কুরবানী দিতেন, তখন তিনি দুটো বড় মোটাতাজা দুটি শিং ওয়ালা খাসি দুম্বা কিনতেন। আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, তিনি ﷺ ঐ দুটোর মধ্যে একটিকে তার উম্মতের মধ্যে যারা তাওহীদ ও রিছালাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে যবেহ করতেন এবং অপরটি মুহাম্মদ ﷺ ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে যবেহ করতেন। " *(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড: ৪, পৃ: ২৪৬, হা: নং: ৭৩, আলবানী ﵀ ছহিহ বলেছেন/ সুনান ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৩১২২)*

তবে অন্যান্য ইমামগণ হাদিসটিকে জয়িফ প্রমাণ করেছেন। হাদিসের রাবী আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে ইমাম আবু আহমাদ আল হাকিম ﵀ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইমাম আবু আহমাদ বিন আদী আল জুরজানী ﵀ বলেন, তার থেকে হাদিস গ্রহণ করা যায়।

ইমাম আবু হাতিম আর রাজি ﵀ বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদিস গ্রহণ করেন ও বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু দাউদ আস-সাজিসথানী ﵀ তাকে জইফ বলেছেন।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদিস বর্ণনায় শিথিল। *(তাহযীবুল কামালা, রাবী নং: ৩৫৪৩, পৃ: ১৬/৭৮)*

বর্ণিত হাদিস তিনটি থেকে বোঝা যায়, আবু হুরাইরা ﵁ এর বর্ণিত ঘটনাটির পূর্বের ঘটনা হলো, আবু দারদা ﵁ ও আবু রাফি ﵁ এর বর্ণিত হাদিসের ঘটনা। (আল্লাহই অধিক জানেন)

অতএব, যদি খাসি দুম্বা কুরবানীর হাদিস গুলো আল্লাহর রছূল ﷺ এর আমল হয়ে থাকে তবে তা ২য় হিজরি ও ৩য় হিজরি অর্থাৎ আবু দারদা ﵁ ও আবু রাফি ﵁ এর বর্ণিত হাদিস দুটি ২য় হিজরি

এবং আবু হুরাইরা ﵁ এর বর্ণিত হাদিসটি ৩য় হিজরির পশু কুরবানীর ঈঙ্গিত করে।

কেননা, ৪র্থ হিজরিতে যখন সূরহ নিসা এর ১১৬-১২২ আয়াতগুলো নাযিল হয়, সেখানে উল্লেখিত ১১৯ নং আয়াত যেখানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

" (শয়তান বলেছে) আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করবো, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি করবে। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবক রুপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। " (সূরহ নিসা, আ: ১১৯)

তখন থেকেই আল্লাহর রছূল ﷺ এর সাহাবী ﵁ গণ, আল্লাহ তা'য়ালার সকল প্রকার সৃষ্টির পরিবর্তন করা থেকে বিরত ও সতর্ক থেকেছেন। যেমন: তারা পশু খাসি করা নিষিদ্ধ মেনেছেন, মানুষ খাসি করা নিষিদ্ধ মেনেছেন, উল্কা লাগানো নিষিদ্ধ মেনেছেন, দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ মেনেছেন ইত্যাদি।

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর, দাড়ি ক্লিন সেইভ করা ও অনলাইন প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত আকৃতির বিকৃতি করাকে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করার অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

উল্লেখিত সকল কিছুই আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের মধ্যে শামিল এবং সবগুলোই হারাম । এইগুলোর মধ্যে সৃষ্টির পরিবর্তনের অধিক নিকটবর্তী হলো পশু খাসি করা।

সূরহ নিসার ১১৯নং আয়াতটি নিয়ে একটু চিন্তা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন:

(আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, শয়তান অত্র আয়াতের প্রথমেই বলেছে) আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো। এখানে শয়তান যাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কথা বলেছে, তারা মাত্র দুই শ্রেণীর।

১ মানবজাতি
২ জিন জাতি

কেননা সামনে মাত্র দুইটি পথ, একটি সঠিক পথ অর্থাৎ জান্নাতের পথ। অপরটি ভূল বা পথভ্রষ্ট পথ অর্থাৎ জাহান্নামের পথ। সাধারণ দৃষ্টিতে ' তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো ' বলতে মানুষকে বুঝানো হয়েছে। ' তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেবো '। আয়াতের এই অংশেও পথপ্রাপ্ত জিন ও মানুষের কথাই বোঝানো হয়েছে। কারণ পশু-পাখিকে শয়তানের মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ তাদের জান্নাত-জাহান্নামের ফায়সালা নেই, তাদের স্বাধীন বুঝশক্তি নেই। অর্থাৎ আয়াতাংশে সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষকেই মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার ঘোষণা শয়তান দিয়েছে।

আয়াতের উপরাংশের দুইটি বিষয় গেলো মানুষের সম্পর্কে, যে শয়তান সরাসরি মানুষকেঃ

১ পথভ্রষ্ট করবে এবং
২ মিথ্যা আশ্বাস দিবে

এবার আয়াতের পরেরাংশ, শয়তান মানুষকে আদেশ দিয়ে কোন আমল করাবে? শয়তান বলেছে, ' আমি অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেবো, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে আদেশ দেবো, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি করবে। ' অর্থাৎ উপরের দুইটি বিষয় ছিলো মানুষ কেন্দ্রিক। আর নিচের দুইটি বিষয় হলোঃ পশু কেন্দ্রিক। উপরের দুইটি বিষয় যা শয়তান মানুষকেঃ

১ পথভ্রষ্ট করা এবং
২ মিথ্যা আশ্বাস দেয়া

নিচের দুইটি বিষয় যা শয়তান মানুষকে ওয়াছ-ওয়াছা, আদেশ, হুকুম ও ধোঁকা দিয়ে করাবে। তা হলঃ

১ পশুর কান ছিদ্র করা
২ পশু খাসি করা।

অতএব, যারা আল্লাহর পথ হতে পথভ্রষ্ট হবে, শয়তানের মিথ্যা আশ্বাস কে বিশ্বাস করবে, বা গ্রহণ করবে এবং শয়তানের ধোঁকায় পশুর কান ছিদ্র করবে, পুরুষ পশুর অঙ্গহানি করবে, খাসি করবে, আল্লাহ যে প্রাণীকে যেভাবে সৃষ্টি করেছে তার পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করবে। তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানকেই তাদের অভিবাবকরূপে গ্রহণ করবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা অত্র আয়াতের শেষাংশে বলেন,

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

" আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিবাবকরূপে গ্রহণ করবে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। " (সূরহ নিসা, আ: ১১৯)

ইমাম আবু জাফর তাবারী ﵀ বলেন: **"وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ "**

অর্থ: আর আমি তাদের আদেশ দেবো, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি করবেই।

আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারকগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন, " আয়াতে মহান আল্লাহর সৃষ্টি চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হয়েছে। তারা খাসি করার মাধ্যমে ও গুলোকে মূল সৃষ্টি থেকে বিকৃত করবে। " *(তাফসিরে তাবারী, খন্ড: ৮, পৃ: ৬৩)*

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত যে, আনআম (চতুষ্পদ জন্তু) খাসি করাকে তিনি নিকৃষ্ট মনে করতেন। তিনি বলেন, وَلَاٰمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ اللَّهِ এই বিষয়ে আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত আনাস ﵁ থেকে বর্নিত যে, খাসি করাকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি বলেন, وَلَآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ اللَّهِ এই আয়াত নাযিল হয়।

রাবী ইবনে আনাস ﵁ থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, " খাসি হলো আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধনের অন্তর্ভুক্ত।"

অপর এক সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ বলেন, وَلَآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ اللَّهِ আয়াতে খাসি করার কথাই বলা হয়েছে।

অন্য এক সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, " চতুষ্পদ জন্তুর খাসি করাটা মুছলাহ (مثله) বা অঙ্গহানি করা। তারপর প্রমাণ স্বরূপ তিনি وَلَآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ اللَّهِ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন। "*(তাফসিরে তাবারী, খন্ড-৮, পৃ: ৬৩, হা: নং: ১০৪৪৮-১০৩৫২)*

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত,

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ নিষেধ করেছেন ঘোড়া ও গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু তথা উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, খাসি করতে।" *(ছহিহুল জামি, হা: নং: ৬৯৫৬)*

সুতরাং অত্র আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, ৪র্থ হিজরিতে সূরহ নিসার ১১৯ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে সাহাবীগণ স্পষ্ট অবগত ছিলেন যে, গৃহপালিত পশু খাসি করা যাবে না, এটা পশুর গুরুতর অঙ্গহানি এবং ঘৃণিত একটি কাজ, যা অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করেছেন, ফলে আল্লাহর রছূল ﷺ পশু খাসি করতে নিষেধ করেছেন। পশুকে খাসি করার মাধ্যমে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা হয়। ফলে পশুকে যারা খাসি করে তারা স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি ৪র্থ

হিজরির পূর্বের দুই বছর বা দুই বছরের কোনো এক বছর আল্লাহর রছূল ﷺ পশু খাসি কুরবানীর প্রমাণ না থাকে ; তবে আল্লাহর রছূল ﷺ এর সময় কালে এবং খলিফায়ে রাশিদীনের সময়কালেও কখনো খাসি পশু কুরবানীর প্রথাটা প্রমাণিত নয়।

তাছাড়াও খাসি কুরবানীর হাদিসগুলো সবগুলোই জইফ, এমনকি আবু হুরাইরা رضي الله عنه ও আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্নিত হাদিসটাও জইফ। শুধু আলবানী رحمه الله সেই হাদিসটিকে ছহিহ বলেছেন।

অন্য দিকে খাসি কুরবানী করার বিপরীতে অসংখ্য সহিহ হাদিস রয়েছে। যেমন,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.
تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ

কুতায়বা رحمه الله....আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাদা কলো রংবিশিষ্ট শিংওয়ালা নর (পাঠা) দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে সে দুটিকে যবেহ করলেন। ইসমাঈল ও হাতিম ইবনু ওয়ারদান এ হাদীসটি আইউব, ইবনু সীরীন, আনাস رضي الله عنه সুত্রে বর্ণনা করেছেন। আইউব থেকেও অনুরূপ বর্ননা করেছেন। *(সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৫১৫৬, সহীহ)*

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

আদম ইবনু আবূ ইয়াস رحمه الله... আনাস رضي الله عنه থেকে বর্নিত। তিনি বলেনঃ নাবী ﷺ দুটি সাদা-কালো বর্ণের নর (পাঠা) দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাকে দেখতে পাই তিনি দুম্বা দু-টোর পার্শ্বদেশে পা রেখে বিসমিল্লাহ ও আল্লহু আকবার পড়ে নিজের হাতে সে দুটোকে যবেহ করেন।

(সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৫১৬০, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫৫৫৮; সহীহ মুসলিম ১৯৬৬; হাদিসের মানঃ সহিহ)

قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

আবু আওয়ানাহ, কুতায়বা থেকে, তিনি আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দু'টি সাদা-কালো রং এর শিং ওয়ালা নর (পাঠা) দুম্বা কুরবানী করেন। তিনি দুম্বা দু'টির পার্শ্বে তাঁর পা রেখে ' **বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার** ' বলে স্বহস্তে সেই দু'টিকে যবেহ করেন।

(সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবলিকেশন ৫৫৬৫, আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন - ৫০৫৪; হাদিসের মানঃ সহিহ)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া رحمه الله..... আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দু' শিংযুক্ত সাদা-কালো বর্ণের দুটি নর (পাঠা) দুম্বার কুরবানী করেন। তিনি আরও বলেন, আমি তাকে মেষ দুটি স্বহস্তে যবেহ করতে দেখেছি। আরও দেখেছি, তিনি ও দু'টির ঘাড়ের পাশে নিজ পা দিয়ে চেপে রাখেন এবং **বিসমিল্লাহ** ও **আল্লহু আকবার** বলেন। *(সহীহ মুসলিম/ হাদীস একাডেমী ৪৯৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৯২৮, ইসলামিক সেন্টার ৪৯৩২)*

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সাদা কালো রং এর শিংওয়ালা নর (পাঠা) দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাত

দিয়ে সে দু'টিকে যবেহ করলেন। *(সহীহ বুখারী/তাওহীদ পাবলিকেশন, ৫৫৫৪)*

ইসমাঈল ও হাতিম ইবনু ওয়ারদান এ হাদীসটি আইউব, ইবনু সীরীন, আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আইয়্যূব থেকেও এরকমই বর্ণনা করেছেন। *[৫৫৫৩; মুসলিম ৩৫/৩, হাঃ ১৯৬৬, আহমাদ ১২১৪৮] (আধুনিক প্রকাশনী - ৫১৪৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন - ৫০৪৩)*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ ،وَ اللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

কুতায়বা হতে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল আযহার দিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ঈদগাহে উপস্থিত হলাম। তিনি খুৎবা শেষে মিম্বার থেকে নামলেন। একটি নর (পাঠা) দুম্বা আনা হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ তা নিজ হাতে যবেহ করেন এবং বলেনঃ " আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। এই কুরবানী আমার ও আমার উম্মাতের যারা কুরবানী করতে অক্ষম তাদের পক্ষ থেকে।" *(সুনান আবূ দাউদ-তাহকিককৃত ২৮১০, সহীহ)*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ ' بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي '

কুতায়বা رحمه الله.... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে কুরবানীর ঈদে প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি খুতবা প্রদান শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে এলেন। একটি নর (পাঠা) দুম্বা আনা হল। রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাতে সেটিকে যবেহ করলেন। বললেন, ' বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার '। এটি হল আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মাতের মধ্যে যারা কুরবানী

দিতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে। ” *(সুনান আত তিরমিজী/ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৫২৭; ইরওয়া ১১৩৮, সহীহ আবূ দাউদ ২৫০১, তিরমিজী/ আল মাদানী প্রকাশনী ১৫২১, সহীহ)*

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ, أَقْرَنَيْنِ, وَيُسَمِّي, وَيُكَبِّرُ, وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي: ثَمِينَيْنِ. بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, وَيَقُولُ: 'بِسْمِ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ'

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দু'টি সাদা-কালো রং এর শিং ওয়ালা দুম্বা কুরবানী করতেন। আর এতে আল্লাহর নাম নিতেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন এবং তিনি স্বীয় পা তাদের পাঁজরে রাখতেন। আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি স্বহস্তে সে দু'টিকে যবেহ করেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, সামীনাইনে (দুটো মোটা তাজা), হাসান: ইবনু মাজাহ (৩১২২) আর আবূ আওয়ানাহ সহীহ সংকলনে আছে, (ছামীনাইনে) দুটো মূল্যবান দুম্বা-অর্থাৎ সীন-এর বদলে ছা' রয়েছে। আর মুসলিমের শব্দে আছে, তিনি বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার বলতেন। *(সহীহ বুলুগুল মারাম ১৩৪৬; বুখারী ৯৫৪, ৯৮৪, ১৮৯, ১৫৪৬, ১৫৪৭, ১৫৪৮, মুসলিম ৬৯০, ১২৩২, ১৩৫০, ১৯৬৬, তিরমিযী ৫৪৬, ৮২১, ১৪৯৪, নাসায়ী ৪৬৯, ৪৭৭, আবূ দাউদ ১২০২, ২৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৯৯৭, ২৯৬৮, আহমাদ ১১৫৪৭, ১১৫৭৩, দারেমী ১৫০৭, ১৫০৮)*

ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ

মূসা ইবনু ইসমা'ঈল رَحِمَهُ اللَّهُ.... আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে মদিনায় যুহরের ছলাত (নামায/নামাজ) আদায় করেন চার রাক'আত এবং যুল-হুলাইফায় (পৌঁছে) আসরের ছলাত (নামায/নামাজ) আদায় করলেন দু'রাকআত। এরপর সেখানেই ভোর পর্যন্ত রাত কাটালেন। সকালে সাওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে উপনীত হলেন। তখন তিনি আল্লাহর হামদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করছিলেন। এরপর তিনি হাজ্জ (হজ্জ) ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলেন। সাহাবীগণও উভয়ের তালবিয়া পাঠ করলেন। যখন আমরা (মক্কার উপকণ্ঠে) পৌঁছলাম তখন তিনি সাহাবীগণকে (উমরা শেষ করে) হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁরা হালাল হয়ে গেলেন।

অবশেষে যিলহাজ্জ মাসের আট তারিখে তাঁরা হাজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। রাবী বলেন, নাবী ﷺ নিজ হাতে কিছুসংখ্যক দাঁড়ানো উট নহর (যবেহ) করলেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় সাদা কাল মিশ্রিত রং-এর দু'টি দুম্বা যবেহ করেছিলেন।

আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, কোন কোন রাবী হাদীসটি আইয়ূব رَحِمَهُ اللَّهُ সূত্রে জনৈক রাবীর মাধ্যমে আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। *(সহীহ, সহীহ বুখারী/ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৪৫৮, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৫৫১)*

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. مُخْتَصَرًا

সাহল ইবনু বাক্কার رَحِمَهُ اللَّهُ.... আনাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কুরবানী করেন এবং মদিনাতেও হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি দুম্বা তিনি কুরবানী করেছেন। এখানে হাদিসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। *(সহীহ বুখারী/ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৬০৪, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৭১২)*

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا. وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

সাহল ইবনু বাক্কার ﷬.... আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ মদিনাতে যোহর চার রাক'আতে এবং যুল হুলাইফাতে আসর দু'রাকআত আদায় করলেন এবং এখানেই রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। এরপর বায়দায় যাওয়ার পর তিনি হাজ্জ (হজ্জ) ও উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সাহাবাদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। আর (সে হাজ্জে) নাবী ﷺ সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কুরবানী করেন আর মদিনাতে হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু'টি নর (পাঠা) দুম্বা কুরবানী দেন। *(সহীহ বুখারী/ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৬০৬, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৭১৪)*

পূর্বে উল্লেখিত খাসি কুরবানী সম্পর্কিত হাদিস ও পরে উল্লেখিত নর ও পাঠা কুরবানী করা হাদিসের সমন্বয়ঃ

উপরে উল্লেখিত ২ শ্রেণি সম্পর্কিত হাদিস সহজ ভাবে বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে হাদিসের শব্দগুলো ভালভাবে জানতে হবে । যেমন, كَبْشٍ অর্থ একটি দুম্বা । كَبْشَيْنِ অর্থ দু'টি দুম্বা । অতঃপর, كَبْشٍ শব্দটি আরবি ভাষায় মুলত পুরুষ, বা পাঠা দুম্বা। তাহলে كَبْشَيْنِ দ্বারা ২ টি পুরুষ নর বা পাঠা দুম্বা কে বুঝায়। এবার আসি খাসি কুরবানী প্রসঙ্গ হাদিসে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

مَوْجُوْءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ. صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আয়শা ﵂ ও আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরবানী দিতেন তখন كَبْشَيْنِ ২ টি নর বা পাঠা দুম্বা। سَمِيْنَيْنِ মোটা তাজা, তবে أَمْلَحَيْنِ শিং যুক্ত أَقْرَنَيْنِ সাদা ছোপ যুক্ত পশু কুরবানী দিতেন।

উল্লেখিত হাদিসে বলা হয়েছে مَوْجُوْءَيْنِ অর্থ ছিন্ন মুষ্ক বা খাসি, কুরবানী দিতেন। তাহলে হাদিসের মুল অর্থ আসবে, আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, রসূল ﷺ যখন কুরবানী দিতেন তখন দু' টি মোটা তাজা শিং যুক্ত ধুসর বর্ণের দুম্বা যা খাসি করা, কুরবানী দিতেন। অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের মূল কুরবানী ছিল দু'টি দুম্বা। উল্লেখিত জঈফ হাদিস গুলোতে দুম্বা দু'টির সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল মোটা তাজা শিং যুক্ত ধুসর বর্ণের পুরুষ হতে খাসি করা। এর বিপরীতে পুরুষ নর বা পাঠা কুরবানী করার হাদিস গুলোতে مَوْجُوْءَيْن বা খাসি করা শব্দটি উল্লেখ হয়নি। সেগুলো তে শুধু বলা হয়েছে كَبْشَيْنِ দু' টি পুরুষ দুম্বা أَمْلَحَيْنِ যা শিং যুক্ত أَقْرَنَيْنِ যা ধুসর বর্ণের এমন বর্ণনার হাদিসগুলোই অধিক, ছহিহ ও শক্তিশালী।

খাসি করা সম্পর্কিত হাদিস গুলোর ইমামগণের যে মত গুলো পাওয়া যায় তা হল ইমাম নবাবী ﵀ বলেন, নাবী ﷺ যে দু'টি পশু কুরবানী করেছিলেন তারা পুরুষ ও শিং যুক্ত ছিল। তিনি বলেন:

وَفِي هَذَا الْحَدِيث: اسْتِحْبَاب الضَّحَايَا من الكباش الْأَقْرَن الأملح، وَكَوْنِهِ ذكراً

অর্থ: এই হাদীস প্রমাণ করে যে উত্তম কুরবানী হল - শিংযুক্ত, সাদা ছোপযুক্ত এবং পুরুষ দুম্বা। *(শরহে সহীহ মুসলিম)*

ইবনু হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, রসূল ﷺ " أفضل الأضاحي " কুরবানী করেছেন, অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম পশু-যা ছিল পূর্ণ, শিংযুক্ত, সুস্থ, পুরুষ এবং সৌন্দর্যময়। অর্থাৎ এখানে পূর্ণ বলতে যাতে কোন ধরণের ত্রুটি নেই। *(ফাতহুল বারী)*

অর্থাৎ উত্তম কুরবানী'ই হলো শিংযুক্ত সাদা-কালো মিশ্রিত পুরুষ নর বা পাঠা দুম্বা। তবে নারী, মাদি, পাঠি মেষ কুরবানী দেওয়াও জায়েজ আছে। কিন্তু কোনো ভাবেই খাসি কুরবানী দেওয়া যাবে না, তবে খাসির গোস্ত খাওয়া যায়েজ। কেননা গরু, ভেড়া, দুম্বা, ছাগল এই গুলো হালাল প্রাণী, কাজেই এই হালাল প্রাণীর গোস্ত খাওয়া জায়েজ। যেমন: শিং ভাঙ্গা, বিকলাঙ্গ, লেংড়া বিভিন্ন খুতযুক্ত ছাগলের গোস্ত খাওয়া জায়েজ।

কুরবানীর ফজিলত

কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পড়ার আগেই তা বিশেষ মর্যাদায় পৌছে যায়ঃ

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَبُو الْمُثَنَّى اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ . رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِى الأُضْحِيَةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ . وَيُرْوَى بِقُرُونِهَا

আম্মাজান আয়িশা ﵂ বলেন, " রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কুরবানীর দিন মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচাইতে পছন্দনীয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)। কিয়ামতের দিন তা নিজের শিং, পশম ও ক্ষুরসহ হাযির হবে। তার (কুরবানীর পশুর) রক্ত যমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ্

তা'আলার নিকটে এক বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দিত মনে কুরবানী কর।" *(জামে আত-তিরমিজি, হা: নং: ১৪৯৩)*

কুরবানীর মাধ্যমে তাক্বওয়া (আল্লাহর ভয়) অর্জন করা যায়ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ'

হযরত আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের রূপ, সৌন্দর্য্য ও ধনসম্পদের দিকে তাকান না, তিনি তোমাদের অন্তর কর্মের দিকে তাকান।"*(ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ২৫৬৪/তাফহিমুল হাদিস, খন্ড-৮, পৃ: ৬৪)*

পিতা ইব্রাহিম (আঃ) এর সুন্নাহ আদায় করা হয়ঃ

আল্লাহর রছূল ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, " এই কুরবানী কি? তিনি বললেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের সুন্নাহ। " *(তাফহিমুল হাদিস, খন্ড-৮,পৃ: ৭২)*

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ قَالَ 'سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ'. قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ 'بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ'. قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ 'بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ'

হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম ﵁ বলেন, " রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! এই কুরবানী কী? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহিম ﵇ এর সুন্নাত। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রসূল! এতে আমাদের জন্য কী (সওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে পুণ্য হবে (এদের পশম তো অনেক বেশি)? তিনি বলেন, লোমশ পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে।"*(সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৩১২৭/তাফহিমুল হাদিস, খন্ড-৮, পৃ: ৭২; হাদিসের প্রথম অংশ হাসান, বাকি অংশ অত্যন্ত দূর্বল)*

কুরবানীর বিধান

বিদ্বানগণের অনেকেই ঈদ-উল আযহার দিনে পশু কুরবানী করা কে ওয়াজিব হিসেবে পালন করে থাকেন। তারা দলিল উপস্থাপন করেন যে,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“ আল্লাহর বানী তোমরা ছলাত আদায় করো এবং কুরবানী করো। ” (সূরহ কাউসার, আ: ২)

তারা বলেন যে, কুরবানীর বিধান কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যা মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করে।

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর বলি যে, উপরে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা কুরবানী করা ওয়াজিব বোঝায় না। কেননা, যেই সকল বিদ্বানগন অত্র আয়াত দ্বারা কুরবানীকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে থাকেন, সেই সকল আয়াত যেই সূরহ তে রয়েছে সেই সূরহ কে মক্কায় নাযিলকৃত সূরহ বলে থাকেন। যদিও আমি বলেছি সূরহটি একবার মক্কায় নাযিল হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার অর্থাৎ শেষবার মাদিনায় মাসজিদে নববীতে দ্বিতীয় হিজরি তে নাযিল হয়েছে। যা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি অর্থাৎ আমি বলি যে, সূরহ কাউছার মাক্কী ওয়াল মাদানী।

অতএব, যারা সূরহটি কে মাক্কী। বলেন, আবার তার দ্বারা কুরবানীকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে থাকেন। তারা একটিবার ভেবে দেখুন তো মক্কায় সূরহ কাউসার নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ পশু কুরবানীর কোন প্রতিষ্ঠিত উৎসব করেছে কিনা? না কখনোই করেন নি।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

কেননা, “তোমরা ছলাত আদায় করো এবং কুরবানী করো।” (সূরহ কাউসার, আ: ২)

আয়াতটি মূলত মক্কায় মুসলিমদের উপর কোন বিধান হিসেবে নাযিল হয়নি। বরং আল্লাহর রসূল ﷺ এর প্রতি উপদেশ ও শান্তনা হিসেবে নাযিল হয়েছে। একটু ভালোভাবে দেখলেই তা বুঝতে পারবেন, যখন আল্লাহর রসূল ﷺ এর পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন কুরাইশ কাফেররা আল্লাহর রসূল ﷺ কে নির্বংশ বলে প্রোপাগান্ডা ছড়াতে লাগলো। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ মনঃকষ্ট এ চিন্তিত হয়ে ছিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা সূরহ কাউসার নাযিল করেন।

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ

সূরহ টি প্রথমবার মক্কাতে নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন, আপনাকে কাউসার দান করেছি, এখন আপনি খুশি হয়ে শুকরিয়া আদায় স্বরূপ ছলাত আদায় করুন এবং আপনার রবের জন্য কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার দুশমনরাই নিরবংশ।প্রথমবার মক্কাতে এই সূরহ নাযিল হলেও সেখানে ইদ-উল আযহার ছলাত ও কুরবানীর বিধান চালু হয়নি। কারণ, তা ওয়াজিব ছিলো না বরং শুকরিয়া আদায়ের নিয়ম শিখানোর উপদেশ ছিলো। যেমন, সূরহ নাসর। আল্লাহ বলেন, যখন দেখবেন মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে। অতঃপর, আপনি রবের নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন ,তার প্রশংসা করুন, এবং আপনি রবের নিকট ইস্তিগফার পাঠ করুন।

উল্লেখিত তাসবিহ, তাহমিদ, ও ইস্তিগফার এর কোনটিই অত্র আয়াত দ্বারা ওয়াজিব করা হয়নি। বরং শুকরিয়া আদায় ও অহংকার থেকে বাঁচার উপদেশ শিক্ষা দিয়েছেন।

অতঃপর, দ্বিতীয়বার যখন মাদিনায় সূরহ কাউসার নাযিল হলো, তা ছিলো ২য় হিজরি। এই সময়েই ঈদ-উল আযহা ও কুরবানীর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যেহেতু সূরহ কাউসার প্রথমবার নাযিলে কোন বিধানগত আমল পরিলক্ষিত হয়নি; কাজেই ২য় বার নাযিল রসূলের আমল তা সুন্নাহ সাব্যস্ত করেন। যেমন, সূরহ হাজ্জ এর ২৮নং আয়াত ও ৩৬নং

আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তোমরা খাও, এবং যারা অভাবী কিন্তু ভিক্ষা করেনা তাদেরকেও খাওয়াও। আর যারা অভাবী এবং ভিক্ষা করে তাদেরকেও খাওয়াও।

এটা আল্লাহর আদেশ হলেও ওয়াজিব না। তেমনই সূরহ নাসর ও সূরহ কাউসারের বিধানও আল্লাহর আদেশ হলেও তা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাহ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন: আমার ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব করা হয়েছে যা তোমাদের ওপর ওয়াজিব নয়। আর আমাকে দু'রাকআত দুহার ছলাত আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে কিন্তু তোমাদেরকে সে ব্যাপারে আদেশ করা হয়নি।" *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, পৃ: ২৩৬, হা: ৪৬)*

بَابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ

ইবনে উমর ﵁ বলেছেন, এটি একটি স্বীকৃত প্রথা। যা জরুরী সুন্নাত।

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الإِيَامِي عَنِ الشَّعْبِى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِه . فِي يَوْمِنَا هُذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَ : هْلِهِ , لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِى جَزَعَةً فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ مُطَرِفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُلُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

বারা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেনঃ আমাদের এ দিনে আমরা সর্বাগ্রে যে কাজটি করব তা হল ছলাত আদায় করব। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে তা আদায় করল সে আমাদের নীতি অনুসরন করল। আর যে ব্যক্তি আগেই যবেহ করল, তা এমন গোস্তরুপে গন্য যা সে তার

পরিবারের জন্য আগাম ব্যবস্থা করল। এটা কিছুতেই কুরবানী বলে গণ্য নয়। তখন আবু বুরদাহ ইবনু নিয়ার ﵁ দাঁড়ালেন, আর তিনি (ছলাতের) আগেই যবহ করেছিলেন। তিনি বললেনঃ আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা আছে। নাবী ﷺ বললেনঃ তাই যবেহ কর। তবে তোমার পরে আর কারো জন্যথেস্ত যথেষ্ঠ হবে না। মুতাররাফ বারা ﵁ থেকে বর্ননা করেন, নাবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ছলাতের পরে যবেহ করল তার কুরবানী পূর্ণ হল এবং সে মুসলিমদের নীতি গ্রহণ করল। *(ছহিহ বুখারী, কুরবানীর বিধান, হা: ৫৫৪৫)*

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا كَانَا يُضَحِّيَانِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا

“ হযরত আবু সারীহা ﵁ বলেন, আমি আবু বকর ও উমর ﵄ কে দেখেছি তারা কুরবানী করেননি।” *(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৮১৩৯/বায়হাকী, হা: ৯/২৬৯, ফিকহুস সুন্নাহ, খণ্ড: ৩, পৃ: ৬৪৯)*

إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ

“ আবু মাসউদ আল আনসারী ﵁ বলেন, আমি অবশ্যই কুরবানী বাদ দেবো এবং আমি কুরবানী দিতে সামর্থ্যবান। তবে এই কারণে যে, আমার প্রতিবেশি সেটাকে আমার উপর ওয়াজিব মনে করবে।” *(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা: ৮১৪৯/বায়হাকী, হা: ৯/২৬৫, ফিকহুস সুন্নাহ, খণ্ড: ৩, পৃ: ৬৪৯)*

জানা প্রয়োজন : উপরে উল্লেখিত আবু সারীহা ﵁ এর হাদিসটি আমি আবু বকর ﵁ এবং উমর ﵁ কে দেখেছি তারা কুরবানী করেননি। বলতে মূলত, তারা যে কুরবানী কখনোই করেনি এমনটি বুঝাচ্ছে না। বরং এটা বুঝায় যে, তারা সামর্থ্য থাকার পরেও মাঝে মাঝে কুরবানী করা থেকে বিরত থেকেছেন। আর এটা এজন্যই যে, উম্মাহ যেন এটা মনে না করে যে এটা ওয়াজিব। বরং তাদের এই আমল দ্বারা তারা কুরবানী করাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন। আবু মাসউদ আল আনসারী ﵁ এর বর্ণিত হাদিসটিও অনুরূপ।

কুরবানী দাতার নিসাব

“ আশ্চর্যের বিষয় হলো, একশ্রেণীর আলেমগণ কুরবানী দাতার নিসাব নির্ধারণ করেছেন। তারা বলেন, নিজের ও নিজের পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর পর যদি জিলহাজ্জের ১০, ১১, ১২ তারিখের মধ্যে সাড়ে সাত ভরি পরিমাণ স্বর্ণ অথবা সারে বায়ান্ন ভরি পরিমাণ রুপা কিংবা সেই স্বর্ণ রুপার সমমূল্যে নগদ অর্থের যদি কেউ মালিক হয়, তবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। কেননা এটা নিসাব, অর্থাৎ যাকাতের নিসাব ও কুরবানীর নিসাব একই। কুরবানীর হিসাবের পার্থক্য এতোটুকুই যে, এক্ষেত্রে যাকাতের মত সারা বছর জমে থাকা অর্থ বা সম্পদের মালিক হওয়া লাগবে না। বরং জিলহাজ্জের ১০, ১১, ১২ তারিখের মধ্যে তার নিকট সেই নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকলেই তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।”

দেখা প্রয়োজন : এ সংক্রান্ত একটি আর্টিকেল ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ দেশের ‘ **মাসিক আল কাউসার** ’ নামক পত্রিকায় **কার উপর কুরবানী ওয়াজিব** শিরোনামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখিত মাস-য়ালা ও এই আর্টিকেল এর লিংক টি নিচে সংযুক্ত করে দেয়া হলোঃ

লিঙ্কঃ https://www.alkawsar.com/bn/article/2154/

বর্ষ: ০, সংখ্যা: ০
যিলহজ্ব ১৪৩৮ || সেপ্টেম্বর ২০১৭
কুরবানী সংক্রান্ত কিছু জরুরি মাসায়েল

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া

কার উপর কুরবানী ওয়াজিব

মাসআলা : প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

আর নেসাব হল স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি, রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নিসাব হল- এর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া। আর সোনা বা রূপা কিংবা টাকা-পয়সা এগুলোর কোনো একটি যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত একাধিক বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলেও তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। (আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫)

কুরবানী দাতার নিসাব নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা মূলত বড় বড় দুইটি ভুলের মধ্যে পড়েছে।

১/ যেখানে কুরবানী একটি সুন্নাহ ইবাদাত। সেখানে তারা এটিকে ওয়াজিব নির্ধারণ করেছেন।

২/ যাকাতের জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ নিসাব নির্ধারণ করেছেন ঠিকই কিন্তু কুরবানীর জন্য কোন নিসাব নির্ধারণ করেননি। কিন্তু তারা কুরবানীর হিসাব নির্ধারণ করেছেন।

তাছাড়া আল্লাহর রসূল ﷺ কোন নিসাবের মালিক ছিলেন না, ফলে তাঁর যাকাত নির্ধারিত হয়নি। অথচ তিনি প্রতিবছর এই কুরবানী দিয়েছেন। এই বিষয়ে সকল বিদ্বানগণ একমত যে, আল্লাহর রসূল ﷺ ১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। সেই সময় তার পরিবারের নিকট মাত্র সাত দিনার অর্থ ছিল। তার একটি বর্ম এক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল, একটি সাদা খচ্চর ছিল, কিছু অস্ত্র, আর এক টুকরা জমি ছিল যা তিনি মুসাফিরদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। *(সিরাহ মুহাম্মাদ, শেষ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৮)*

অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ কোন দিনার দিরহাম বা স্বর্ণ রুপার মালিক ছিলেন না। অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ কোন নিসাবের মালিক ছিলেন না। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ ইন্তেকালের তিন মাস পূর্বে জিলহাজ্জ মাসে অর্থাৎ বিদায় হজ্জে আয়েশা ﵂ ও সাফিয়্যাহ ﵂ বাদে বাকি সাত স্ত্রীর পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেন। *(বিদায় হজ্জে রসূল ﷺ এর নয়জন স্ত্রী অংশ গ্রহণ করলেও তাদের মধ্যে আয়েশা ﵂ ও সাফিয়্যা ﵂ অসুস্থ থাকায় তাঁরা উমরা করতে পারেননি। তাই বাকী সাতজনের পক্ষ থেকেই গাভীটি কুরবানী করা হয়েছিল , মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪)*

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

“আয়েশা ﵂ বলেন, বিদায় হাজ্জে রসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে একটি গাভী কুরবানী করেছিলেন।” *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, পৃ: ২২৭, হা: ২১)*

সে বছরই স্ত্রী আয়েশা ﵂ এর পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بَقَرَةٌ فِي حَجَّتِهِ.

“জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল ﷺ বিদায় হজ্জে আয়শা ﵂ এর পক্ষ থেকে একটি গাভী কুরবানী করেছিলেন।” *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, পৃ: ২২৮, হা: ২২)*

এবং আল্লাহর রসূল ﷺ নিজের পক্ষ হতে সাতটি উট কুরবানী করেন। বর্ণিত হাদিস,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا

“আনাস ﵁ বলেন, (বিদায় হজ্জে) নাবী ﷺ নিজ হাতে সাতটি উটকে দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় কুরবানী করেছেন।” *(সুনানে আবু দাউদ, হা: ২৭৯৩)*

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا. وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدُنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

সাহল ইবনু বাক্কার ﵀.... আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ মদিনাতে যোহর চার রাক’আতে এবং যুল হুলাইফাতে আসর দু’রাকআত আদায় করলেন এবং এখানেই রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে লাগলেন। এরপর বায়দায় যাওয়ার পর তিনি হাজ্জ (হজ্জ) ও উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন এবং মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সাহাবাদের ইহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দেন। আর (সে হাজ্জে) নাবী ﷺ সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কুরবানী করেন আর মদিনাতে হৃষ্টপুষ্ট শিং বিশিষ্ট সুন্দর দু’টি নর (পাঠা) দুম্বা কুরবানী দেন। *(সহীহ বুখারী/ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৬০৬, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১৭১৪)*

এবং সেই বছরেই তিনি দমে শুকুর হিসেবে ১০০টি উট কুরবানী করেন। বর্ণিত হাদিস,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ حَجِّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَى بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا

“জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি রসূল এর হজ্জের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন; আলী ﵁ ইয়ামান থেকে এবং রসূল ﷺ মদীনা থেকে যে সকল কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছিলেন তার সংখ্যা ছিল সর্বমোট একশতটি। রসূল তা থেকে নিজ হাতে তেষট্টিটি কুরবানী করলেন এবং বাকীগুলো আলী ﵁ এর হাতে দিলেন। তিনি ﵁ বাকী সবগুলোকে কুরবানী করলেন। রসূল ﷺ তাঁর কুরবানীর সাথে তাকেও শরিক করলেন। অতঃপর, প্রত্যেক পশুর কিছু কিছু অংশ সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন; তারপর সেগুলিকে একটি পাত্রে রান্না করা হলো অতঃপর রসূল ﷺ ও আলী ﵁ তার গোশত ভক্ষণ করলেন এবং তার ঝোল পান করলেন।” *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, পৃ: ২৩৩, হা: ৩৫)*

(পূর্ববর্তী জাবের ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীসখানা অত্র হাদীসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। তাই উক্ত হাদীসের তথ্য অধিকাংশ হাদীসকে তাদের মতে যৌক্তিক। হাফিয ﵀ এর সমাধানে ইবনে ইসহাক ﵀ বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে রসূল ﷺ প্রথমে ত্রিশটি, অতঃপর আলী ﵁ সাইত্রিশটি এবং পরে রসূল ﷺ আবার তেত্রিশটি পশু কুরবানী করেছিলেন)

তাছাড়াও তিনি প্রতিবছর কুরবানী করেছেন। সে মর্মে অনেকগুলো হাদিস আছে। যা সামনে আলোচনা আসছে। ইংশাআল্লাহ

“আল্লাহর রসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর রসূলের কুরবানী, বিশেষ করে বিদায় হজ্জের কুরবানী নিয়েও সমালোচনা ছড়িয়েছিল মুরতাদ শ্রেণীর লোকেরা। তাদের দাবি ছিল বিদায় হজ্জের কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহর রসূল ﷺ নিজের ও স্ত্রীগণের পক্ষে মুসলমানদের সম্পদ (অর্থাৎ বায়তুল মাল) অপচয় (অর্থাৎ বিলাসিতা) করে গেছেন।” *(আল কামিল, খন্ড: ৪, পৃ: ২২৮)*

যে কৃপণ, কুরবানী করেনা তার প্রতি রসূলের ভর্ৎসনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

“আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না সে যেন আমাদের ছলাতের স্থানের নিকটবর্তী না হয়।” *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৪৫)*

যার কুরবানী দেয়ার সক্ষমতা নেই তার বিধান

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيدًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيْحَةَ ابْنِي أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذٰلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ

“আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, আমি এ মর্মে নির্দেশ পেয়েছি যে, যেন কুরবানীর দিন কুরবানী করি। মহান আল্লাহ এ উম্মতের জন্য এ দিনকে ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তখন ব্যক্তিটি বললো: আমার নিকট যদি একটি বর্গা নেয়া বকরী ব্যতীত আর কিছুই না থাকে তাহলে আমি কি উক্ত বকরী যবেহ করতে পারি? রসূল বললেন না, বরং ঐ দিন তুমি তোমার চুল কাটাবে, নখ কাটবে, তোমার গোঁফ খাটো করবে এবং তোমার নাভীর নিম্নাংশের লোম মুন্ডন করবে, এতেই আল্লাহর নিকট তোমার পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হয়ে যাবে।” *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৫৮)*

যেই সকল পশু দ্বারা কুরবানী করতে হবে

<u>প্রথমত চতুষ্পদ পশু :</u>

কুরবানীর পশু হিসেবে নির্ধারিত হওয়ার জন্য অবশ্যই তা চার পা-ওয়ালা হতে হবে, তা ব্যতীত বিধানগত কুরবানীর জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। যেমন: হাদিসে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

" হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং ছলাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুত্বা দেয়ার জন্য বের হন তখন মালাইকা (ফেরেশতাগণ) যিক্র শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। " *(ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৮৮১, মান-সহিহ)*

ইমাম ইবনে মুনযিরি رحمه الله বলেন, " আমরা বিলাল رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, যদি তুমি মুরগী দ্বারা কুরবানী দিতে তবুও আমি কিছু মনে করতাম না। " (*মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা:নং:৮১৫৬)*

উপরে উল্লেখিত হাদিসটি ও নিচের বর্ণিত আছারটি মূলত উপমা স্বরূপ, এটা স্পষ্ট প্রমাণিত। সুতরাং বিধানগত কুরবানীর জন্য মুরগা, মুরগী, হাস, হাসী, ডিম ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত গৃহ-পালিত পশু :

কুরবানীর পশু হিসেবে নির্ধারিত হওয়ার জন্য অবশ্যই পশুটি গৃহপালিত হতে হবে। তা ব্যতীত পশুটি কুরবানীর জন্য প্রযোজ্য হবে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

" প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে তারা আল্লাহর নাম স্বরণ করতে পারে। যে সমস্ত গৃহপালিত পশু তিনি রিজিক হিসেবে দিয়েছেন, তার উপরে।" (সুরহ হাজ্জ, আ: ৩৪)

গৃহ পালিত পশুর মধ্য হতে মাত্র কতক শ্রেণীর পশুগুলো কুরবানীর জন্য প্রযোজ্য :

গৃহপালিত পশুর মধ্য হতে মাত্র কতক শ্রেণীর পশুগুলো কুরবানীর জন্য প্রযোজ্য। নিচে তা উল্লেখ করা হলোঃ

১/ উট :

উট কুরবানী করা আল্লাহর রছূল ﷺ ও সাহাবা ﷺ গণের যুগ থেকে প্রমানিত। যেমন: ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার বৎসর আল্লাহর রছূল ﷺ ও সাহাবা গণ ﷺ উট কুরবানী করেন।

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

জাবির ﷺ বলেন, " আমরা হুদাইবিয়া নামক জায়গাতে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে একটি উটে সাতজন অংশীদার হয়ে এবং একটি গরুতেও সাতজন অংশীদার হয়ে কুরবানী সম্পন্ন করেছি।" *(জামে আত-তিরমিজি, হা: নং: ১৫০২)*

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ ,وَذَكَرَ الْحَدِيثَ -قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. مُخْتَصَرًا.

হযরত আনাস ﷺ বলেন, "নাবী ﷺ নিজ হাতে সাতটি উটকে

দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় নহর করেন এবং মদিনাতে শিংযুক্ত দুটি ধূসর বর্ণের দুম্বা কুরবানী করেন।" *(সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৭৯৩)*

২/ গরু :

গরু করবানী করা আল্লাহর রছূল ﷺ ও ছাহাবাগণের যুগ থেকে প্রমাণিত। যেমন: দশম হিজরিতে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ، عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, " আমরা আল্লাহর রছূল ﷺ এর সাথে তামাত্তু (শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ্জ এই তিনটি মাস হলো হজ্জের মাস। হজ্জের মাস সমূহে পৃথকভাবে প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জ আদায় করাকে তামাত্তু বলে) হজ্জ করেছি।" *(ছহিহ মুসলিম, হা:নং:১৩১৮)*

দশম হিজরিতে আল্লাহর রছূল ﷺ তার স্ত্রী-গণের পক্ষ হতে ১টি গরু কুরবানী করেছিলেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟، قَالُوا: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ

আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها বলেন, "নাবী ﷺ তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। অথচ মাক্কাহ প্রবেশের পুর্বেই 'সারিফ' নামক জায়গায় তার মাসিক শুরু হয়। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। নাবী ﷺ বললেনঃ তোমার কী হয়েছে? মাসিক শুরু হয়েছে না কি? তিনি বললেনঃ হাঁ। নাবী ﷺ বললেনঃ এটা তো এমন এক ব্যাপার যা আল্লাহ আদম عليه السلام এর কন্যাদের উপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

কাজেই হাজীগণ যা করে থাকে, তুমিও তেমনি করে যাও, তবে তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। এরপর আমরা যখন মিনায় ছিলাম, তখন আমার কাছে গরুর গোশ্ত নিয়ে আসা হল। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কী? লোকজন উত্তর করলঃ রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।" *(ছহিহ-বুখারী,হা: নং:৫৫৪৮)*

জানা প্রয়োজন : মহিষ গরুর পরিবারভুক্ত।

৩/ দুম্বা :

আল্লাহর রছূল ﷺ অধিকাংশ সময়েই নিজের, নিজের পরিবার এবং উম্মতের পক্ষ হতে দুটি দুম্বা কুরবানী করেছেন। যেমন:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ

হযরত আনাস ﷺ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ দুটি দুম্বা দিয়ে কুরবানী করতেন। আমিও কুরবানী করতাম দুইটি দুম্বা দিয়ে।" *(ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৩)*

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

হযরত আনাস ﷺ বলেন, "নাবী ﷺ দুটি সাদা-কালো রং এর দুম্বা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাকে দেখতে পেলাম, তিনি দুম্বা দুটির পাশে পা রেখে **বিসমিল্লাহ** ও **আল্লহু আকবার** পড়ে তার নিজ হাতে সে দুটোকে যবেহ করেন।" *(ছহিহ বুখারী, হা:নং: ৫৫৫৮)*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, “ঈদুল আযহার দিন আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্ববাহ শেষে মিম্বার থেকে নামলেন। একটি দুম্বা আনা হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে যবেহ করেন এবং বলেনঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। এই কুরবানী আমার ও আমার উম্মাতের যারা কুরবানী করতে অক্ষম তাদের পক্ষ হতে।” *(সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৮১০)*

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِى أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ فَقَالَ لَهَا "يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ . ثُمَّ قَالَ ' اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ' . فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ ' بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ' . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

আয়িশা ﵂ বলেন, “রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করার জন্য শিংওয়ালা দুম্বাটি আনতে নির্দেশ দেন, যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করতো (অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল), কালোর মধ্যে শুইতো (অর্থাৎ পেটের নিচের অংশ কালো ছিল) এবং কালো মধ্য দিয়ে দেখতো (অর্থাৎ চোখের চারদিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি আয়িশা ﵂ কে বললেন, ছোরাটি নিয়ে এসো। অতঃপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি তা ধার দিলেন। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। তারপর সেটা যবেহ করলেন এবং বললেন, ‘ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ আল্লাহ্‌র নামে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে এটা ক্ববূল করে নাও।’ তারপর এটা কুরবানী করেন।” *(সহিহ-মুসলিম,হা:নং:৪৯৮৫)*

জানা প্রয়োজন : ভেড়া, গাড়ল এগুলো দুম্বা’র পরিবারভুক্ত।

৪/ ছাগল বা বকরি :

ছাগল বা বকরি কুরবানী করা আল্লাহর রছূল ﷺ ও ছাহাবাগণের যুগ থেকেই প্রমানিত। যেমন: এক সফরে ছাহাবাগণ رضي الله عنهم ছাগল বা বকরি ক্রয় করে কুরবানী দিয়েছেন।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ

হযরত কুলায়িব رضي الله عنه বলেন, "আমরা একবার সফরে ছিলাম, তখন কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হল। আমাদের একেক ব্যক্তি দু'টি বা তিনটি এক বছরের বকরীর পরিবর্তে একটি দু'বছরের বয়সের বকরী খরিদ করছিল। তখন মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি বললোঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় দিনটি উপস্থিত হলে এক ব্যক্তি দু'টি বা তিনটি এক বছর বকরীর পরিবর্তে একটি দু'বছরের বকরী তালাশ করছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বকরীর ক্ষেত্রে দু'বছর বয়সী দ্বারা যেভাবে কুরবানী আদায় হয়, তদ্রুপ এক বছর বয়সী দ্বারাও আদায় হয়ে যাবে।" *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৮৩)*

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا

হযরত উকবা ইবনে আমির رضي الله عنه বলেন, " রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। আমার অংশে একটি এক বছরের বকরী পড়লো। আমি বললামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার অংশে একটি এক বছরের বকরী পড়েছে। তিনি বললেনঃ তুমি তা কুরবানী কর।" *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৮০)*

জানা প্রয়োজন : আল্লাহর রছূল ﷺ হিজরত করার পর হিজরতের ২য় বছরে অর্থাৎ ২য় হিজরিতে ঈদ ও কুরবানীর বিধান মুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ হয়। আর ১১ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে আল্লাহর রছূল ﷺ ইন্তিকাল করেন অর্থাৎ ২য় থেকে ১০ম হিজরি পর্যন্ত আল্লাহর রছূল ﷺ ঈদ ও কুরবানী আদায় করেছেন। আর এই কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ৬ষ্ঠ হিজরির জিলক্বদ-জিলহাজ্জ মাসের প্রথম পক্ষে মদিনার বাহিরে ছিলেন অর্থাৎ সফরে ছিলেন। যেখানে তিনি ঈদুল আযহা ও কুরবানী আদায় করেন। ষষ্ঠ হিজরিতে সফরের কারণ হলো, আল্লাহর রসূল ﷺ উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার পথে হুদাইবিয়া নামক স্থানে বাঁধাপ্রাপ্ত হন এবং সেখানেই তার কুরবানী সম্পন্ন করেন।

অতঃপর, ৭ম হিজরির জিলক্বদ-জিলহাজ্জ মাসের প্রথম পক্ষে তিনি মদিনার বাহিরে ছিলেন অর্থাৎ সফরে ছিলেন। যেখানে তিনি ঈদুল আযহা ও কুরবানী আদায় করেন। এই সফরের কারণ হলো, গত বছরের বাঁধাপ্রাপ্ত উমরা এই বছর আল্লাহর রসূল ﷺ উমরাতুল কাজা হিসেবে আদায় করেন। ফলে সেখানে কুরবানী সম্পন্ন করেন।

অতঃপর, ৮ম হিজরির জিলক্বদ-জিলহাজ্জ মাসের প্রথম পক্ষে তিনি মদিনার বাহিরে ছিলেন অর্থাৎ সফরে ছিলেন। সেখানে তিনি ঈদুল আযহা ও কুরবানী আদায় করেন। এই সফরের কারণ হলো, এই বছরে আল্লাহর রসূল ﷺ উমরাতুল জিরানার আদায় করেন। ফলে সেখানেই কুরবানী সম্পন্ন করেন।

অতঃপর, ১০ম হিজরির জিলক্বদ-জিলহাজ্জ মাসে তিনি মদিনার বাহিরে মক্কায় ছিলেন হজ্জ আদায়ের জন্য অর্থাৎ সফরে ছিলেন। সেখানে তিনি ঈদুল আযহা ও কুরবানী আদায় করেন। এই সফরের কারণ হলো, আল্লাহর রসূল ﷺ এ বছরে উমরা ও বড় হজ্জ একত্রে আদায় করেন। যা হজ্জে তামাত্তু হিসেবে পরিচিত। এবং বিদায় হজ্জে নামে পরিচিত।

কুরবানীর পশুতে যে সকল সমস্যা (ত্রুটি) থাকলে কুরবানী হবে না

কুরবানীর পশুতে যে সকল সমস্যা থাকলে কুরবানী হবে না, সে সকল বিষয় নিচে ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

১/খাসি করা পশু

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

"(শয়তান বললো) আর আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদের মনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করব, তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা পশুর কান চিরে ফেলবে। আর তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে অভিভাবক বানায়, সে তো স্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়।" (ছূরহ নিসা, আ:১১৯)

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বলেন, " আল্লাহর রছূল ﷺ নিষেধ করেছেন ঘোড়া ও গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু তথা উট, গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, খাসি *করতে।" (ছহিহুল জামি, হা: নং: ৬৯৫৬)*

২/কান কাটা বা কান ফাঁড়া

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ

হযরত আলী ﷺ বলেন, " রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভালরূপে

দেখে নেই। আর আমরা যেন এমন পশু দ্বারা কুরবানী না করি যা কানা, যার কানের একদিক কাটা, যার কানের গোড়া কাটা এবং যার কান ফাঁড়া এবং যার কানে ছিদ্র আছে।" *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৭৩)*

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, " (শয়তান বললো) আর আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদের মনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করব, তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা পশুর কান চিরে ফেলবে। আর তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে অভিভাবক বানায়, সে তো স্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়।" (ছূরহ নিসা, হা: নং: ১১৯)

৩/অন্ধ বা কানা

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ

হযরত আলী ﷺ বলেন, " রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন (কুরবানী পশুর) চোখ ও কান ভালরূপে দেখে নেই। আর আমরা যেন এমন পশু দ্বারা কুরবানী না করি যা কানা, যার কানের একদিক কাটা, যার কানের গোড়া কাটা এবং যার কান ফাঁড়া এবং যার কানে ছিদ্র আছে।" *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৭৩)*

৪/অসুস্থতা যা সুস্পষ্ট দৃশ্যমান

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِى لَا تُنْقِى قُلْتُ إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

বনী শায়বানের আযাদকৃত দাস আবূ যাহ্হাক উবায়দ ইব্ন ফায়রূয ﵀ বলেন, “ আমি বারা ﵁ কে বললামঃ যে সকল পশুর কুরবানী করতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ (খুতবা দিতে) দাঁড়ালেন আর আমার হাত তাঁর হাত অপেক্ষা ছোট। তিনি বললেন, চার প্রকার পশুর কুরবানী বৈধ নয়, কানা পশু যার কানা হওয়াটা সুস্পষ্ট, রুগ্ন যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া পশু যার খোঁড়া হওয়া সুস্পষ্ট; দুর্বল, যার হাঁড়ে মজ্জা নেই। আমি বললামঃ আমি শিং ও দাঁতে ত্রুটি থাকাও পছন্দ করিনা। তিনি বললেনঃ তুমি যা অপছন্দ কর, তা ত্যাগ কর; কিন্তু অন্য লোকের জন্য তা হারাম করো না।” *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৬৯)*

জানা প্রয়োজন : খাসি পশু স্পষ্ট অসুস্থতার অন্তর্ভুক্ত এবং খাসি একটি অঙ্গহানি পশু, যা সকলের নিকট সুস্পষ্ট।

৫/খোড়া বা লেংড়া

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِى أَسَدٍ عَنْ أَبِى الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِى شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِى لَا تُنْقِى قُلْتُ إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

বনী শায়বানের আযাদকৃত দাস আবূ যাহ্হাক উবায়দ ইব্ন ফায়রূয ﵀ বলেন, “ আমি বারা ﵁ কে বললামঃ যে সকল পশুর

কুরবানী করতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ (খুতবা দিতে) দাঁড়ালেন আর আমার হাত তাঁর হাত অপেক্ষা ছোট। তিনি বললেন, চার প্রকার পশুর কুরবানী বৈধ নয়, কানা পশু যার কানা হওয়াটা সুস্পষ্ট, রুগ্ন যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া পশু যার খোঁড়া হওয়া সুস্পষ্ট; দুর্বল, যার হাঁড়ে মজ্জা নেই। আমি বললামঃ আমি শিং ও দাঁতে ত্রুটি থাকাও পছন্দ করিনা। তিনি বললেনঃ তুমি যা অপছন্দ কর, তা ত্যাগ কর; কিন্তু অন্য লোকের জন্য তা হারাম করো না।" *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৬৯)*

৬/দুর্বল বা জীর্ণশীর্ণ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ آخَرَ وَقَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ يَقُولُ لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

বারা ইব্ন আযিব ﷺ বলেন, " আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনছি, তখন তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করছিলেন। আর আমার অঙ্গুলি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আঙ্গুল অপেক্ষা ছোট। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেনঃ কুরবানীতে জায়েয নয় কানা পশু, যার কানা হওয়া প্রকাশ্য; খোঁড়া পশু, যার খোঁড়া হওয়া প্রকাশ্য; রুগ্ন পশু, যার রোগ প্রকাশ্য; আর দুর্বল পশু, যার হাঁড়ে মজ্জা নেই। " *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৭১)*

৭/শিং ভাঙ্গা

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفَيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا عَضَبَ النِّصْفِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

জুরাই ইব্ন কুলায়ব ﵁ বলেন, “ আমি আলী ﵁ কে বলতে শুনেছিঃ রসূলুল্লাহ্ ﷺ শিং ভাঙ্গা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। এরপর আমি তা সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব ﵁ এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ শিংয়ের অর্ধেক বা তার বেশি ভাঙ্গা হলে সেই পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।” *(সুনানে/আন-নাসায়ী,হা: নং: ৪৩৭৭)*

৪/ লেজ্ কাটা

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا بَتْرَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ

আলী ﵁ বলেন, “ রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন কুরবানীর পশুর চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নিই। আর আমরা যেন কানের অগ্রভাগ কাটা, কানের পেছন দিক কাটা, লেজ কাটা এবং কানের গোড়া থেকে কাটা পশু কুরবানী না করি।” *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৭২)*

কুরবানীর পশুগুলোর মধ্যে যা উত্তম ও পছন্দনীয়

কুরবানীর পশু গুলোর মধ্যে উত্তম ও পছন্দনীয় পশুর ধারাবাহিকতা নিচে দেওয়া হলোঃ

কুরবানীর সবচেয়ে উত্তম পশু হলো দুম্বাঃ

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ

হযরত আনাস ﵁ বলেন, “ নাবী ﷺ দু’টি দুম্বা দিয়ে কুরবানী আদায় করতেন। আমিও কুরবানী আদায় করতাম দু’টি দুম্বা দিয়ে।” *(সহিহ বুখারী,হা: নং: ৫৫৫৩)*

অতঃপর, উত্তম ও পছন্দনীয় পশু হলো উট।

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, “ এক সফরে আমরা আল্লাহর রছূল ﷺ সাথে ছিলাম। এরকম পরিস্থিতিতে কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা একটি গরুতে সাত জন অংশীদার হয়ে এবং একটি উটে দশ জন অংশীদার হয়ে কুরবানী করলাম।” *(তিরমিজি, হা: নং: ১০০১/ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৩১৩১)*

তারপর উত্তম ও পছন্দনীয় পশু হলো গরুঃ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟، قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ

আয়িশা ﵂ বলেন, “ নাবী ﷺ তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। অথচ মাক্কাহ প্রবেশের পুর্বেই ‘সারিফ’ নামক জায়গায় তার মাসিক শুরু হয়। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। নাবী ﷺ বললেনঃ তোমার কী হয়েছে? মাসিক শুরু হয়েছে না কি? তিনি বললেনঃ হাঁ। নাবী ﷺ বললেনঃ এটা তো এমন এক ব্যাপার যা আল্লাহ আদম ﵇ এর কন্যাদের উপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই হাজীগণ যা করে থাকে, তুমিও তেমনি করে যাও, তবে তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। এরপর আমরা যখন মিনায় ছিলাম, তখন আমার কাছে গরুর গোশ্ত নিয়ে আসা হল। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কী?

লোকজন উত্তর করলঃ রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।" *(সহিহুল বুখারী, হা: নং: ৫৫৪৮)*

তারপর উত্তম ও পছন্দনীয় পশু হলো ছাগল বা বকরীঃ

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا

উকবা ইব্ন আমির ﷺ বলেন, " রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। আমার অংশে একটি এক বছরের বকরী পড়লো। আমি বললামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার অংশে একটি এক বছরের বকরী পড়েছে। তিনি বললেনঃ তুমি তা কুরবানী-কর।" *(সুনানে আন নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৮০)*

কুরবানীর পশু উত্তম ও পছন্দনীয় করনের ধারাবাহিক পদ্ধতি হলো, এজন্যই দুম্বা কুরবানীর জন্য অধিক উত্তম ও পছন্দনীয় যে, আল্লাহর রছূল ﷺ সফর ব্যতীত প্রায় প্রতিটি কুরবানীই, পুরুষ দুম্বা বা পাঠা দুম্বা দ্বারা করেছেন।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

আনাস ﷺ বলেন, " নাবী ﷺ দুটি সাদা-কালো রং এর দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাঁকে দেখতে পেলাম তিনি দুম্বা দু'টোর পার্শ্বে পা রেখে ' **বিসমিল্লাহ** ও **আল্লহু আকবার** ' পড়ে তাঁর নিজ হাতে সে দু'টোকে যবেহ করেন। " *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৮)*

জানা প্রয়োজন : কোনো এক বৎসর আল্লাহর রসূল মদিনাতে এককভাবে একটি উট কুরবানী দিয়েছেন মর্মে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

অতঃপর, সফরে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি সাত বা দশ ভাগে উট কুরবানী করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, " এক সফরে আমরা আল্লাহর রছূল ﷺ এর সাথে ছিলাম। এরকম পরিস্থিতিতে কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হলো। তখন আমরা একটি গরুতে সাত জন অংশীদার হয়ে এবং একটি উটে দশ জন অংশীদার হয়ে কুরবানী করলাম।" *(তিরমিজি,হা:নং:১০০১/ইবনে-মাজাহ,হা:নং:৩১৩১)*

অতঃপর, বিদায় হজ্জের সফরে তিনি তার স্ত্রীগণের পক্ষ হতে গরু কুরবানী করেছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟، قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ

আয়িশা ﷺ বলেন, " নাবী ﷺ তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। অথচ মাক্কাহ প্রবেশের পুর্বেই 'সারিফ' নামক জায়গায় তার মাসিক শুরু হয়। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। নাবী ﷺ বললেনঃ তোমার কী হয়েছে? মাসিক শুরু হয়েছে না কি? তিনি বললেনঃ হাঁ। নাবী ﷺ বললেনঃ এটা তো এমন এক ব্যাপার যা আল্লাহ আদম ﷺ এর কন্যাদের উপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই হাজীগণ যা করে থাকে, তুমিও তেমনি করে যাও, তবে তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ

করবে না। এরপর আমরা যখন মিনায় ছিলাম, তখন আমার কাছে গরুর গোশ্ত নিয়ে আসা হল। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কী? লোকজন উত্তর করলঃ রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।" *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৪৮)*

অতঃপর, তিনি মদিনায় থাকা অবস্থায় সাহাবী ﷺ গণের মাঝে কুরবানীর পশু হিসেবে ছাগল বা বকরি বন্টন করে দিয়েছেন এবং তা অধিকাংশ সময়ই প্রায় সকল সাহাবীগণই মদিনাতে ছাগল বা বকরি ও দুম্বা কুরবানী করেছেন।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا

উকবা ইব্ন আমির ﷺ বলেন, " রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। আমার অংশে একটি এক বছরের বকরী পড়লো। আমি বললামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার অংশে একটি এক বছরের বকরী পড়েছে। তিনি বললেনঃ তুমি তা কুরবানী কর।" *(সুনানে আন-নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৮০)*

জানা প্রয়োজন : এক শ্রেণীর বিদ্বানগণ মনে করেন যে, কুরবানী পশুগুলোর মধ্যে উত্তম ও পছন্দনীয় পশুর ধারাবাহিকতা করণের প্রথম পশু উট, তারপর গরু, তারপর দুম্বা, তারপর ছাগল বা বকরি। তারা দলিল হিসেবে নিচের হাদিসটি উল্লেখ করেন। বর্ণিত হাদিসঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ

كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, “ আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুত্‌বা দেয়ার জন্য বের হন তখন মালাইকা (ফেরেশতাগণ) যিক্‌র শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। ” *(সহিহ বুখারী, কিতাবুল জুমা, হা: নং: ৮৮১)*

অথচ অত্র হাদিসটি ইমামগণ তাদের সংকলিত গ্রন্থগুলোর জুমার ছলাত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যা উপমা বা উদাহরণ স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর বাস্তবিক দিক হলো, পূর্বে আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর যা উল্লেখ করেছি; উত্তম ও পছন্দনীয় পশুর ধারাবাহিকতা হলোঃ **প্রথমে দুম্বা, তারপর উট, তারপর গরু, তারপর ছাগল বা বকরি।** আর এটাই আল্লাহর রছূল ﷺ ও ছাহাবা ﵃ গণের আমল দ্বারা প্রমাণিত। কুরবানীর পশু গুলোর মধ্য হতে উত্তম ও পছন্দনীয় পশু হলো মোটা তাজা ও দেখতে সুন্দর এমন পশু। হযরত আবু উমামাহ ইবনে সাহল ﵁ বলেন, “ আমরা মদিনাতে কুরবানীর পশু গুলোকে মোটা তাজা করতাম। আর মুসলিমরাও মোটা করতো। ” *(ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড-৩, পৃ:৬৫৮)*

জানা প্রয়োজন : অত্র হাদিসে কুরবানীর পশুকে মোটা তাজা করার শব্দ থেকে পশু খাসি করার অর্থ নিলে ভূল হবে। কেননা শুধু খাসি করলেই যে পশু মোটা তাজা হয় এমনটি নয়। বরং সঠিকভাবে পশুর যত্ন ও চেষ্টা নিলে পাঠা, খাসির চেয়েও অধিক মোটাতাজা হয়। এমনকি যত্ন ও চেষ্টার মাধ্যমে পাঠিকেও মোটা তাজা বানানো

যায় এবং তা খুবই সহজ। কুরবানীর পশুগুলোর মধ্যে রং এ উত্তম ও পছন্দনীয় পশুর ধারাবাহিকতাঃ কুরবানীর পশু গুলোর মধ্যে রং এ উত্তম ও পছন্দনীয় পশুর ধারাবাহিকতা হলো, প্রথমে সাদা-কালো রং, তারপর সাদা মাটির রং, তারপর কালো রং। কেননা নাবী ﷺ সাদা-কালো রং এর দুটি দুম্বা দিয়ে কুরবানী দিয়েছেন। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, " কালো রং এর চাইতে উত্তম হলো সাদা-মাটির রং এর পশু। তবে যখন কুরবানীর পশুর দুই চোখের পাশে, মুখ ও দুই পায়ের পাশে কালো রং থাকবে তখন সেটা আল্লাহর রছূল ﷺ এর কুরবানীর পশুর সাথে সাদৃশ্য রাখে।"

আবু মালেক কামাল ইবনে আস-সায়েদ সালিম বলেন, " এই কথা বলার মাধ্যমে আয়িশা رضي الله عنها এর হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।"

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِى أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ فَقَالَ لَهَا "يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ . ثُمَّ قَالَ ' اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ' . فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ ' بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ' . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, " রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করার জন্য শিংওয়ালা দুম্বাটি আনতে নির্দেশ দেন, যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করতো (অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল), কালোর মধ্যে শুইতো (অর্থাৎ পেটের নিচের অংশ কালো ছিল) এবং কালো মধ্য দিয়ে দেখতো (অর্থাৎ চোখের চারদিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি আয়িশা رضي الله عنها কে বললেন, ছোরাটি নিয়ে এসো। অতঃপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি তা ধার দিলেন। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। তারপর সেটা যবেহ করলেন এবং বললেন, ' بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ আল্লাহ্‌র নামে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও তাঁর

উম্মাতের পক্ষ হতে এটা ক্ববূল করে নাও।' তারপর এটা কুরবানী করেন।"*(সহিহ-মুসলিম, হা: নং: ৪৯৮৫)*

ইমাম নবাবী ﵀ বলেন, " এটার অর্থ হলো যে দুম্বার পা কালো, পেট কালো ও চোখ কালো (আল্লাহই ভালো জানেন)। "*(ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা:৬৫০)*

কুরবানীর পশুগুলোর মধ্যে উত্তম ও পছন্দনীয় পশু নির্ধারণ : আবু মালেক কামাল আস-সায়েদ সালিম তার ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, " মাদী বা পাঠি প্রাণীর চেয়ে নর বা পাঠা প্রাণীর মাধ্যমে কুরবানী করা উত্তম। "*(ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড-৩, পৃ: ৬৫০)*

ইবনু হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, রসূল ﷺ "أفضل الأضاحي" কুরবানী করেছেন, অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম পশু-যা ছিল পূর্ণ, শিংযুক্ত, সুস্থ, পুরুষ এবং সৌন্দর্যময়। অর্থাৎ এখানে পূর্ণ বলতে যাতে কোন ধরণের ত্রুটি নেই। *(ফাতহুল বারী)*

ইমাম নবাবী ﵀ বলেন, নাবী ﷺ যে দুটি কুরবানীর পশু যবেহ করেছিলেন, তারা পুরুষ এবং শিংযুক্ত ছিল। তিনি বলেন:

وَفِي هَذَا الْحَدِيث: اسْتِحْبَاب الضَّحَايَا من الكباش الْأَقْرَن الأملح، وَكَوْنِهِ ذكراً

অর্থ: এই হাদীস প্রমাণ করে যে উত্তম কুরবানী হল - শিংযুক্ত, সাদা ছোপযুক্ত এবং পুরুষ দুম্বা। *(শরহে সহীহ মুসলিম)*

কুরবানী দাতার জন্য করণীয় বিষয়

কুরবানী দাতার জন্য কিছু করণীয় বিষয় রয়েছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করণীয় বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

করণীয় বিষয় ১: কুরবানী দাতার জন্য সর্বপ্রথম করণীয় বিষয় হলো কুরবানীর জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত করা।

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

আলক্বামাহ ইব্নু ওয়াক্কাস আল-লায়সী ﵀ বলেন, “ আমি উমর ইব্নুল খাত্তাব ﵁ কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে। তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে সে হিজরত করেছে।” *(সহিহ-বুখারী,হা:নং:১)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ’إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ‘

হযরত আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, “ আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’য়ালা তোমাদের রূপ, সৌন্দর্য্য ও ধনসম্পদের দিকে তাকান না, তিনি তোমাদের অন্তর কর্মের দিকে তাকান।” *(ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ২৫৬৪/তাফহিমুল হাদিস, খন্ড-৮, পৃ: ৬৪)*

করণীয় বিষয় ২: কুরবানীর জন্য উত্তম পশু বাছাই করা। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, ইবনু হাজার আশকালানী ﵀ বলেন, রসূল ﷺ ’أفضل الأضاحى‘ কুরবানী করেছেন, অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম পশু যা ছিল পূর্ণ, শিংযুক্ত, সুস্থ, পুরুষ এবং সৌন্দর্যময়। অর্থাৎ এখানে পূর্ণ বলতে যাতে কোন ধরণের ত্রুটি নেই। *(ফাতহুল-বারী)*

ইমাম ইবনে কাসির ﵀ উল্লেখ করেছেন, কাশিম বিন আব্দুর রহমান ﵀ বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ﵀ বলেছেন, “ হযরত আদম ﵇ হাবীল ও কাবীলকে বললেন, আল্লাহ তা’য়ালা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমার

সন্তানদের মধ্য থেকে এমন লোক জন্ম নিবে, যারা কুরবানী করে। অতএব, তোমরা কুরবানী কর। তোমাদের কুরবানী কবুল হলে আমার চোখ শীতল হবে। হাবীল ছাগল পালন করতো। সে তার ছাগল থেকে সবচেয়ে উত্তম ছাগলটি কুরবানীর জন্য বাছাই করে। কাবীল কৃষিকাজ করতো। সে তার শষ্য থেকে কিছু শষ্য মনঃকষ্টের সাথে কুরবানীর জন্য পেশ করে। তাদের উভয়ের কুরবানীর বস্তু নিয়ে আদম عليه السلام সহ পাহাড়ের উপর উঠেন এবং সেখানে রেখে একটু দূরে বসে থাকেন। পিতাসহ তারা উভয়েই কুরবানী দিকে তাকিয়ে ছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আগুন প্রেরন করেন এবং সেই আগুন থেকে একটি ঘাড় বের হয়ে হাবীলের কুরবানীর বস্তুকে বেষ্টন করে এবং তা আকাশে তুলে নিয়ে যায়। আর কাবীলের কুরবানী সেখানে ফেলে রেখে যায়। অতঃপর, তারা নিজ গৃহে ফিরে আসলো। হযরত আদম عليه السلام জানতে পারলেন যে, কাবীল তার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই তিনি কাবীলকে বললেন, তোমার কুরবানীর বস্তু তোমার মনঃকষ্টের মাধ্যমে কুরবানীর জন্য কবূল করা হয়নি। তোমার অকল্যাণ হোক। কাবীল তখন বললো, আপনি হাবীলকে ভালোবাসেন বিধায় আপনি তার জন্য দুয়া করেছেন। তাই তার কুরবানী কবূল হয়েছে এবং আমার কুরবানী কবূল হয়নি।

অতঃপর, কাবীল হাবীলকে জানালো, আমি তোকে হত্যা করবো এবং তোর থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। তোর জন্য আব্বা দুয়া করেছেন, তাই তোর কুরবানী কবূল হয়েছে আর আমার কুরবানী কবূল হয়নি।" *(তাফসির ইবনে কাসির, খন্ড:২, পৃ: ৮৮৬, সূরহ মায়িদাহর ২৭নং-আয়াতের,আলোচনায়)*

করণীয় বিষয় ৩: কুরবানীর নিয়ত করার পর জিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠলে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত চুল ও নখ কাটা যাবে না।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

হযরত ইবনে মুসায়্যাব ﵁ থেকে বলেন, “ রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা ﵂ তাঁকে অবহিত করেছেন: রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, সে যেন যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন তার নখ ও কোন চুল না কাটে।” *(সুনানে আন নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৬২)*

আবু মালেক কামাল ইবনে আস সায়েদ সালিম বলেন, “ নখ কাটা নিষেধের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ছাটাই ও ভেঙ্গে ফেলা ও অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে দূর করাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর চুল কাটার নিষেধাজ্ঞাটা মুন্ডন, খাটো ও চুল উপড়ে ফেলা, অনুরূপ কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর এতে বগলের চুল, নাভীর চুল, মাথা এবং শরীরের সকল স্থানের চুলই সমান হুকুম হবে।” *(ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড-৩, পৃ: ৬৬২)*

করণীয় বিষয় ৪: কুরবানীর জন্য উপযুক্ত বয়সের পশু সংগ্রহ করা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ‘

জাবির ﵁ বলেন, “ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা মুসিন্নাহ্ (দুধ দাঁত পড়ে গেছে এমন পশু) ছাড়া কুরবানী করবে না। তবে এটা তোমাদের জন্য কষ্টকর মনে হলে তোমরা ছ’মাসের মেষ-শাবক কুরবানী করতে পার।” *(সহিহ মুসলিম, হা: নং: ৪৯৭৬)*

“ মুছিন্নাহ হলো - উট, গরু, ছাগল সব কিছুর ক্ষেত্রে যার সামনের দাঁত উঠেছে। অর্থাৎ তার চেয়েও বেশি বয়সী পশু। গরুর ক্ষেত্রে ‘মুছিন্নাহ’ হলো, যার ২ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং ৩য় বছরে প্রবেশ করেছে। উটের ক্ষেত্রে ‘মুছিন্নাহ’ হলো, যার ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং ৬ বছরে পদার্পণ করেছে। উট ও গরুর ক্ষেত্রে এর চেয়ে

কম বয়সের কুরবানী জায়েজ হবে না।" *(আল মাবসুত ১২/৯; ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড-৩, পৃ: ৬৫২)*

জানা প্রয়োজন : অত্র হাদিসে আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, " তবে এটা তোমাদের জন্য কষ্টকর মনে হলে তোমরা ছ'মাসের দুম্বা পাঠা শাবক কুরবানী করতে পারো।"

ضَّأنِ। শব্দ এসেছে যার অর্থ পুরুষ, নর বা পাঠা দুম্বা । ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জাবির তাবারী رحمه الله বলেন, "ضَّأنِ। হলো মাদী বা পাঠি দুম্বা ।" *(তাফসিরে তাবারী, খন্ড-১০, পৃ: ১৯৫, সূরহ আনআম এর ১৪৩ নং আয়াতের আলোচনায়)*

করণীয় বিষয় ৫: কুরবানীর পশুকে ঈদুল আযহার ছলাত আদায়ের পর কুরবানী করার স্থানে নিয়ে যাওয়া।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ ' إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ '. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ ' اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ '

বারা رضي الله عنه বলেন, " তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে খুত্বা দেয়ার সময় বলতে শুনেছি, আমাদের আজকের এ দিনে সর্বপ্রথম আমরা যে কাজটি করব তা হল ছলাত আদায়। অতঃপর আমরা ফিরে গিয়ে কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে করবে সে আমাদের সুন্নাতকে অনুসরণ করবে। আর যে ব্যক্তি পূর্বেই যবেহ করল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য অগ্রিম গোশ্ত প্রেরণ, তা কিছুতেই কুরবানী নয়। তখন আবূ বুরদাহ رضي الله عنه বললেনঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমি ছলাত আদায়ের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছি এবং আমার কাছে একটি বক্রীর বাচ্চা আছে, যেটি পূর্ণ এক বছরের বকরীর চেয়ে উৎকৃষ্ট। নাবী ﷺ বললেনঃ তুমি সেটির জায়গায় এটিকে কুরবানী কর। তোমার পরে এ নিয়ম আর কারো জন্য নয় কিংবা

তিনি বলেছেন, আদায়যোগ্য হবে না।" *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৬০)*

করণীয় বিষয় ৬: ঈদের ছলাত আদায়ের পর কুরবানী করতে হবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِى يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ'. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ. قَالَ 'اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ'. ثُمَّ قَالَ 'مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ'. تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِى عَنَاقُ لَبَنٍ. وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِى جَذَعَةٌ. وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ

বারা ﷺ বলেন, " আবূ বুরদাহ ﷺ নামীয় আমার এক মামা ছলাত আদায়ের আগেই কুরবানী করেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেনঃ তোমার বক্‌রী কেবল গোশ্‌তের বক্‌রী হল। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে একটি ঘরে পোষা বক্‌রীর বাচ্চা আছে। নাবী ﷺ বললেনঃ সেটাকে কুরবানী করে নাও। তবে তা তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য ঠিক হবে না। এরপর তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি ছলাত আদায়ের আগে যবেহ করেছে, সে নিজের জন্যই যবেহ করেছে, আর যে ব্যক্তি ছলাত আদায়ের পরে যবেহ করেছে, সে তার কুরবানী পূর্ণ করেছে। আর সে মুসলিমদের নিয়ম নীতি অনুসারেই করেছে। শা'বী ও ইবরাহীম উবাইদাহ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হুরাইস সূত্রে শা'বী থেকে ওয়াকী এরকমই বর্ণনা করেন। শা'বী থেকে আসিম ও দাউদ আমার নিকট পাঁচ মাসের দুধের বকরীর বাচ্চা আছে বলে বর্ননা করেছেন। আবুল আহওয়াস বলেন, মানসূর আমাদের কাছে দু' মাসের দুধের বাচ্চা আছে বলে বর্ননা করেছেন। ইবনু আউন বলেছেন, দুধের বাচ্চা।"*(সহিহ-বুখারী,হা:নং:৫৫৫৬)*

করণীয় বিষয় ৭: কুরবানীর পশু উট হলে তাকে বেঁধে দাড় করাতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

" আর কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি; এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে। সুতরাং এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করো। অতঃপর যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তা থেকে খাও এবং তুষ্ট (যে চায় না) ও প্রার্থী (যে চায়) উভয়কেই খাওয়াও। এভাবেই আমি এগুলোকে তোমাদের জন্য বশীভূত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (ছূরহ হজ্জ, আ:৩৬)

হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ বলেন, "নাবী ﷺ (তামাত্তু হজ্জে) নিজ হাতে সাতটি উটকে দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় নহর করতেন।" *(সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৭৯৩)*

আর যদি দুম্বা, ছাগল বা গরু হয় তাহলে তাকে শোয়াতে হবে।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا "يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ . ثُمَّ قَالَ ' اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ' . فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ ' بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ' . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

আয়িশা ﵂ বলেন, " রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করার জন্য শিংওয়ালা দুম্বাটি আনতে নির্দেশ দেন, যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করতো (অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল), কালোর মধ্যে শুইতো (অর্থাৎ পেটের নিচের অংশ কালো ছিল) এবং কালো মধ্য দিয়ে দেখতো (অর্থাৎ চোখের চারদিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি

আয়িশা ﵂ কে বললেন, ছোরাটি নিয়ে এসো। অতঃপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি তা ধার দিলেন। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। তারপর সেটা যবেহ করলেন এবং বললেন, ' بِاسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ আল্লাহ্‌র নামে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে এটা ক্ববূল করে নাও।' তারপর এটা কুরবানী করেন।" *(সহিহ-মুসলিম,হা:নং:৪৯৮৫)*

করণীয় বিষয় ৮: অধিক ধারালো ছুরি দিয়ে উত্তম পন্থায় যবেহ করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 'إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ'

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস ﵁ বলেন, "আমি আল্লাহর রছূল ﷺ থেকে দুটি বিষয় স্বরণ রেখেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহর প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহসান (সদয় আচরন) করা ফরজ করেছেন। অতএব তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে। আর যখন কোনো পশু যবেহ করবে তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকে যেন ছুরিকে ধারালো করে নেয়। আর যবেহ কৃত পশুকে আরাম দেয়।" *(ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ১৯৫৫/ফিকহুস-সুন্নাহ, খন্ড-৩, পৃ:৬৩৮)*

করণীয় বিষয় ৯: কুরবানীর পশুর ঘাড়ের পাশে পা রেখে যবেহ করা এবং যবেহ করার সময় ' بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر ' বলা।

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

আনাস ﵁ বলেন, “নাবী ﷺ দুটি সাদা-কালো রং এর দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাঁকে দেখতে পেলাম তিনি দুম্বা দু’টোর পার্শ্বে পা রেখে ‘ بِسْمِ اللّٰهِ ও اَللّٰهُ اَكْبَر ’ পড়ে তাঁর নিজ হাতে সে দু’টোকে যবেহ করেন।” *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৮)*

জানা প্রয়োজন : কুরবানী দাতা নিজ হাতে স্বীয় পশুকে কুরবানী করা উত্তম। তবে ইমাম অথবা কারো মাধ্যমেও যবেহ করে নিতে পারবে। আর কুরবানী দাতা যদি নিজেই ইমাম হয় তবে তার জন্য উত্তম হলো যেখানে তিনি ছলাত আদায় করেছেন সেখানে ছলাতের স্থানে পশু কুরবানী করা। কেননা ইমামের কুরবানী করা দেখেই অন্যরা বুঝবে কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي، قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

বারা ﵁ বলেন, “কুরবানীর দিন রসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে আমাদের ছলাতের ন্যায় ছলাত আদায় করে এবং আমাদের হজ্জের আরকানসমূহ আদায় করে; সে যেন ছলাত আদায় করার পূর্বে কুরবানী না করে। তখন আমার মামা দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি তো ছলাতের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি আমার পরিবারের ও বাড়ির লোকদের, অথবা তিনি বলেছেন আমার পরিবারের লোক ও প্রতিবেশীদেরকে খাওয়ানোর জন্য। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ অন্য একটি পশু যবেহ কর। তিনি বললেন, আমার নিকট বকরীর বাচ্চা রয়েছে, যা আমার নিকট গোশতের দু’টি বকরী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তিনি বললেনঃ তুমি তা যবেহ কর, কেননা তোমার

দুই কুরবানীর মধ্যে সেটাই উত্তম। তোমার পর আর কারো পক্ষ থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বকরী গ্রহণযোগ্য হবে না।" *(সুনানে আন-নাসায়ী,হা:নং:৪৩৯৪/তাফহিমুল-হাদিস,খন্ড-৮,পৃ:৮২)*

করণীয় বিষয় ১০: কুরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া এবং অন্যদের খাওয়ানো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ

" যাতে তারা তাদের কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, সেসব চতুষ্পদ জন্তু যবাই করার সময়, যা তিনি তাদেরকে রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। অতঃপর তা থেকে তোমরা নিজেরা খাও এবং দুঃখ-কষ্টে থাকা দরিদ্রকে।"(ছূরহ হজ্জ,আ:২৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"আর কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি; এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে। সুতরাং এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করো। অতঃপর যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তা থেকে খাও এবং তুষ্ট (যে চায় না) ও প্রার্থী (যে চায়) উভয়কেই খাওয়াও। এভাবেই আমি এগুলোকে তোমাদের জন্য বশীভূত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (ছূরহ হজ্জ, আ: ৩৬)

কুরবানীর পশু যবেহ করার সময়

কুরবানীর পশু যবেহের প্রথম সময় :

কুরবানী পশু যবেহর সূচনা সময় হলো ঈদুল আযহার ছলাত আদায়ের পর। ঈদের ছলাত আদায়ের পূর্বে কুরবানীর পশুর যবেহ

করা জায়েজ নেই। কেউ তা যবেহ করলে তার কুরবানী হবে না, তবে সাধারণ গোস্ত হিসেবে তা খেতে পারবে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ '

আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, " নাবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ছলাত আদায়ের পুর্বে যবেহ করল সে নিজের জন্যই যবেহ করল। আর যে ব্যক্তি ছলাত আদায়ের পরে যবেহ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হল এবং সে মুসলিমদের নীতি গ্রহণ করল।" *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৪৬)*

আমরা ঈদুল আযহার দিনের সর্বপ্রথম যে কাজটি করবঃ

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ ' إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَىْءٍ '. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ ' اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ '

বারা ﵁ বলেন, " নাবী ﷺ বলেছেনঃ আমাদের এ দিনে আমরা সর্বাগ্রে যে কাজটি করব তা হল ছলাত আদায় করব। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে তা আদায় করল সে আমাদের নীতি অনুসরন করল। আর যে ব্যক্তি আগেই যবেহ করল, তা এমন গোশ্তরুপে গন্য যা সে তার পরিবারের জন্য আগাম ব্যবস্থা করল। এটা কিছুতেই কুরবানী বলে গণ্য নয়। তখন আবু বুরদাহ ইবনু নিয়ার ﵁ দাঁড়ালেন, আর তিনি (সলাতের) আগেই যবেহ করেছিলেন। তিনি বললেন, আমার নিকট একটি বকরীর বাচ্চা আছে। নাবী ﷺ বললেনঃ তাই যবেহ কর। তবে তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে

না। হযরত বারা ﷺ থেকে বর্ননা করেন, নাবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সলাতের পরে যবেহ করল তার কুরবানী পূর্ণ হল এবং সে মুসলিমদের নীতি গ্রহণ করল।" (সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৪৫)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ﷺ বলেন, " ছলাতের পূর্বে যবেহ করা জায়েজ নয়, তবে ছলাতের পরে ইমামের যবেহ করার পূর্বেও যবে করা জায়েজ আছে।" আর তা হবে স্থানীয় মহল্লায় ছলাত আদায়ের পর অর্থাৎ স্থানীয়দের ছলাত আদায়ের স্থানে ছলাত আদায়ের-পর।

কুরবানীর পশু যবেহ করার শেষ সময় :

আবু মালেক কামাল ইবনে আস সায়েদ সালিম বলেন, " কুরবানী করার সর্বশেষ সময় হলো তাশরীকের সর্বশেষ দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের তেরো তম দিন। যদিও সাবধানতার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হল কুরবানীর দিনেই কুরবানী করা। তবে এই দিনগুলোতে করলেও যথেষ্ট হবে। এই বিষয়ে ইজমা আছে (আল্লাহই অধিক জানেন)।" *(ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড-৩, পৃ: ৬৬৪)*

কুরবানীর পশুর গোস্ত বণ্টন

কুরবানী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যবেহ করা প্রাণী, যা সম্পূর্ণটাই মহান আল্লাহর জন্য। না গোস্ত আমাদের, না চামড়া আমাদের, না সেই পশুর পশম আমাদের। এর কোনোটিই আমাদের জন্য না। আর সেটাই ফলো কুরবানী বা ত্যাগ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

" বল! নিশ্চয়ই আমার ছলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্যই; যিনি জগৎসমূহের রব।" (সূরহ আনআম, আ: ১৬২)

সুতরাং আমরা যেই পশু কুরবানী করি তার সবটুকু অংশই মহান আল্লাহ তাআলার জন্য অর্থাৎ ছদকা। আর ছদকা শুধু অসহায়, গরিব, মিসকিন, ইয়াতিম ও বিধবাদের হক। কোন স্বচ্ছল বিত্ত-শালী বা ধনী ব্যক্তিরা সেই ছদকা গ্রহণের অধিকার রাখে না। সুতরাং এই কথা স্পষ্ট যে যারা দাতা তারা গ্রহীতা না। অর্থাৎ কুরবানীর পশু যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য যবেহ করা হয় সেহেতু তা ছদাকা। তার সম্পূর্ণ অংশটিই অসহায় গরিবদের হক বা অধিকার। এখানে কুরবানী দাতার অংশ বা অধিকার নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা অতি দয়াময়, মেহেরবান। তাই তিনি কুরবানীর পশুর সেই গোস্ত তার নিজের জন্য অর্থাৎ ছদাকার মধ্যে গণ্য না করে বান্দাগণের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হাদিয়ার মধ্যে গণ্য করেছেন। (আলহামদুলিল্লাহ)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

" আল্লাহর নিকট পৌছে না এগুলোর গোস্ত ও রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।" (সূরহ হাজ্জ আ: ৩৭)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই কালাম থেকে এই কথা ভাবার সুযোগ নেই যে, কুরবানীর পশু আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার কোনো উপায় নেই দেখে আল্লাহ তা'য়ালা সে কথা বলেছেন। বরং কুরবানীর পশু আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার বিধান ছিলো, আল্লাহ তা'য়ালার করা সেই বিধানের পশু বান্দাগণের জন্য হাদিয়া দিয়েছেন, যেন আমরা শুধু আল্লাহর জন্যই কুরবানী করি। আল্লাহকে ভয় করে যেন অসহায়-গরিবদের সঙ্গে নিয়ে কুরবানীর গোস্ত ভক্ষণ করি। এবং শুধু আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর জন্য কুরবানী করি। এজন্য প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কুরবানীর পশু আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা থাকতেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই

পশু আমাদেরকে হাদিয়া প্রদান করেছেন। যেমন: হাবিল-কাবিলের সত্য ঘটনা।

"হযরত আদম ﷺ হাবীল ও কাবীলকে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমার সন্তানদের মধ্য থেকে এমন লোক জন্ম নিবে, যারা কুরবানী করে। অতএব, তোমরা কুরবানী কর। তোমাদের কুরবানী কবুল হলে আমার চোখ শীতল হবে। হাবীল ছাগল পালন করতো। সে তার ছাগল থেকে সবচেয়ে উত্তম ছাগলটি কুরবানীর জন্য বাছাই করে। কাবীল কৃষিকাজ করতো। সে তার শষ্য থেকে কিছু শষ্য মনঃকষ্টের সাথে কুরবানীর জন্য পেশ করে। তাদের উভয়ের কুরবানীর বস্তু নিয়ে আদম ﷺ সহ পাহাড়ের উপর উঠেন এবং সেখানে রেখে কিছু দূরে বসে থাকেন। পিতাসহ তারা উভয়েই কুরবানীর দিকে তাকিয়ে ছিলো।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আগুন প্রেরন করেন এবং সেই আগুন থেকে একটি ঘাড় বের হয়ে হাবীলের কুরবানীর বস্তুকে বেষ্টন করে এবং তা আকাশে তুলে নিয়ে যায়। আর কাবীলের কুরবানী সেখানে ফেলে রেখে যায়। অতঃপর, তারা নিজ গৃহে ফিরে আসলো। হযরত আদম ﷺ জানতে পারলেন যে, কাবীল তার উপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই তিনি কাবীলকে বললেন, তোমার কুরবানীর বস্তু তোমার মনঃকষ্টের মাধ্যমে কুরবানীর কারণে কবূল করা হয়নি। তোমার অকল্যাণ হোক। কাবীল তখন বললো, আপনি হাবীলকে ভালোবাসেন বিধায় আপনি তার জন্য দুয়া করেছেন। তাই তার কুরবানী কবূল হয়েছে এবং আমার কুরবানী কবূল হয়নি। অতঃপর, কাবীল হাবীলকে জানালো, আমি তোকে হত্যা করবো এবং তোর থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। তোর জন্য আব্বা দুয়া করেছেন, তাই তোর কুরবানী কবূল হয়েছে আর আমার কুরবানী কবূল হয়নি।" *(তাফসির ইবনে কাসির, খন্ড: ২, পৃ: ৮৮৬, সূরহ মায়িদাহর ২৭ নং আয়াতের আলোচনায়)*

অত্র ঘটনা থেকে আমরা স্পষ্ট হয়েছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম দিকে কুরবানীর পশুকে আসমানে উঠিয়ে নিতেন। পরবর্তীতে

বান্দাগণের কল্যাণের জন্য সেই বিধান অর্থাৎ কুরবানীর পশু আসমানে উঠিয়ে নেয়ার বিধান বাতিল করেছেন। আর সেই পশুর গোস্ত বান্দার ভক্ষণের জন্য বান্দাকে আল্লাহ তা'য়ালা হাদিয়া প্রদান করেছেন। আর এই হাদিয়ার গোস্ত সবার জন্যই আহার করার হক বা অধিকার রয়েছে, তা ধনী হোক, গরিব হোক সবাই তা আহার করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, যেই মহল্লায় গরিব-অসহায় মানুষ রয়েছে এবং যারা কুরবানী দিতে পারে নাই এমন মানুষ রয়েছে, সেই মহল্লায় কুরবানীর পশুর গোস্ত তিন ভাগে বন্টন করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

" এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ পশু থেকে যে রিজিক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট। দিন সমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর, তোমরা তা থেকে খাও এবং যারা অভাবী (কিন্তু মানুষের কাছে ভিক্ষা চায় না) ও যারা (ভিক্ষা) চায় তাদেরকে খেতে দাও।" (সূরহ হাজ্জ, আ: ২৮)

হযরত ইকরিমা رحمه الله বলেন, " অত্র আয়াতের আল বাইছ (الْبَآئِسَ) অর্থ অসহায় ব্যক্তি (অর্থাৎ যে সহায়তা চায়)। আর আল ফাকির(الْفَقِيْرَ) যে ব্যক্তি মানুষের কাছে ভিক্ষা চায় না কিন্তু অভাবী।" *(তাফসিরে ইবনে কাসির, খন্ড-৫, পৃ: ৩৫০, সূরহ হাজ্জ এর ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

" অতঃপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় সেগুলোর প্রতি আল্লাহর নাম স্মরণ কর। যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও, যে

অভাবী মানুষের কাছে ভিক্ষা চায় না এবং যে অভাবী ভিক্ষা চায় তাদেরকে খেতে দাও।" (সূরহ হাজ্জ, আ: ৩৬)

অত্র আয়াতের আলোচনায় ইবনে আব্বাস ﷺ, যায়েদ ইবনে আসলাম ﷺ, ইকরিমা ﷺ, হাসান বসরী ﷺ, ইবনে ক্বালবী ﷺ, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান ﷺ ও ইমাম মালেক ﷺ বলেন, "আল ক্বনি'য়া (الْقَانِعَ) অর্থ যে ব্যক্তি তোমার কাছে প্রার্থনা করে অর্থাৎ ভিক্ষা করে। আর আল মু'তাররা (الْمُعْتَرَّ) অর্থ যে তোমার কাছে প্রার্থনা করেনা, কষ্টে দিনাতিপাত করে। " *(তাফসির ইবনে কাসির, খন্ড-৫, পৃ: ৩৬৬, সূরহ হাজ্জ এর ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)*

অর্থাৎ কুরবানীর পশুর গোস্তকে আল্লাহ তা'আলা তিন ভাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। একভাগ কুরবানী দাতার জন্য। এক ভাগ এমন নিকট প্রতিবেশী বা স্বজন যারা কুরবানী দিতে পারেনি বা অভাবি কিন্তু তারা ভিক্ষুক না। আরেক ভাগ যারা ভিক্ষা করে খুবই কষ্টের সংসার পরিচালনা করে।

সুতরাং যেই মহল্লায় এমন অভাবী আছে যারা মানুষের কাছে ভিক্ষা করে না আবার কুরবানী ও দিতে পারেনি এবং এমন ব্যক্তি আছে যারা প্রকৃতপক্ষেই অতি কষ্টের কারণে মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, তাহলে সেই মহল্লায় কুরবানী দাতাদের জন্য কুরবানীর গোস্ত উপরে উল্লেখিত তিন ভাগে ভাগ করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ যা অবশ্যই পালনীয়। আর যেই মহল্লাতে অত্র দুই শ্রেণীর মানুষ নেই সেই মহল্লার কুরবানী দাতাগণ কুরবানীর সকল গোস্ত নিজে জমা রেখে আত্মীয়-স্বজন অথবা শুধু নিজের পরিবারের লোকদের নিয়ে সারা বছর খেতে পারবে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' ادَّخِرُوا ثَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ '

. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ’وَمَا ذَاكَ‘. قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ ’إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِى دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا‘

আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াকিদ ﵁ বলেন, “ তিন দিনের উপরে কুরবানীর গোশ্ত খেতে রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্র ﵀ বলেন, আমি বিষয়টি আম্রাহ্ ﵁ এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ইবনু ওয়াকিদ সত্যই বলেছেন। আমি আয়িশা ﵂ কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় ঈদুল আযহার সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার শহরে আগমন করে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে বাকী গোশ্তগুলো ছদাকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ! মানুষেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পাত্র প্রস্তুত করছে এবং তার মাঝে চর্বি গলাচ্ছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাতে কি হয়েছে? তারা বলল, আপনিই তো তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া হতে বারণ করেছেন। তিনি বললেনঃ আমি তো বেদুঈনদের আগমণের কারণে এ কথা বলেছিলাম। অতঃপর, এখন তোমরা খেতে পার, জমা করে রাখতে পার এবং ছদাকা করতে পার।” *(সহিহ মুসলিম, হা: নং: ৪৯৯৭)*

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ’مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىْءٌ‘. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِى قَالَ ’كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.‘

হযরত সালাম ইবনে আকওয়া ﵁ বলেন, “ নাবী ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরবানীর গোস্ত খাও, স্বজনদের খাওয়াও এবং সংরক্ষণ করো।” *(ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৮)*

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الأَضَاحِيِّ

আম্মাজান আয়িশা ﵂ বলেন, "আমরা কুরবানী গোস্তের পা (রান) শুকিয়ে রেখে দিতাম এবং আল্লাহর রছূল ﷺ ১৫ দিন পর তা খেতেন।" *(সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৩৩১৩)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ وَشِيْقِ الْحَجِّ حَتَّى يَكَادَ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হজ্জের সময় যবেহকৃত কুরবানীর পশুর গোশত সঞ্চয় করে রাখতাম এমন কি প্রায় এক বছর পর্যন্ত। *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৪১)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَعَنْهُ مِن طَرِيقٍ ثَانٍ أَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدِيدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى

জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূল ﷺ এর সময়কালে কুরবানীর জন্তুর গোশত সঞ্চয় করে মদীনায় নিয়ে যেতাম। (উক্ত জাবির ﵁ থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে) আমরা মদীনাতে রসূল ﷺ এর সঙ্গে বসেই মক্কায় যবেহকৃত কুরবানীর পশুর শুকনা গোশত ভক্ষণ করেছিলাম।*(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৪২)*

عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا

জাবির ﵁ বলেন, "নাবী ﷺ বলেছেন, তিনি তিনদিনের পরেও কুরবানীর গোস্ত খেতে বারণ করেছেন। তারপর পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, এখন তোমরা খেতে পার, পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করতে পার এবং সঞ্চয় করে রাখতে পার।"*(সহিহ মুসলিম, হা: নং: ৪৯৯৮)*

মুসলিমদের আমির পরিস্থিতির উপর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে কুরবানীর গোস্ত জনগণ সর্বোচ্চ তিন দিন জমা রাখবে নাকি অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জমা রাখতে পারবে।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' ادَّخِرُوا ثَلاَثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ' . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' وَمَا ذَاكَ ' . قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ . فَقَالَ ' إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا '

আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াকিদ ﵁ বলেন, " তিন দিনের উপরে কুরবানীর গোশ্ত খেতে রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্র ﵀ বলেন, আমি বিষয়টি আম্রাহ্ ﵂ এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ইবনু ওয়াকিদ সত্যই বলেছেন। আমি আয়িশা ﵂ কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় ঈদুল আযহার সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার শহরে আগমন করে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে বাকী গোশ্তগুলো ছদাকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ! মানুষেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পাত্র প্রস্তুত করছে এবং তার মাঝে চর্বি গলাচ্ছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাতে কি হয়েছে? তারা বলল, আপনিই তো তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া হতে বারণ করেছেন। তিনি বললেনঃ আমি তো বেদুঈনদের আগমণের কারণে এ কথা বলেছিলাম। অতঃপর, এখন তোমরা খেতে পার, জমা করে রাখতে পার এবং ছদাকা করতে পার।"*(সহিহ মুসলিম, হা: নং: ৪৯৯৭)*

মুসলিমদের আমির প্রয়োজনভেদে বাইতুল মাল থেকে নির্দিষ্ট কিছু জনগণের মাঝে কুরবানীর পশু বন্টন করতে পারেন।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهَا

উকবাহ ইবনু আমির জুহানী ﵁ বলেন, “ নাবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণের মধ্যে কতগুলো কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। তখন উকবাহ ﵁ এর অংশে পড়ল একটি বকরীর বাচ্চা। উকবাহ ﵁ বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার অংশে পড়েছে একটি বকরীর বাচ্চা। তিনি বললেনঃ সেটাই কুরবানী করে নাও।” *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৪৭)*

‘ দারুল হারব ’ এ গরু কুরবানী করার বিধান

সায়্যেদ আবুল আলা মউদুদী ﵀ বলেন,আমার মতে ভারতের মুসলিমরা যদি হিন্দুদের খুশি করতে গরু কুরবানী করা ছেড়ে দেয়, তাহলে বৈশ্বিক কেয়ামত সংঘটিত না হলেও কুরআনে যার উল্লেখ করা হয়েছে, অন্তত ভারতীয় অঞ্চলে তো অবশ্যই ইসলামের ওপর কেয়ামত চলে আসবে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রসঙ্গে কিছু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির পুরোপুরি বিপরীত। তারা শুধু এ চিন্তাই করে, কীভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মতবিরোধ ও লড়াইয়ের কারণগুলো দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তাওহিদে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষকে শিরকের সম্ভাব্য আপদ থেকেও রক্ষা করা।

যেই দেশে গরুপূজা হয় না, গরুকে উপাস্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না এবং গরুকে পবিত্রও মনে করা হয় না; সেখানে তো গরু কুরবানী করা নিরেট একটি জায়েজ বিষয়। ওখানে এমনটি না করলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যেখানে গরুকে উপাস্য মনে করা হয় এবং গরুকে পবিত্র মনে করা হয়, সেখানে গরু কুরবানী

করার ব্যাপারে আদেশ রয়েছে। বনি ইসরাইলকে যেমনটি আদেশ করা হয়েছিল। এমন কোনো দেশে যদি মুসলিমরা কৌশলগত কারণে কিছুদিন গরু কুরবানী না করে এবং গরুর গোশতও না খায়, তাহলে নিশ্চিত এই ঝুঁকি রয়েছে যে, সামনে গিয়ে তারা প্রতিবেশীদের গরুপূজার বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে যাবে এবং তাদের অন্তরে সেভাবেই গরুপূজার মাহাত্ম্য বসে যাবে, মিশরের গরুপূজার পরিবেশে থেকে বনি ইসরাইলের যে অবস্থা হয়েছিল - 'واشربوا فى قلوبهم العجل' তাদের অন্তরে বাছুরই অবস্থান গেড়ে বসেছিল।" *(সূরা বাকারা: ৯৩)*

এমন পরিবেশে যেই হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করবে, সে ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে নিলেও অন্তরে গরুর প্রতি মাহাত্ম্যের ধারণা টিকিয়ে রাখবে। এজন্যই ভারতে আমি গরু যবাই করাকে ওয়াজিব মনে করি। এরই সাথে আমি এ ও মনে করি যে, কোনো নও মুসলিমের ইসলাম ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে অন্তত একবার গরুর গোশত খাবে। হাদিসে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ ﷺ " যে আমাদের মতো নামাজ আদায় করল, আমাদের কেবলার অনুসরণ করল, যে আমাদের যবাইকৃত পশুর গোশত খেল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত।" "আমাদের যবাইকৃত পশুর গোশত খেল " - এই কথাটি অন্য ভাষায় এই অর্থ বহন করে যে, মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে সেসব ধ্যানধারণা ও আচার-আচরণের দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে, জাহেলি যুগে যেগুলো মানা হতো।*(রাসায়েল ওয়া মাসায়েল : ১, পৃষ্ঠা: ১৭৪-১৭৬/তাফহিমুল হাদিস, খণ্ড ৮, পৃ: ৭০-৭১)*

গরু ভাগে কুরবানীর বিধান

গরুর ক্ষেত্রে সাত ভাগে কুরবানী দেওয়া যাবে সফরে থাকা অবস্থায়। অর্থাৎ মুসাফির অবস্থায় সাত ভাগে কুরবানী করা যাবে। কিন্তু কুরবানী দাতা নিজ মহল্লায় বা মুকিম থাকা অবস্থায় সাত ভাগে কুরবানী দেওয়া ইসলামের বিপরীত একটি আমল, যা

প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল্লাহর রছুল ﷺ ও সাহাবাগণ ভাগে কুরবানী দিয়েছেন তবে সফরে থাকা অবস্থায়। যেমন: হুদাইবিয়ার বছর সফররত অবস্থায় আল্লাহর রছূল ﷺ এর পশু কুরবানী।

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

জাবির ﷺ বলেন, “ আমরা হুদাইবিয়া নামক জায়গাতে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে একটি উটে সাতজন অংশীদার হয়ে এবং একটি গরুতেও সাতজন অংশীদার হয়ে কুরবানী সম্পন্ন করেছি।”*(জামে আত-তিরমিজি, হা: নং: ১৫০২)*

বিদায় হাজ্জের সময় সফররত অবস্থায় আল্লাহর রছুল (ছঃ) এর কুরবানী :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ' الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ '

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, “ নাবী ﷺ বলেনঃ (একটি) গরু সাতজনের পক্ষ হতে এবং (একটি) উট সাতজনের পক্ষ হতে (কুরবানী করা যাবে)।”*(সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৮০৮)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, “ আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে তামাত্তু হাজ্জ করতাম এবং সাতজন মিলে একটি গরু কুরবানী করতাম। অনুরূপভাবে একটি উটেও সাতজন শরীক হয়ে কুরবানী করেছি।”*(সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৮০৭)*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, "আমরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, তখন কুরবানীর সময় উপস্থিত হলে আমরা একটি উটে দশজন শরীক হলাম, আর একটি গাভীতে সাতজন।" *(সুনানে আন নাসায়ী, হা: নং: ৪৩৯২)*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟، قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ

আয়িশা ﵂ বলেন, " নাবী ﷺ তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। অথচ মাক্কাহ প্রবেশের পুর্বেই 'সারিফ' নামক জায়গায় তার মাসিক শুরু হয়। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। নাবী ﷺ বললেনঃ তোমার কী হয়েছে? মাসিক শুরু হয়েছে না কি? তিনি বললেনঃ হাঁ। নাবী ﷺ বললেনঃ এটা তো এমন এক ব্যাপার যা আল্লাহ আদম ﵇ এর কন্যাদের উপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই হাজীগণ যা করে থাকে, তুমিও তেমনি করে যাও, তবে তুমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। এরপর আমরা যখন মিনায় ছিলাম, তখন আমার কাছে গরুর গোশ্ত নিয়ে আসা হল। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কী? লোকজন উত্তর করলঃ রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।" *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৪৮)*

মদিনায় মুকিম অবস্থায় কুরবানী

দুম্বা কুরবানীর কয়েকটি হাদিসঃ

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

আনাস ﷺ বলেন, " নাবী ﷺ দুটি সাদা-কালো রং এর দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাঁকে দেখতে পেলাম তিনি দুম্বা দু'টোর পার্শ্বে পা রেখে ' বিসমিল্লাহ ও আল্লহু আকবার ' পড়ে তাঁর নিজ হাতে সে দু'টোকে যবেহ করেন।" *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৮)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, " আমি মাঠে হাযির হলাম নাবী ﷺ এর সাথে ঈদুল আযহার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে। তিনি খুৎবা সমাপ্তির পর তাঁর মিম্বার হতে নামলেন। তারপর একটি দুম্বা আনা হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তা নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার নামে, আল্লাহ মহান, এই কুরবানী আমার পক্ষ হতে এবং আমার উম্মাতের যে সকল ব্যক্তিরা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ হতে।" *(জামে আত-তিরমিজি, হা: নং: ১৫২১)*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, " ঈদুল আযহার দিন আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্বাহ শেষে মিম্বার থেকে নামলেন। একটি দুম্বা আনা হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে যবেহ করেন এবং বলেনঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। এই কুরবানী আমার ও আমার উম্মাতের যারা কুরবানী করতে অক্ষম তাদের পক্ষ হতে।" *(সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৮১০)*

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ

“আল্লাহর রছূল ﷺ দুটি দুম্বা দিয়ে কুরবানী করতেন। আমিও কুরবানী করতাম দুইটি দুম্বা দিয়ে।” *(ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৩)*

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا "يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ . ثُمَّ قَالَ ' اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ' . فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ ' بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ' . ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, “রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করার জন্য শিংওয়ালা দুম্বাটি আনতে নির্দেশ দেন, যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করতো (অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল), কালোর মধ্যে শুইতো (অর্থাৎ পেটের নিচের অংশ কালো ছিল) এবং কালো মধ্য দিয়ে দেখতো (অর্থাৎ চোখের চারদিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি আয়িশা رضي الله عنها কে বললেন, ছোরাটি নিয়ে এসো। অতঃপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি তা ধার দিলেন। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। তারপর সেটা যবেহ করলেন এবং বললেন, ‘ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ আল্লাহ্‌র নামে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে এটা ক্ববূল করে নাও।’ তারপর এটা কুরবানী করেন।” *(সহিহ-মুসলিম,হা:নং:৪৯৮৫)*

আল্লাহর রছূল ﷺ ও ছাহাবাগণ কর্তৃক জিলহজ্জ মাসের কোনো হাদিস নেই যে, আল্লাহর রছূল ﷺ ও ছাহাবাগণ মুকিম অবস্থায় অর্থাৎ নিজ মহল্লায় থাকা অবস্থায় ৭ ভাগে, ৫ ভাগে অথবা ২ভাগে অর্থাৎ কোনোরূপ ভাগে কুরবানী দিয়েছেন। অতএব, এরপরেও

যদি কেউ জোর খাটিয়ে ইসলামের বিধান পরিবর্তন করতে চায় অর্থাৎ সফরের বিধান মুকিম অবস্থায় পালন করতে চায় তবে তার জন্য জেনে রাখা উচিত যে, মুকিম অবস্থায় প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি অথবা দুটি পশু কুরবানীর বিধান।

যেমন: আল্লাহর রছূল ﷺ বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে জন সমাবেশ কে উদ্দেশ্য করে বলেন, " হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতিবছর একটি কুরবানী।" *(ছহিহ তিরমিজি, হা: নং: ১২২৫)*

আল্লাহর রছূল ﷺ ইন্তেকালের পরেও ছাহাবা ﷺ গণ আল্লাহর রছূল ﷺ এর এই আদেশ পালন করেছেন। যেমন :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى

হযরত আতা ইবনে ইয়াসির ﷺ সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ﷺ কে রছূলের যুগে কুরবানী কেমন হতো মর্মে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, " একজন লোক একটি দুম্বা দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হতে কুরবানী দিত। অতঃপর তা নিজে খেতো ও অন্যকে খাওয়াতো।" *(ছহিহ তিরমিজি, হা: নং: ১২১৬)*

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ. كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا

হযরত আবু সারীহা ﷺ বলেন, " একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি অথবা দুইটি করে দুম্বা কুরবানী করা হতো।" *(ছহিহ ইবনে মাজাহ, হা: নং: ২৫৪৭)*

ইমাম শাওকানী ﷺ উপরোক্ত পরপর তিনটি হাদিস উপস্থাপন করে বলেন, " হক কথা হল, একটি পরিবারের পক্ষ হতে একটি

দুম্বাই যথেষ্ট; যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা শতাধিক হয়।" *(নাইলুল আওত্বর-৬/১২১; আত তাহরীক মুলপাতা আক্টোবর-২০১০)*

অথচ সেই ভাগে কুরবানীর জন্যও নির্ধারিত ছিল প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন, কিন্তু একটা পরিবার না।

যেমন: হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, " আমরা হুদায়বিয়াতে থাকা অবস্থায় উট এবং গরুতে সাত অংশীদার হিসেবে কুরবানী করেছি। আর তারা ছিল বিভিন্ন গোত্রের। আর যদিও তাদের গোত্রগুলো এক হয় তবুও তাদের পরিবার এক হবে না, আর যদিও পরিবার এক হয় তবুও প্রত্যেকটি পরিবার থেকে সাতজনের অংশগ্রহণের সংখ্যা পূর্ণ হওয়াটা অসম্ভবই বটে। কেননা হয়তো বা কোন পরিবারের সংখ্যা বেশি হবে অথবা কম হবে।" *(ফিকহুল উযহিয়্যাহ, পৃ: ৮৯৯০/ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড-৩, পৃ: ৬৫১)*

অর্থাৎ প্রতি কুরবানীতে তারা সব পরিবার ভাগে ছিলো না, বরং সাতজন করেছিল। আর বর্তমানে সাত ভাগে যারা মুকিম অবস্থায় কুরবানী দেয় সাতজনের পক্ষ থেকে দেয় না বরং সাত পরিবারের পক্ষ থেকে দেয়। আর সাত ভাগে কুরবানী দেওয়া সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা ﷺ বলেন, " ভাগে কুরবানীতে অংশগ্রহণকৃত প্রত্যেকেরই যদি উদ্দেশ্য হয় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি, তবে ভাগের কুরবানী দেওয়া জায়েজ, তা ব্যতীত জায়েজ নেই।" *(শরহে নববী আলা ছহিহ মুসলিম, ইমাম নববী ﷺ, পৃ: ৯/৬৭)*

সুতরাং এমনিতেও মুকিম অবস্থায় ভাগে কুরবানী জায়েজ নেই; তার পরেও আবার ভাগের কুরবানীর জন্য কুরবানী দাতাগণের সকলের নিয়াতই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে এমন নয় বরং অধিকাংশই গোস্তের জন্য ভাগে কুরবানী দেয়, অথবা শুধু লোক দেখানোর জন্য ভাগে কুরবানী দেয়, সুদ-ঘুষের টাকাতে কুরবানী দেয়।

এমন পরিস্থিতিতে কোনভাবেই মুকিম অবস্থায় ভাগে কুরবানী জায়েজ নেই।

কুরবানীদাতা নিজের কুরবানী নিজে যবেহ করা উত্তম

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

আনাস ﵁ বলেন, “ নাবী ﷺ দুটি সাদা-কালো রং এর দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাঁকে দেখতে পেলাম তিনি দুম্বা দু’টোর পার্শ্বে পা রেখে ‘ **বিসমিল্লাহ** ও **আল্লহু আকবার** ’ পড়ে তাঁর নিজ হাতে সে দু’টোকে যবেহ করেন।” *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৮)*

মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানীর বিধান

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার সম্পর্কে বর্ণিত গরিব হাদিস রয়েছে। যেমন:

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلاَ أَدَعُهُ أَبَدًا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلاَ يُضَحَّى عَنْهُ وَإِنْ ضَحَّى عَنْهُ فَلاَ يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ. قُلْتُ لَهُ أَبُو الْحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قَالَ مُسْلِمٌ اسْمُهُ الْحَسَنُ

আলী ﵁ বলেন, “ তিনি দু’টি দুম্বা কুরবানী করতেন, একটি রসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ হতে এবং অপরটি নিজের পক্ষ হতে। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই হুকুম করেছেন। অতএব আমি কখনও তা বাদ দেব না।” হযরত আবু ঈসা ﵀ বলেন, ‘ এই হাদিসটি গরিব।’ অত্র হাদিসের আলোচনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ﵀ বলেন, ‘ মৃতের পক্ষ হতে কুরবানী করার পরিবর্তে দান-খয়রাত

করাই আমি পছন্দ করি। তবে মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা হলে তার সম্পূর্ণ গোস্ত ছদকাহ করে দিতে হবে, নিজে খেতে পারবে না।'*(জামে আত-তিরমিজি, হা: নং: ১৪৯৫)*

ইমাম শাফেয়ী ﵀ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরবানী করাকে আ'তির (اَلْعَتِيْرَةُ) তথা জাহিলি যুগে মৃতদের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করার মতোই অপছন্দ করতেন।" *(মাওয়াহিবুল জালীল শরহু মুখতাসার খলীল, খন্ড: ৯, পৃ: ৩৬৮)*

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর বলি যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে পশু কুরবানী করাকে শরীয়ত সম্মতি দেয় না; যদি তা শরীয়ত সম্মত হতো, তবে সাহাবীগণ ﵃ এই আমলে সকলের চেয়ে অগ্রগামী হতেন। আর যা শরীয়ত সম্মত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কুরবানী করা হারাম

বর্তমান সময়ে সাধারণ শ্রেণির অনেক মানুষকেই দেখা যায় যারা বলে, অমুকের নামে কুরবানী দেবো বা অমুকের নামে কুরবানী দিচ্ছি। অথবা অমুকের নামে কুরবানী দিয়েছি ইত্যাদি। আবার অনেক সময় গ্রাম অঞ্চলের অনেক ইমামগণই কুরবানীর সময় মুখে উচ্চারণ করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের নামে কুরবানী করছি। কুরবানীর ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে বলা সম্পূর্ণ হারাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ
الْاَنْعَامِ ۖ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ

" যাতে তারা নিজেদের উপকারসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঐ সব গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর ওপর, যা তিনি তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। অতঃপর, তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তদের খাওয়াও।" (সূরহ হাজ্জ, আ: ২৮)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, " আর কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি; এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং তোমরা এগুলোকে দাঁড়ানো অবস্থায় (যবেহের সময়) আল্লাহর নাম স্মরণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং সন্তুষ্ট অভাবগ্রস্ত ও সাহায্যপ্রার্থীকে খাওয়াও। এভাবেই আমি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" *(সূরহ হাজ্জ, আ: ৩৬)*

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

আনাস ﵁ বলেন, " নাবী ﷺ দুটি সাদা-কালো রং এর দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাঁকে দেখতে পেলাম তিনি দুম্বা দু'টোর পার্শ্বে পা রেখে '**বিসমিল্লাহ** ও **আল্লহু আকবার** ' পড়ে তাঁর নিজ হাতে সে দু'টোকে যবেহ করেন।" *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৮)*

তবে কুরবানীর সময় এই কথা বলা সুন্নাহ যে, অমুকের পক্ষ হতে আল্লাহর নামে (কুরবানী করছি, আল্লহু আকবার)।

বর্ণিত হাদিসঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ مَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ وَجَهَهُمَا إِنِى وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا سلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ،إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ ، و اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনছারী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ দু'টো দুম্বা যবেহ করলেন। তিনি ﵁ বলেন, রসূল ﷺ যখন ঐ দু'টোকে যবেহ এর উদ্দেশ্যে কিবলামুখী করালেন তখন

বললেন, " আমি একনিষ্ঠভাবে আত্মা সমর্পণ করে করে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার ছলাত, আবার ইবাদত (কুরবানী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম। বিসমিল্লাহ, আল্লহু আকবার, হে আল্লাহ! আপনার নির্দেশে আপনারই জন্য এটা মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মতদের পক্ষ থেকে।" *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৪৮)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ وَقَالَ هٰذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ শিং ওয়ালা একটি দুম্বা যবেহ করলেন এবং বললেনঃ এটা আমার এবং আমার উম্মতদের মধ্যে যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে।

عَنْ أَنَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ هٰذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُوْلُ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَ هذَا عَنْ مُحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَلِّي قَدْ كَفَ اللّٰهُ الْمُئُنَةَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغُرْمَ

রসূল এর মুক্ত ক্রীতদাস আবূ রাফে ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ যখন কুরবানী করতেন তখন তিনি দুটো শুভ্র মোটাতাজা দু'শিং বিশিষ্ট দুম্বা কিনতেন। ছলাত শেষে জনতার সামনে খুতবা দিতেন, অতঃপর একটি দুম্বা নিয়ে আসা হলে, আর রসূল ﷺ তাঁর ছলাতের জায়গায় তখনো থাকলে তখন নিজ হাতে তাকে কুরবানী করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ ! এটা আমার সকল উম্মতের পক্ষ থেকে যারা আপনার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছে,

এবং আমার দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি দিয়েছে। অতঃপর তাঁর নিকট বাকীটা আনা হলে সেটাকেও নিজ হাতে যবেহ করতেন এবং বললেন, এটা মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে। তারপর সে দুটোর সবই নিঃস্বদের খাওয়াতেন এবং তিনি ও তাঁর পরিবার বর্গ ও খেতেন। আমরা রসূলের সান্নিধ্যে অনেকদিন থেকেছি কিন্তু বনী হাশিম এর অন্য কোন ব্যক্তিকে কুরবানী করতে দেখিনি। মহান আল্লাহ রসূল ﷺ কে তাদের ভার বহন ও ভর্তুকি দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৪৭)*

গোটা জামায়াতের মধ্যে যারা কুরবানী দিতে পারে না তাদের পক্ষ হতে আমিরের একটি পশু কুরবানী করা

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, " ঈদুল আযহার দিন আমি রসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্বাহ শেষে মিম্বার থেকে নামলেন। একটি দুম্বা আনা হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে যবেহ করেন এবং বলেনঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান। এই কুরবানী আমার ও আমার উম্মাতের যারা কুরবানী করতে অক্ষম তাদের পক্ষ হতে।" *(সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৮১০)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ مَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا سلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ،إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ ، و اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনছারী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ দু'টো দুম্বা যবেহ করলেন। তিনি ﵁ বলেন, রসূল ﷺ যখন ঐ দু'টোকে যবেহ এর উদ্দেশ্যে কিবলামুখী করালেন তখন বললেন, " আমি একনিষ্ঠভাবে আত্মা সমর্পণ করে করে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার ছলাত, আবার ইবাদত (কুরবানী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম। বিসমিল্লাহ, আল্লহু আকবার, হে আল্লাহ! আপনার নির্দেশে আপনারই জন্য এটা মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মতদের পক্ষ থেকে।" *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৪৮)*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ وَقَالَ هٰذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ শিং ওয়ালা একটি দুম্বা যবেহ করলেন এবং বললেনঃ এটা আমার এবং আমার উম্মতদের মধ্যে যারা কুরবানী করেনি তাদের পক্ষ থেকে।

عَنْ أَنَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَغَى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ هٰذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُوْلُ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَ هذَا عَنْ مُحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُصَلِّي قَدْ كَفَ اللّٰهُ الْمُئُنَةَ بِرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْغُزْمَ

রসূল এর মুক্ত ক্রীতদাস আবূ রাফে ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ যখন কুরবানী করতেন তখন তিনি দুটো শুভ্র মোটাতাজা দু'শিং বিশিষ্ট দুম্বা কিনতেন। ছলাত শেষে জনতার সামনে খুতবা দিতেন, অতঃপর একটি দুম্বা নিয়ে আসা হলে, আর রসূল ﷺ

তাঁর ছলাতের জায়গায় তখনো থাকলে তখন নিজ হাতে তাকে কুরবানী করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ ! এটা আমার সকল উম্মতের পক্ষ থেকে যারা আপনার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছে, এবং আমার দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি দিয়েছে। অতঃপর তাঁর নিকট বাকীটা আনা হলে সেটাকেও নিজ হাতে যবেহ করতেন এবং বললেন, এটা মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে। তারপর সে দুটোর সবই নিঃস্বদের খাওয়াতেন এবং তিনি ও তাঁর পরিবার বর্গ ও খেতেন। আমরা রসূলের সান্নিধ্যে অনেকদিন থেকেছি কিন্তু বনী হাশিম এর অন্য কোন ব্যক্তিকে কুরবানী করতে দেখিনি। মহান আল্লাহ রসূল ﷺ কে তাদের ভার বহন ও ভর্তুকি দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৪৭)*

কুরবানীর দ্বারা যে সকল উপকার হয়

১/ মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, " বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য। যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।" (ছুরহ আনআম, আ: ১৬২)

২/ গোস্ত খাওয়া।
৩/ অভাবীদেরকে গোস্ত খাওয়ানো।
৪/ নিজের জন্য গোস্ত জমা করে রাখা ।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ' . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: ' كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهِمْ'

হযরত সালাম ইবনে আকওয়া رضي الله عنه বলেন, " নাবী ﷺ বলেছেন, তোমরা (কুরবানীর গোস্ত) খাও, (স্বজনদের) খাওয়াও এবং সংরক্ষণ কর।" *(ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৫৫৮)*

কুরবানীর দ্বারা যে সকল উপকার গ্রহণ করা জায়েজ নেই

কুরবানীর পশুর চামড়া, পশম, চুল, গোস্ত, হাড় ইত্যাদি কোনো কিছুই বিক্রয় করা যাবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, “নাবী ﷺ বলেছেন, তোমরা হাদীর পশুর গোস্ত এবং কুরবানীর পশুর গোস্ত বিক্রয় করিও না।” *(মুসনাদে আহমাদ, হা: ৪/১৫ ; ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৩, পৃ: ৬৬৭)*

أَنَّ عَلِيًّا. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

আলী ﵁ বলেন, “তাঁকে নাবী ﷺ তাঁর নিজের কুরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্‌ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তা হতে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছুই না দেয়া হয়।” *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ১৭১৭/ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৩, পৃ: ৬৬৭)*

জানা প্রয়োজন : যদি কেউ কুরবানীর পশু যবেহ করে দেয় এবং যদি কেউ কুরবানীর পশুর(গোস্ত) তৈরির জন্য পরিশ্রম করে, তবে তাকে কুরবানী দাতার নিজ অর্থ থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে অর্থ প্রদান করা যাবে।

কিন্তু সেই যবেহ কারীকে ও গোস্ত তৈরির কাজে পরিশ্রমকারীকে কুরবানীর গোস্ত হতে কোন রূপ হাদিয়া দেওয়া যাবে না। গোস্ত ছদাকা হিসেবেও দেওয়া যাবে না।

কিন্তু যদি সেই ইমাম সাহেব ও শ্রম দানকারী কুরবানীর গোস্ত বন্টনের দুই শ্রেণীর মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন: এমন অভাবী যে খুবই কষ্টে জীবন যাপন করে, মানুষের নিকট ভিক্ষা করে না এবং কুরবানী করতে পারে না। অথবা এমন অভাবী যে মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, তাহলেই তাদেরকে কুরবানীর গোস্ত দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ও শর্ত হলো যদি কুরবানী দাতা পূর্বে থেকেই দুই শ্রেণীর একশ্রেণী হিসেবে ঐ ইমাম ও শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত মনে করে

থাকেন। যদিও বর্তমানে ইমামকে এই দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধরে গোস্ত দেওয়া হয় না। মূলত যবেহ করার কারণে দেওয়া হয়। আর যদি তাদেরই কুরবানী থাকে অথবা দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে তাদেরকে গোস্ত দেওয়া জায়েজ নেই।

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

আলী ﷺ বলেন, " তাঁকে নাবী ﷺ তাঁর নিজের কুরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তা হতে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছুই না দেয়া হয়।" *(সহিহ বুখারী, হা: নং: ১৭১৭/ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৩, পৃ: ৬৬৭)*

কেননা, কুরবানীর পশুর চামড়া শুধুমাত্র গরীব অসহায়দের হক। সুতরাং কুরবানীর চামড়া হয় কোনো গরীব কে দিয়ে দিতে হবে অথবা বিক্রি করে কোনো গরীব কে এর মূল্য দিয়ে দিতে হবে।

তবে চামড়ার ব্যবসায়ীগণ এই পর্যায়ের গরীবের অন্তর্ভুক্ত নন।

কুরবানীর পশুর বিনিময় (অর্থ) দান করার বিধান

হযরত আবু মালেক কামাল ইবনে আস সায়েদ সালিম বলেন, " কুরবানীর পশুর বিনিময় দ্বারা দান করার চাইতে কুরবানী করা সর্বোত্তম। আর অধিকাংশ বিদ্যানগনের মত এটাই। কেননা কুরবানী করা হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং নফল দানের বিপরীতে কুরবানী দেওয়ার আবশ্যকতার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেননা কুরবানী হলো সুস্পষ্ট নিদর্শন।" *(ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৩, পৃ: ৬৬৮/আত তাহমীদ : ২৩/১৯২)*

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর বলি যে, কুরবানীর বদলে অর্থ দান প্রথা কুরবানীকে অস্বীকারের শামিল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

" তোমরা ছলাত আদায় কর ও কুরবানী কর।" (ছূরহ কাউসার, আ: ২)

আর কুরবানীর অর্থ পশু যবেহ করা, এটা সুস্পষ্ট। আল্লাহর রছূল ﷺ ও ছাহাবাগণ رضي الله عنهم এর আমল এটাই যে, তারা কুরবানীর বিনিময় দান না করে পশু কুরবানী দিতেন। পশু যবেহ না করে, কুরবানীর পশুর বিনিময় দান করে দেওয়ার প্রথা হিন্দুত্ববাদী ও নাস্তিক্যবাদীদের ইসলামবিদ্বেষী কর্মের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি এমন হয় যে, কোন মুসলিম স্বচ্ছল কিন্তু প্রভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে এবং এককভাবে পশু যবেহ না করতে পারার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তার অর্থ এমন কোথাও আমানত দেয়া যাবে, যে নিশ্চিত ভাবে সেই অর্থ দ্বারা কুরবানী করবেন। এতে কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। ইংশাআল্লহ

কুরবানীর পশু কুরবানীর পুর্বেই হারিয়ে গেলে অথবা মারা গেলে তার বিধান

হযরত তামীম ইবনে হুয়াইস رحمه الله বলেন, " আমি মিনায় কুরবানী দেওয়ার জন্য একটি ছাগল ক্রয় করলাম। এক পর্যায়ে সেটা হারিয়ে গেল, তখন এই বিষয়ে আমি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই।" *(সুনানে বায়হাকী, হা: নং: ৯/২৮৯; ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৩, পৃ: ৬৬৯)*

জানা প্রয়োজনঃ তবে কুরবানীর পশুর মালিক যদি অর্থ-সম্পদের মালিক হয় তবে তাকে পুনরায় কুরবানী করতে হবে।

কুরবানীর পশু ক্রয় করার পর বাচ্চা প্রসব করলে তার বিধান

সালামা ইবনে কুহাইল رحمه الله বলেন, এক ব্যক্তি একটি কুরবানীর গাভি ক্রয় করলো। তার পর গাভিটি বাচ্চা প্রসব করলো। তার পর তিনি হযরত আলি رضي الله عنه কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি এর

পরিবর্তে অন্য একটি কুরবানী করবো? তিনি বললেন, না। বরং এটাকেই ইয়াওমুন নাহর এর দিন সাতজনের পক্ষ হতে যবেহ করো এবং এর বাচ্চাকেও। *(ত্বহাবী, খন্ড-৪, পৃ: ২১৩, হাদিস নং: ৫৭৭৩)*

কুরবানীর পশু যবেহ'র পর পেটে বাচ্চা পেলে তার বিধান

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ' قَالَ أَبُو عَبْد اللّٰهِ سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ

হযরত আবু সাঈদ খুদরি ﵁ বলেন, আমি বল্লাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ, আমরা উটনী, গাভী ও ছাগী যবেহ করি এবং কখনো কখোনো আমরা তার পেটে বাচ্ছা পাই। আমরা কি বাচ্ছা ফেলে দেবো, না, খাবো? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমাদের রুচি হলে খাও। কারণ বাচ্চার মা কে যবেহ করা বাচ্চা কে যবেহ করার শামিল। *(সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২৮২৮)*

অত্র হাদিসটি দিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ কুরবানীর পশুর বিষয়ে কিয়াস করেছেন। তিনি বলেন, গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী দেওয়া জায়েজ আছে। যদি গর্ভের বাচ্চা মৃত অবস্তায় বের হয়। তাহলে তার মায়ের যবেহ তার যবেহ হিসেবে গন্য হবে। আর যদি বাচ্চা টি জীবিত অবস্থায় বের হয়, তাহলে তাকে পৃথক ভাবে যবেহ করতে হবে। *(মাজমু'উল ফাতাওয়া-২৬/৩০৭)*

কুরবানীর পশু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার বিধান

কুরবানীর পশুকে কুরবানীর জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা জায়েজ আছে। কেননা ইসলামের যুগে এমন আমল রয়েছে যে, আল্লাহর রছূল ﷺ ও ছাহাবাগণ ﵃ মদিনা থেকে মক্কায় কুরবানীর পশু স্থানান্তর করেছেন। যেমন : ৯ম হিজরীতে

আবু বকর ﵁ এর সাথে আল্লাহর রছূল ﷺ কুরবানীর পশু পাঠিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ ’إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِى دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلاَ تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ‘

হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, “তার নিকট আবু ক্বাবিসাহ ﵁ বলেছেন যে, আল্লহর রছূল ﷺ তাকে সহ কুরবানী (মক্কায়) পাঠাতেন।” *(ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ১৩২৬/ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৩, পৃ: ৪৬৫)*

আবু মালেক কামাল ইবনে আস সায়েদ সালিম বলেন, “কল্যাণ যদি সেটাকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নেওয়ার দাবি করে তবে সেটাকে স্থানান্তর করাতে নিষেধের কিছুই নেই।” (ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৩, পৃ: ৬৬৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا

আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ একবার একটি দুম্বাকে কুরবানীর জন্তু হিসেবে বাইতুল্লাহ-এ (মক্কায়) পাঠালেন এবং তাকে মালা পড়ালেন। *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৩)*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ একবার একটি ছাগলকে কুরবানীর জন্তু হিসেবে বাইতুল্লাহ এ (মক্কায়) পাঠিয়েছিলেন। *(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড: ৪, হা: ৪)*

ঈদ উল ফিতরের দিনের পূর্ণাঙ্গ আমল

আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে সকল মুসলিমগণ ঈদুল ফিতরের দিনে ফজরের ছলাত আদায় করে সর্বপ্রথম ফিতরা আদায়

অসম্পূর্ণ থাকলে তা সম্পূর্ণ করতেন। তারপর ভালোভাবে গোসল করে নতুন অথবা নতুনের মত পুরাতন পোশাক (ধোয়া,পরিষ্কার) পরিধান করতেন যা আল্লাহ তাদেরকে সমর্থ্য দিয়েছেন।

অতঃপর, সকালে একটি, তিনটি অথবা পাঁচটি বেজোড় সংখ্যার খেজুর খেতেন। অতঃপর সুগন্ধি ব্যবহার করে ঈদের ছলাত আদায়ের জন্য খোলা মাঠের দিকে রওনা দিতেন। সে সময়ের ঈদ মাঠ শুধু ঈদের ছলাত আদায়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না এবং বর্তমান সময়ের মতো প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও ছিল না এবং ঈদ মাঠের মেঝে প্লাস্টার বা টাইলস বসানোও ছিল না। ঈদমাঠ প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করা ঈদ মাঠের মেঝে প্লাস্টার বা টাইলস বসানো, ঈদের ছলাত আদায়ের জন্য ঈদমাঠ নির্দিষ্ট করন। এগুলো সবই বর্তমানে নতুন তৈরি। যা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর, আল্লাহর রসূল ﷺ অর্থাৎ ঈদের ছলাতের ইমাম যখন ঈদের ছলাত আদায়ের স্থানে উপস্থিত হতেন তখন বর্তমান সময়ের মতো যেমন ছলাত আদায়ের পূর্বেই বাংলা ভাষায় বক্তৃতা বা খুতবা দেন, এমনভাবে ছলাত আদায়ের পূর্বে কোন ওয়াজ নাসিহা বা খুতবা পাঠ করতেন না। তারা সরাসরি ছলাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, এতে যারা ছলাতে উপস্থিত হওয়ার তারা ছলাতে উপস্থিত হতেন আর যারা উপস্থিত হতে পারতেন না, তাদের জন্য অপেক্ষা করা এবং অপেক্ষার সময় আঞ্চলিক ভাষাতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রথা তখন ছিল না। এমন প্রথা বর্তমান সময়ের নতুন তৈরি করা হয়েছে। যা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর, আল্লাহর রসূল ﷺ আল্লহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধতেন। সাথে সকল মুসল্লিরাও। তারপর অতিরিক্ত সাত তাকবীর দিতেন এবং অন্যান্য ছলাতের ন্যায় সূরা ফাতিহা তার সাথে অন্য সূরা মেলানো এবং রুকু-সিজদা সঠিকভাবে আদায় করে দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকায়াতে তেলাওয়াতের পূর্বে অতিরিক্ত আরো পাঁচ তাকবীর দিতেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা তার সাথে অন্যান্য

সূরা মেলানো সম্পূর্ণ করে রুকুতে যেতেন এবং সঠিকভাবে রুকু-সিজদা আদায় করতেন। অতঃপর বৈঠক শেষে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ছলাত আদায় শেষ করতেন। এবং সকল মুসল্লিদের লক্ষ্য করে আল্লাহর রসূল ﷺ অর্থাৎ ঈদের ছলাতের ইমাম আঞ্চলিক ভাষায় খুতবা বা ওয়াজ নাসিহা করতেন।

অতঃপর, আল্লাহর রসূল ﷺ উপস্থিত মুসল্লিদের জন্য এবং বিশ্ব মুসলমানদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন এবং অন্যান্য মুসল্লিরা হাত না উঠিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ এর দোয়ার সঙ্গে সশব্দে আমিন আমিন বলতেন। আর ঈদের খুতবা শোনা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না ফলে সালাম ফেরানোর শেষে যারা যাবার তারা যেত আর যারা শোনার তারা শুনতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহাবীরা খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং দোয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না। অতঃপর দোয়ার শেষে আল্লাহর রসূল ﷺ কোথাও সেনাবাহিনীকে কোন অভিযানে পাঠানোর ইচ্ছা করলে অভিযানে পাঠাতেন অথবা যার যা কাজ থাকতো তাদেরকে সে কাজে পাঠিয়ে দিতেন। মুসলিমরা ছলাত শেষে। ঈদ মাঠের সেই রাস্তা দিয়ে বের হতেন না যে রাস্তা দিয়ে তারা ঈদ মাঠে প্রবেশ করতেন। অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ ও মুসলিমগণ ঈদের ছলাতের জন্য ঈদের ছলাতের স্থানে যে রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করতেন, ছলাত শেষ হলে ঠিক তার ভিন্ন রাস্তা দিয়ে বের হতেন।

অতঃপর, বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতেন। আর ঈদ অনুষ্ঠানে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ। তবে তা অবশ্যই সুন্নাহ ভিত্তিক অনুষ্ঠান হতে হবে।

ঈদুল আযহার দিনের পূর্ণাঙ্গ আমল

আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে সকল মুসলিমগণ ঈদুল আযহার দিনে ফজরের ছলাত আদায় করে ভালোভাবে গোসল শেষে নতুন পোশাক অথবা নতুনের মতই পুরাতন পোশাক পরিধান করতেন। যা আল্লাহ তাদেরকে সমর্থ্য দিয়েছেন। অতঃপর সুগন্ধি ব্যবহার

করে ঈদের ছলাত আদায়ের জন্য খোলা মাঠের দিকে রওনা দিতেন। যা ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। ঈদুল ফিতরের ছলাত আদায়ের ন্যায় ঈদুল আযহার দিনেও আল্লাহর রসূল ﷺ অর্থাৎ ঈদের ছলাতের ইমাম ঈদ মাঠে পৌঁছে সর্বপ্রথম তাকবীরে তাহরিমার মাধ্যমে ছলাত শুরু করতেন। তাকবীরে তাহরিমার পর অতিরিক্ত ৭ তাকবীর দিতেন এবং সূরা ফাতিহা শেষে অন্যান্য সূরা মিলাতেন। অতঃপর সঠিকভাবে রুকু-সেজদা আদায় করতেন। এবং আবার দ্বিতীয় রাকাত আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়াতেন। অতঃপর আবার অতিরিক্ত পাচ তাকবীর দিতেন। এবং সুরা ফাতিহার সাথে অন্যান্য সূরা মিলাতেন। অতঃপর সঠিকভাবে রুকু-সেজদা আদায় করতেন। এবং বৈঠক শেষে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে ছলাত শেষ করতেন। অতঃপর ঈদুল ফিতরের ন্যায় অনুরূপভাবে ঈদুল আযহার খুতবা ও দোয়া শেষ করতেন। অতঃপর ঈদুল ফিতরের ছলাতে গমনের ন্যায় ঈদুল আযহার ছলাত আদায়ের স্থানেও তারা ঈদের ছলাত আদায়ের স্থান সেই পথ দিয়ে প্রবেশ করতেন, ছলাত আদায় শেষে ঠিক তার ভিন্ন পথ দিয়ে বের হতেন।

অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ অর্থাৎ ঈদের ছলাতের ইমাম যেই স্থানে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের ছলাত আদায় করাতেন ঠিক সেই স্থানে ঈদের ছলাত শেষে মুসল্লিদেরকে দেখিয়ে কুরবানীর পশু যবেহ করতেন, যেন সকল মুসলমানগন জেনে যান যে কুরবানীর পশু যবেহর সময় হয়ে গেছে। অতঃপর মুসলিমগণ বাড়িতে গিয়ে যারা কুরবানীর দেওয়ার তারা কুরবানীর পশু যবেহ করতো। অতঃপর সেই কুরবানীর গোশত থেকে কুরবানীদাতা খেতেন। এবং এমন অভাবীদেরকে খাওয়াতেন, যারা মানুষের কাছে ভিক্ষা করতো না। এবং কুরবানী দিতেও পারত না, আর এমন অভাবীদেরকে খাওয়াতেন, যারা মানুষদের নিকট ভিক্ষা করতো।

জানা প্রয়োজন : ঈদের দিন সকালে নারী-পুরুষ শিশু সকলের জন্যই ঈদ মাঠে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশনা ছিল, এতে করে

মুসলিমদের এবং তাদের মর্যাদা প্রকাশ পেত। তারা সকলে মিলেই আল্লাহর নিকট দোয়া করায় অংশগ্রহণ করতেন। ফলে মুসলিমদের সামাজিক আনন্দে নারী-পুরুষ শিশুর সকল মিলেই অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেতেন। ঝড়-বৃষ্টি বা এরূপ কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত ঈদের ছলাত মসজিদে আদায় করা একটি সুন্নাহ বিরোধী আমল। ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহাজ্জের ১-১৩ তারিখ পর্যন্ত মুসলিমরা জোরে জোরে শব্দে তাকবীর পাঠ করছেন **'আল্লহু আকবার আল্লহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লহু, আল্লহু আকবার আল্লহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।'**

সাহাবীগণ ঈদের এই সময়গুলোতে স্বেচ্ছায় বাজারে যেতেন শুধু উচ্চস্বরে তাকবীর বলার জন্য-মুসলমানদের সুন্নাহ হল কোন মুসলমানকে তাকবীর, তাহলিল তাহমিদ উচ্চস্বরে বলতে শুনলে, তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও উচ্চস্বরে তাকবীর তাহলিল বলা।

যাতে তাকবির ধ্বনিতে সেই অঞ্চল মুখরিত হয়ে যায়। সাহাবীগণ ঈদের ছলাত শেষে মুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎ হলে একে অপরকে বলতেন 'তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম '।

আলহামদুলিল্লাহ

সমাপ্ত

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

' হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে আসছি (তওবা করছি)। '
(সুনানে আবু দাউদ, হাঃ ৪৮৫৯)

বইটি লেখার শুরুর তারিখঃ ২১ শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
এবং লেখার শেষ তারিখঃ ২৬ জুলক্বদাহ, ১৪৪৭ হিজরি

নোটঃ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রসূল (ﷺ) এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. বিচার দিবস
১০. ইসলামে ব্যক্তিজীবন
১১. ইসলামে পারিবারিক জীবন
১২. ইসলামে সামাজিক জীবন
১৩. মুক্তির পয়গাম
১৪. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৬. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৭. আল্লাহর পথের পথিক
১৮. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৯. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী (ﷺ)
২০. তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ (প্রথম পর্ব)
২১. আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই
২২. সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ
২৩. কিতাবুল উযহিয়্যাহ

শেষ
প্রকাশনী